ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 4 August, 2020 ■ আগরতলা, ৪ আগষ্ট, ২০২০ ইং ■ ২০ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অবৈধ সম্পর্কের পরিণতি, একই দড়িতে আত্মঘাতী প্রেমিক যুগল

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩ আগস্ট।। অবৈধ সম্পর্কের করুণ পরিণতি। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও মহিলা একই দড়িতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন। এ ঘটনায় সিপাহিজলা জেলার মধুপুর থানাধীন কৈয়াডেপা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

সোমবার সকালে কৈয়াডেপা এলাকার রবার বাগানে তাঁদের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। বাগান মালিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

এ-বিষয়ে স্থানীয়দের বক্তব্য, বেশ কয়েক বছর ধরে শঙ্কর গোস্বামী (৪২) এবং পূর্ণিমা দাসের (৩২) মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক ছিল। স্বামী পরিত্যক্তা ওই মহিলার সাথে অবৈধ সম্পর্কের কারণে শঙ্কর গোস্বামীর স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে চলে গেছেন। এদিকে, ওই মহিলার এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। তাই তাঁদের সম্পর্ক মেনে নিচ্ছিল না শঙ্করবাবুর পরিবার। স্থানীয়দের দাবি, তাদের অবৈধ সম্পর্কের জন্য বেশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মহিলার মৃত্যু শ্রীনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। শ্রীনগর থানা এলাকার আঙ্গুলিয়া ছড়ায় বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর হয়েছে এক মহিলার। মৃত মহিলার নাম কল্পনা দেবনাথ। জানা যায়, সোমবার নিজ ঘরে টিভির স্যুইস দিতে গিয়ে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হন ঐ মহিলা। ঘটনার স্থলে মৃত্যু হয় তার। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে তার স্বামী দীর্ঘদিন ধরেই শয্যাশায়ী। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মহিলার মৃত্যুতে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

আখাউড়া সীমান্তে কর্মরত বিএসএফ জওয়ানদের রাখী পরিয়ে দিয়েছেন স্থানীয় মহিলারা। সোমবার তোলা নিজস্ব ছবি।

করোনার থাবা মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারে, সংক্রমিত দুই

সেল্ফ আইসোলেশনে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের পরিবারেও করোনা থাবা বসিয়েছে। ইতিপূর্বে মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত দেহরক্ষী করোনা সংক্রমিত হয়েছিলেন। এবারে মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের দুজন সদস্য করোনা সংক্রমিত হয়েছেন। সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্যুইট করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব নিজেই এই ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যদের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। মুখ্যমন্ত্রীর কোভিড-১৯ রিপোর্ট এখনও আসেনি। তাই তিনি সেল্ফ আইসোলেশনে রয়েছেন সরকারী আবাসেই।

এদিকে, সোমবার রাতে মুখ্যমন্ত্রীর এই ট্যুইটের পরপরই তার সরকারী আবাসন সেনিটাইজ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে সূত্র মারফাত জানা গিয়েছে। তবে, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ট্যুইটে উল্লেখ করেননি তাঁর পরিবারের দুই সদস্য কারা যাদের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। যতদূর জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের সরকারী আবাসনে তাঁর পরিবারের সদস্য হিসেবে যাদের নাম সচরাচর উঠে আসে তারা হলেন মুখ্যমন্ত্রী স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে এবং মুখ্যমন্ত্রীর মা। এছাড়া আর কারা তাঁর পরিবারের সদস্য হিসেবে রয়েছেন তা অবশ্য জানা যায়নি।

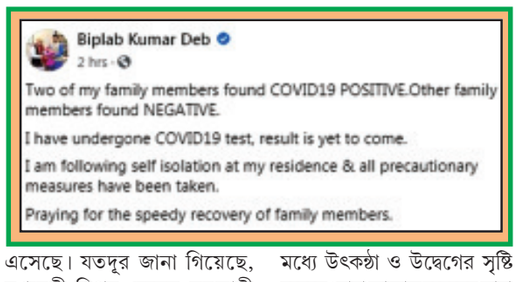

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের দুই সদস্য করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোষণা দেওয়ার পরপরই নেটিজেনদের মধ্যে উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। যারা আক্রান্ত হয়েছেন তারা কে। এবং যারা আক্রান্ত হয়েছেন তাদের কোথায় রাখা হয়েছে। কোন কভিড কেয়ার সেন্টারে রাখা হবে, এনিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু হয়েছে। তবে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব আক্রান্ত দু'জনের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।

Biplab Kumar Deb
2 hrs

Two of my family members found COVID19 POSITIVE.Other family members found NEGATIVE.

I have undergone COVID19 test, result is yet to come.

I am following self isolation at my residence & all precautionary measures have been taken.

Praying for the speedy recovery of family members.

বিধিনিষেধের মধ্যে আজ থেকে রাজ্যে শুরু হচ্ছে আনলক-১

আগরতলা, ৩ আগস্ট (হি. স.)।। বিধিনিষেধ রেখে আনলক-১ শুরু হচ্ছে ত্রিপুরায়। তবে করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বলবৎ থাকবে লকডাউন। সোমবার মুখ্যসচিব মনোজ কুমার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলেছেন, ৪ আগস্ট ভোর ৫টা থেকে ১১ আগস্ট ভোর ৫টা পর্যন্ত আনলক-১ লাগু করা হবে। কারণ, ত্রিপুরায় কিছু স্থানে এখনও করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি রয়েছে। তাই আনলক শুরু হলেও কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে।

ইতিপূর্বে দুই দফায় ২৯ জুলাই থেকে ভোর ৫টা থেকে ৪ আগস্ট ভোর ৫টা পর্যন্ত লকডাউন লাগু করেছিল ত্রিপুরা সরকার। এখন আনলক-১ অনুযায়ী বিধিনিষেধে সামান্য পরিবর্তন আনা হবে। ৩১ আগস্ট পর্যন্ত রাত্রিকালীন কার্ফিউ বলবৎ থাকবে। তাতে রাত ৯টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত ওই আদেশ কার্যকর হবে। দোকান-পাট খোলার ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, জমায়েত, গণ-পরিবহণে বিধিনিষেধ আরোপ হবে। নয়া আদেশ অনুযায়ী, আন্তঃরাজ্য পরিবহণে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কিন্তু একই জেলার ভিতরে পরিবহণ ব্যবস্থায় ছাড় দেওয়া হয়েছে। সরকারি অফিস খোলা থাকবে। তবে অর্ধেক কর্মচারী উপস্থিত থাকতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে দফতরের প্রধান রোস্টার তৈরি করবেন। তামাকজাত দ্রব্য বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে। কিন্তু, মদের দোকান সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

বিশেষ করে, বিয়ে, প্রয়াতদের শেষকৃত্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে পূর্বের ঘোষিত আদেশ বলবৎ থাকবে। মুখ্যসচিবের এই আদেশে জেলাশাসকদের নিজ ক্ষমতাবলে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে।

কামলাঘাটে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত বাইক চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। লেফুঙ্গা থানা এলাকার কামাল ঘাটে বাইক দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়েছেন। বাইক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির নাম সিদ্ধার্থ দত্ত। জানা যায় তিনি নিজেই বাইক চালিয়ে যাচ্ছিলেন। দ্রুত বেগে বাইক চালিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে।আহত সিদ্ধার্ত দত্তকে উদ্ধার করে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা মোহনপুর কমিউনিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে সেখানে তার চিকিৎসা চলছে। বাইক চালকের অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন

কোভিড কেয়ার সেন্টার পরিদর্শন, চরমে বিজেপি বিধায়ক ও জেলাশাসকের তরজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। কোভিড কেয়ার সেন্টার পরিদর্শন নিয়ে ত্রিপুরায় জেলা প্রশাসন এবং বিজেপি বিধায়কের মধ্যে তরজার লড়াই চরমে পৌঁছেছে। একদিকে সুদীপ বর্মণ জেলা শাসকের নির্দেশ মানতে নারাজ এবং এই নির্দেশের পেছনে কায়েমী স্বার্থ জড়িত বলে দাবি করেছেন। অন্যদিকে, জেলা শাসক বলেছেন, সরকারী নিয়ম অনুযায়ী কোভিড কেয়ার সেন্টারে যাওয়ার পর করোনা সংক্রমণের আশঙ্কা থাকছে। তাই বিধায়ককে কোয়ারেন্টাইনে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পিপিই কিট পরলেও করোনা আক্রান্তের অতি সংস্পর্শে যাওয়ায় বিজেপি বিধায়ক তথা প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক।

জেলা শাসকের নির্দেশের

জবাবে বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ বলেছেন, সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রশাসনিক আধিকারিকদের অবগত করেই কোভিড কেয়ার সেন্টার পরিদর্শন করেছি। অথচ, অতীতে এমনই করোনা আক্রান্তের সংস্পর্শে গিয়েছেন, এমন-কি সংক্রমিতদের বাড়িতে আইসোলেশনে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। এক্ষেত্রে, কায়েমী স্বার্থ চরিতার্থের উদ্দেশ্যে করোনা আক্রান্তের সংস্পর্শে পাঠিয়ে তাঁকে সংক্রমিত করার চেষ্টা হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

জেলা শাসক সোমবার সন্ধ্যায় বলেছেন, বিধায়ক শনিবার ভগৎ সিং কোভিড কেয়ার সেন্টারে এক ঘন্টার মতো সময় অতিবাহিত করেছেন। সেখানে করোনা আক্রান্ত রোগীদের সাথে কথা বলেছেন। এইসব বিষয়গুলি কোভিড কেয়ার সেন্টারের সিসিটিভি ফুটেজে রয়েছে। সরকারী নিয়ম অনুযায়ী ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মীরা যারাই কোভিড ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কন্টেইনমেন্ট জোনে রাস্তা আটকে দেয়ায় বামুটিয়ার বিভিন্ন গ্রামে খাদ্য সংকট তীব্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। সিধাই এর বামুটিয়ার রাঙুটিয়া গ্রামে করোনা ভাইরাস সংক্রমিত সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ওই এলাকার সমস্ত রাস্তাঘাট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এলাকায় প্রবেশের সবকটি রাস্তায় টিনের বেড়া দিয়েছে প্রশাসন। প্রশাসন তরফ থেকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ওই এলাকায় কেউ যাতে যাতায়াত না করেন।

এলাকার লোকদের কেউ এলাকার বাইরে যাতায়াত না করার জন্য নির্দেশ জারি করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্যই এ ধরনের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞা জারির ফলে ওইসব এলাকায় বসবাসকারী জনগণ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। বিশেষ করে গরীব অংশের মানুষ খাদ্যাভাবে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে লকডাউন চলার পরে এলাকার রাস্তাঘাট পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ায় যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ হয়ে পড়েছে। লুকোচুরি করে রুটি-রোজগারের কোন পদ এখন আর খোলা নেই ওইসব এলাকায় বসবাসকারী সাধারণ মানুষজনের।

এলাকার রাস্তাঘাট বন্ধ করে দেওয়ার পাশাপাশি প্রতিটি এলাকায় পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। এলাকায় যাতে যাতায়াত পুরোপুরি বন্ধ রাখা যায় সেজন্যই এ ধরনের কঠোর মনোভাব গ্রহণ করা হয়েছে। এই কন্টনমেন্ট ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চকলেটের লোভ দিয়ে নাবালিকাকে ধর্ষণ করল দাদু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। ৮ বছরের শিশু কন্যাকে ধর্ষণ করলো নরপিশাচ দাদু। ঘটনাটি ঘটেছে সিপাহীজলা জেলার বিশালগড় থানা এলাকার কে কে নগরে। জানা যায়, আট বছরের নাতনিকে চকলেট খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে ঘরে নিয়ে ধর্ষণ করে দাদু। এ ব্যাপারে বিশালগড় মহিলা থানায় একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এই নারকীয় ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জোড়ালো দাবি উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা আলাকয় ছিঃ ছিঃ রব পড়েছে।

গর্জি হাসপাতালে তুলকালাম কান্ড ঘটাল নাইটগার্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। গোমতী জেলার গর্জি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নাইটগার্ডের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। অভিযুক্ত নাইট গার্ড এর নাম বিজয় আচার্য। জানা যায় শনিবার রাতে আকন্ঠ মদ্যপান করে হাসপাতালে গিয়ে এই নাইটগার্ড হাসপাতালে আসবাবপত্র এমনকি করুণা সংক্রমণ মোকাবেলার কাজে নিযুক্ত প্রথম সারির যোদ্ধা চিকিৎসক এবং নার্সদের জন্য মজুত রাখা পিপিই সহ অন্যান্য সামগ্রী ভাঙচুর এবং নষ্ট করেছে নাইট গার্ড। মদ্যপ এই নাইটগার্ডের বিরুদ্ধে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে করোনায় আরও দু'জনের মৃত্যু, নতুন সংক্রমিত হলেন ১৩১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে আরও দু'জনের মৃত্যু হয়েছে সোমবার। সরকারী সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ২৬৮৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। তাতে ১৩১ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। নতুন আক্রান্ত ১৩১ জনের মধ্যে সমীক্ষায় বেকলগের ৫৯৬ জনের নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। তাতে ২১ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে।

তাছাড়া বিভিন্ন হাসপাতালে ১৬৪০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। তাতে ১০০ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। সেই সাথে ৪৪৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে আরটিপিসিআর দিয়ে। তাতে ১০ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছি।

এদিকে, রাজ্য সরকার 'দ্য এপিডেমিক ডিজিজ কোভিড-১৯ রেগুলেশন-২০২০'-এর রেগুলেশন অনুযায়ী কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। এগুলি হলো, ভ্রমণের ইতিহাস থাকলে ১৪ দিনের হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে। পাবলিক প্লেস/কর্মক্ষেত্র ও ড্রাইভিং/ভ্রমণের সময় মাস্ক বা মুখাবরণ পরিধান বাধ্যতামূলক।বেসরকারি ও গণ পরিবহণ ব্যবস্থায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা। দোকান ভলান্টিয়ারের মাধ্যমে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা থাকতে হবে। দোকানের সামনে ১ মিটার-এর কম জায়গা থাকলে একজন ক্রেতা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজনগরে বাড়িতে বোমা নিক্ষেপ, পুলিশ অন্ধকারে হাতরাচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। রাজধানী আগরতলা পশ্চিম থানা এলাকার রাজনগরে একটি বাড়িতে বোমা নিক্ষেপের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় শনিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ রাজনগর এলাকার দুলাল মিয়ার বাড়িতে দুষ্কৃতীরা বোমা নিক্ষেপ করে। বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

বাড়ির মালিক দুলাল মিয়া এবং পরিবারের লোকজন রাত থেকে বের হয়ে দেখেন ধোঁয়ায় সারা বাড়ি ছেয়ে গেছে। বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন পরিবারের লোকজনরা। পরিবারের লোকজনদের চিৎকার এবং বোমার আওয়াজে স্থানীয়রা ছুটে আসেন। খবর পাঠানো হয় আগরতলা পশ্চিম থানায়।বোমা বিস্ফোরণের খবর পেয়ে পশ্চিম থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। ঘটনাস্থল থেকে বিস্ফোরিত বোমার কিছু স্প্রিন্টার সহ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গৃহবধূকে হত্যার পর ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলেফা, ৩ আগস্ট।। সাব্রুম মহকুমায় রুপাইছড়ি আর, ডি, ব্লকের অন্তর্গত চাতকছড়ি এডিসি ভিলেজে সাব্রুম থানার অন্তর্গত মনু-বনকুল ফাঁড়ীর অধীনে গতকালকে রাত্রিবেলা ২৫ বছরের এক উপজাতি গৃহ বধূ মৃতদেহ উদ্ধার করেন নিজ বাড়ি বিচ্ছাতে থেকে খুন নাকি আত্মহ্যাতা। এই নিয়ে রাত থেকেই পুলিশ তদন্তে নেমেছেন।

ঘটনার বিবরনে জানা যায় , পূর্ব জলেফার এডিসি ভিলেজের লালচাঁদ পাড়া বাসিন্দার মৃত শান্তি ত্রিপুরার মেয়ে শিবু মালা ত্রিপুরা (২৫) -কে , চাতকছড়ি এডিসি ভিলেজের বাসীন্ধার তুফান ত্রিপুরার ছেলে উপেন্দ্র ত্রিপুরার সাথে আট বছর আগে বিয়েদেন। তাদের পরিবারের মধ্যে একছেলে ও দুইমেয়ে আছে। দীর্ঘ তিন-চার বছর যাবত তাদের সুখের সংসার চলছিল।

মৃত গৃহবধূটির পরিবারের অভিযোগ হঠাৎ দুই-তিন বছর যাবত প্রায় সময় স্বামী উপেন্দ্র ত্রিপুরা নাকি মদ ও জুয়া খেলানিয়ে ব্যাস্ত থাকেন। এবং টাকা পয়সার জন্য নাকি বিভিন্ন রকম শারীরিক ভাবে নিযাতন করে বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে টাকা - পয়সা জন্য। মেয়ের পরিবারও মেয়ের কথা চিন্তা করে মেয়ের হাতে টাকা-পয়সা হাতে তুলে দিন। আবার টাকা ফুরিয়ে গেলে নাকি আবারও গৃহবধূ শিবু মালা ত্রিপুরারকে নির্যাতন শুরু করতেন।

এলাকা সূত্রে জানা গিয়েছে, গৃহবধূটি সংসারে কথা চিন্তা করে প্রায়দিনের মতন গতকালকে সকালবেলা দিনমজুরি কাজ করার জন্য বেরিয়ে পরেন। বিকালবেলা কাজ করে বাড়িতে ফিরে আসেন। সন্ধ্যা হওয়ার ঠিক একটু আগে নাকি আবারও দুইজনের মধ্যে ঝগড়া চুড়ান্ত আকার হয়। হঠাৎ নাকি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে নথিভুক্ত বেকার ১ লক্ষ ৯২ হাজার ২৬২

আগরতলা, ৩ আগস্ট (হি.স.)।। ত্রিপুরায় নথিভুক্ত বেকার রয়েছেন ১ লক্ষ ৯২ হাজার ২৬২ জন। সোমবার শ্রম দফতরের পর্যালোচনা সভায় এই তথ্য উঠে এসেছে। সাথে ১১১টি নথিভুক্ত বেসরকারি নিয়োগকর্তা এবং ১৬টি নথিভুক্ত পাবলিক এমপ্লয়ার রয়েছেন বলে শ্রম দফতরের বিশেষ সচিব জানিয়েছেন।

পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী, ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস পোর্টালে নাম নথিবদ্ধ করেছেন এমন চাকরি প্রত্যাশী যারা সরকারি বা বেসরকারি সংস্থায় চাকরি পেয়েছেন তাদের সমস্ত বিবরণ সহ স্ব ঘোষিত ফর্ম পূরণ করে নিয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে শ্রম দফতরের কাছে জমা দেওয়ার বিষয়টির উপর গুরুত্ব-আরোপ করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে কোভিড-১৯ সংক্রমণ পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বাড়ি বাড়ি সার্ভের কাজ সফলতার সঙ্গে বাস্তবায়িত হওয়ায় সন্তোষ ব্যক্ত করেন। এই সাফল্যের কৃতিত্ব রাজ্যের সমস্ত কর্মচারীদের বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি এ সময়ে তিনি প্রবীণ নাগরিক এবং জটিল রোগে আক্রান্ত রোগীদের আরও বেশি করে যত্নে রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব শ্রম দপ্তরের আধিকারীকদের নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন সোমবার।

ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস পোর্টালে নথিভুক্ত চাকরি প্রত্যাশীর সংখ্যা হচ্ছে ১ লক্ষ ৯২ হাজার ২৬২ জন। ১১১টি নথিভুক্ত বেসরকারি নিয়োগ কর্তা এবং ১৬টি নথিভুক্ত পাবলিক এমপ্লয়ার রয়েছে। তিনি জানান, আগরতলা এবং ধর্মনগরে মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। কৈলাসহরে নতুন একটি মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার স্থাপনের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্পর্কে ৯৫টি ক্যারিয়ার সম্পর্কিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাতে ১৫,৩৭১ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন। ১৮টি ক্যারিয়ার এক্সিবিশন প্রোগ্রামে ২,৪৩৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছেন বলে শ্রম দফতরের বিশেষ সচিব জানিয়েছেন।

পর্যালোচনা সভায় শ্রম দফতরের বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্র দফতরের বিভিন্ন কর্মসূচি সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। ইজ অব ডুয়িং বিজনেসের প্রসারে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ২৯২◘ ৪ আগস্ট
২০২০ ইং ◘ ১৯ শ্রাবণ ◘ মঙ্গলবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সংবিধানে সংরক্ষণ

সামাজিক ন্যায় নিশ্চিত করিতে ভারতীয় সংবিধানে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছে রাষ্ট্র। ভারতের সংবিধানে সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করিবার মূল উদ্দেশ্যই ছিল সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশকে মূলস্রোতে উপরে টানিয়া তোলা।সংবিধান প্রণেতাদের উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও বাস্তবে তা কতখানি সফল হইয়াছে সেই প্রশ্নই মাথাচাড়া দিয়া উঠিতেছে। সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিয়া ইতিমধ্যেই নানা অভিযোগ উঠিয়াছে। সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করিয়াছে বিত্তশালী ও প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলি। অন্যান্য পশ্চাৎপদ গোষ্ঠী বা ওবিসি তালিকা ভুক্তদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে ২৭ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছে তাহা জনগণ সঠিকভাবে ভোগ করিতে পারিতেছেন না। অধিকাংশক্ষেত্রেই সংরক্ষণের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতেছে প্রভাব-প্রতিপত্তি শালীরাই। সংরক্ষণ ব্যবস্থা অপব্যবহার রুখতে কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৭ সালে একটি কমিশন গঠন করিয়াছিল। কমিশনের সদস্যরা এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করিতে গিয়া দেখিয়াছেন পাঁচ হাজারেরও বেশি সংখ্যক জনগোষ্ঠী সরকারিভাবে ওবিসি তালিকাভুক্ত হইলেও সংরক্ষিত আসনের অধিকাংশ মুষ্টিমেয় কিছু জনগোষ্ঠীর দখল করিয়া রহিয়াছে। পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া কমিশন ওবিসি অন্তর্ভুক্ত গোষ্ঠী গুলিকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।একটি গোষ্ঠীতে রহিয়াছেন তাহারা যাহারা জনসংখ্যার অনুপাতে অধিক সংরক্ষিত আসন দখল করিয়া রহিয়াছেন। একটি উপেক্ষিত গোষ্টি রহিয়াছে যাহারা আজও সংরক্ষণ ব্যবস্থা য় স্থান পায় নাই। আর তৃতীয়টি রহিয়াছে যাদের জন্য তারা সংরক্ষিত আসনে কিছু প্রতিনিধিত্ব করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু তাহা যথেষ্ট নহে।কমিশন তাহার রিপোর্টে স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছে ওবিসিদের জন্য সংরক্ষিত আসন গুলোতে এই তিনটি বিভাগ হইতে প্রার্থী নির্বাচন করিলে প্রভাবশালীরা প্রান্তিকদের কোণঠাসা করিতে পারিবে না।বিভিন্ন বিভাগের অভ্যন্তরে আর্থসামাজিক সমতা থাকিলে তাহারা সমানে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে।

কমিশনের এই প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত বলিয়া অনেকেই মনে করেন। বস্তুত সংরক্ষণের সুষম বন্টন চাহিয়া এমন বিবেচনার দাবি বহু পূর্বেই উঠিয়াছে। তাহার সর্মথকরা মনে করাইয়াছেন যে ওবিসি কোন সামাজিক গোষ্ঠী নহে, তাহা সরকার সৃষ্ট একটি ধারণা মাত্র। তাহাতে শিক্ষা সামাজিক উন্নয়ন ও সম্পদের নিরিখে অনুন্নত বর্ণগুলোকে একত্র করা হইয়াছে। অতএব তাঁহাদের খন্ডিত করিলে পরিচিতি বিপন্ন করা হইবে, সেই ভয় কিন্তু নাই।

প্রকৃত অর্থে রাজনীতিতে বৃহৎ প্রশ্নগুলিও ক্ষুদ্র দলস্বার্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রায় সব রাজনৈতিক দলই সংরক্ষণকে ভোটের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে সংরক্ষণের ধারনাতেই পরিবর্তন আসিতে শুরু করিয়াছে। সংরক্ষণের মূল ধারণায় সামাজিক অমর্যাদা প্রাধান্য পাইয়াছিল, তাহাতে আয় প্রাধান্য পায়নি।শিক্ষা পরমাণু এবং রাজনীতিতে যাহারা ঐতিহাসিকভাবে বৈষম্যের শিকার।সংরক্ষণ দ্বারা তাহাদের প্রতি ন্যায় করিতে চাহিয়াছিল ভারতীয় সংবিধান। সংবিধানের দৃষ্টিতে ঐতিহাসিক বঞ্চনাই সংরক্ষণ নির্দিষ্ট করে, সম্পদ মালিকানা নহে। সংরক্ষণ প্রকৃতপক্ষে দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রকল্প নহে। বর্ণের সহিত আর্থিক শ্রেণীর সাযুজ্য যত কমিবে ,সংরক্ষণে কাহার কতটা অধিকার, সেই প্রশ্নটি ততটা তীব্র হইয়া উঠিবে। তাহাতে ন্যায়ের পথ আরো কঠিন হইয়া উঠিবে। ভারতের সংবিধান প্রণেতা সংবিধানে যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন তাহা প্রকৃতপক্ষে কতটা বাস্তবায়িত হইতেছে সেটাই এখন বিচার্য বিষয়।

বিজেপি সাংসদদের দলত্যাগের খবরের প্রতিবাদে বিজয়বর্গীয়

কলকাতা, ৩ আগস্ট (হি. স.): বিজেপি থেকে তৃণমূলে যাওয়া নিয়ে বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে পরিবেশিত খবরের প্রতিবাদ করা হল বিজেপি-র তরফে। সোমবার বিজেপির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ও পশ্চিমবঙ্গের পর্যবেক্ষক কৈলাশ বিজয়বর্গীয় টুইটে লেখেন, "আমাদের কিছু সাংসদের তৃণমূলে যাওয়া নিয়ে কিছু নিউজ চ্যানেলে রটনা চলছে।আমি এর নিন্দা করছি।ওঁরা কেউ দল ছাড়ছেন না, বিজেপি-তেই থাকছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কাজ করছেন।

অমিত শাহর সংস্পর্শে আসা মন্ত্রী সাংসদরা নিভৃতাবাসে

কলকাতা, ৩ আগস্ট (হি স)। বাড়িতে থাকলেও পরিবারের সকলের সঙ্গে যথেষ্ট দূরে রয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। আপাতত হোম কোয়ারেন্টাইনে। কারণ, কোভিড আক্রান্ত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সংস্পর্শে এসেছেন। প্রায় একই অবস্থা কোচবিহারের সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক, বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ, সাংসদ জগন্নাথ সরকারের। মেয়ের কাছে যেতে না পেরে মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে মন্ত্রী বাবুলবাবুর। টুইটে সেকথাই শেয়ার করেছেন আসানসোলের বিজেপি সাংসদ। একদিকে রাজনীতি আবার আরেকদিকে শিল্পীসত্ত্বা। তবে সব কিছুর মাঝেও পরিবারকে সময় দিতে ভোলেন না বাবুল। তাঁর মেয়ে, স্ত্রীর সঙ্গে কাটানো নানা মুহূর্তের ছবি মাঝে মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ারও করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকাকালীন মেয়েকে কাছে না পাওয়ায় তাই এত খারাপ লাগছে তাঁর। টুইটে বাবুল লেখেন, ''আমি কোয়ারেন্টাইনে রয়েছি। ভাল আছি। বেশ কয়েকটা ফোন এসেছে। কথা বলছি। বই পড়ছি। আমার ছোট্ট মেয়ে কাচের জানলার বাইরে থেকে শুভ রাত্রি জানিয়েছে। মন চাইলেও তার কাছে যেতে পারছি না। একটা কাচের জানলা আমাদের দু'জনকে আলাদা করে দিয়েছে। বড্ড কষ্ট হচ্ছে।'' গত কয়েকদিন যারা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁদের আইসোলেশনে থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রয়োজনে পরীক্ষাও করানোর পরামর্শ দিয়েছেন। সম্প্রতি অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন করেছিলেন বাবুল সুপ্রিয়, জগন্নাথ সরকার-সহ একাধিক মন্ত্রী, সাংসদ। তাই অমিত শাহের করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট জানার পর থেকেই হোম কোয়ারেন্টাইনে তাঁরা।

টুইটে রাখির শুভেচ্ছা

ধনকর - সূর্যকান্ত - ফিরহাদ - মুকুল - ফিরহাদ - মৌসমের

কলকাতা, ৩ আগস্ট (হি স). পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর, রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র, বিজেপি-র মুকুল রায়, তৃণমূলের মৌসম বেনজির নূর টুইটারে রাখির শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর টুইটে লিখেছেন, "এই বিশেষ দিনে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই ভাই ও বোনের অমলিন সম্পর্কের দ্যোতক এই দিনটি এর মাধ্যমে মহিলাদের স্বার্থরক্ষা এবং কল্যাণ, বিশেষত বাচ্চা মেয়েদের সব রকম মঙ্গল হোক। 'সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র তাঁর টুইটে যুক্ত করেছেন "বঙ্গচ্ছেদে রাখীবন্ধন" শিরোনামে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোাধ্যায়, বিপীন চন্দ্র পাল প্রমুখ সমকালীন ছ"জন বিশিষ্ট ব্যক্তির মুদ্রিত আবেদন। সঙ্গে লিখেছেন, 'ধর্ম, জাতি, ভাষা, বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের ঐক্য ও সম্প্রীতির রাখী বন্ধন হোক আজকের শপথ।'

দেশ কি তিলককে ভুলতে বসেছে

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট (হি. স.): 'স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার এবং আমি এটি নিয়েই ছাড়ব।' এমন অনুপ্রেরণামূলক উক্তি লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলককে কি দেশ ভুলে গিয়েছে? তাঁকে যদি দেশ ভুলে না যায় তবে কমপক্ষে তাঁর শততম মৃত্যুবার্ষিকীতে সঠিক উপায়ে স্মরণ করা উচিত ছিল। তেমনটা হয়নি। ১৯২০ সালের পয়লা আগস্ট তৎকালীন বোম্বে শহরে বালগঙ্গাধর তিলক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কয়েকটি মুষ্টিমেয় সরকারী কর্মসূচি বাদ দিলে মনেই হচ্ছে না তিলককে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে কেউ স্মরণ করেছেন। দেশের প্রতি তাদের অবদান এবং ত্যাগকে এক প্রকার উপেক্ষা করা হয়েছে। এটি সত্য যে বিশ্বব্যাপী মহামারী কোভিড -১৯ এর কারণে অনেক কিছু বদলেছে, তার মানে কি দেশ মহাপুরুষদের স্মরণ করবে না। বিভিন্ন প্রসঙ্গে যে সামাজিক মাধ্যম সরব হয়ে ওঠে তারাও লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলককে অবজ্ঞা করেছে।লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক, সুপরিচিত গণিতবিদ, দার্শনিক এবং চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন। যিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিত্তি স্থাপনে সহায়তা করেছিলেন। তিনি ১৯১৪ সালে "ইন্ডিয়ান হোম রুল লীগ" প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিলকের নামে আপনি প্রতিটি দেশের মহানগরীতে একটি এলাকা, রাস্তা, কলেজ ইত্যাদি পাবেন।দেশটির রাজধানী দিল্লির ব্যস্ততম চৌরাস্তা তিলক ব্রিজের উপরে তার বৃহদাকার আয়তনের মূর্তির দিকে তাকালে মনে হয় যেন তিনি রাজধানীতে নজর রাখছেন। এই মূর্তিটি খুব প্রাণবন্ত।দিল্লিতেই, তাঁর একটি মূর্তি কাস্তুরবা গান্ধী মার্গে অবস্থিত মহারাষ্ট্র সদনেও স্থাপন করা হয়েছে। যদি আমরা সংসদ ভবনের কথা বলি, তবে ১৯৫৬ সালের ২৮ জুলাই সংসদ ভবনের কেন্দ্রীয় হলে তিলকের একটি ছবি স্থাপন করা হয়েছিল। এটি আঁকেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী গোপাল দেশুকার। প্রতি বছর, তিলকের জন্মদিন এবং মৃত্যুবার্ষিকী এই ছবিটিতে মাল্যদান করে বর্তমান রাজনেতারা স্মরণ করেন।

লোকমান্য তিলক স্বাধীনতা আন্দোলনে অসামান্য অবদান রেখেছিলেন, তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে সজীব করেছিলেন। লোকমান্য তিলকের স্বরাজের স্লোগানটি ভারতীয় সমাজকে জাগ্রত করতে এবং কাগজের স্বাধীনতা আন্দোলনকে একটি গণ আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করেছিল। মৃত্যু এবং স্মরণে কেবল অর্ধ অক্ষরের পার্থক্য রয়েছে, তবে এই অর্ধেকটি অক্ষর যোগ করার জন্য একজনকে পুরো জীবন উৎসর্গ করতে হবে এবং তিলক এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ ছিলেন।সম্ভবত খুব কম লোকই জানে যে তিলকই প্রথম বীর সাভারকরকে অনুপ্রাণিত করে ১৯০৭ সালে পুনের কাঠের সেতুর উপরে ইংরেজী পোশাক এবং জিনিসপত্রের সলিল সমাধি ঘটিয়েছিলেন। এই আন্দোলনটি যাতে কংগ্রেস অফিস থেকে বেরিয়ে এসে গ্রাম-রাস্তায় আন্দোলনে পরিণত হতে পারে সেই পথ দেখিয়েছিলেন তিনি।

আপনি যদি ভারত ও ভারতের গৌরবময় ইতিহাসকে জানতে চান তবে বাল গঙ্গাধর তিলককে বারবার পড়তে হবে। দেশের মানুষকে স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে যুক্ত করতে, লোকমান্য তিলক শিবাজী জয়ন্তী ও গণেশ উৎসবকে একটি লোক উৎসব হিসাবে উদযাপন শুরু করেছিলেন যা ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকনির্দেশনা এবং অবস্থা উভয়ই পরিবর্তিত করেছিল।লোকমান্য তিলক ছিলেন অস্পৃশ্যতার শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। তিনি বর্ণ ও সম্প্রদায়গুলিতে বিভক্ত সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য একটি বিশাল আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে ঈশ্বর যদি অস্পৃশ্যতার মনোভাবকে গ্রহণ করেন তবে আমি সেই ঈশ্বরকে গ্রহণ করব না।

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে লোকমান্য তিলকের অবদানের বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যথাযথভাবে বলেছেন যে তিনি তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত জাতির জন্য ত্যাগ করে গিয়েছেন। সেই ত্যাগের মধ্যে যে আদর্শ তৈরি হয়েছিল তাতে অনুপ্রাণিত হয়েছিল বিপ্লবীদের পরবর্তী প্রজন্ম।ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তিলক যে স্লোগানটি উত্থাপন করেছিলেন, 'স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার এবং আমি এটি নিয়েই ছাড়ব।' সর্বদা সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের সেরা প্রেরণামূলক স্লোগান হিসাবে।বাল গঙ্গাধর তিলক ভারতীয় সংস্কৃতির গর্বের ভিত্তিতে দেশবাসীর মধ্যে একটি শক্তিশালী জাতীয় ভালবাসা জাগাতে চেয়েছিলেন। এর সুদূর প্রসারী লক্ষ্য নিয়ে তিনি সারাদেশে জিমনাসিয়াম, কুস্তির আখড়া, গরু নিধন বিরোধী প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছিলেন। আজ এটি খুব সহজ বলে মনে হচ্ছে তবে উনিশ শতকে খুব কম লোকই তা বাস্তবায়িত করার জন্য তাদের সারা জীবন উৎসর্গ কৃত করতে পারতো।লোকমান্য তিলকের এই বাক্যটি ভারতীয় সমাজকে সচেতন করার এবং স্বাধীনতা আন্দোলনকে একটি গণ আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করেছিল. যার কারণে লোকমান্য উপাধিটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার নামের আগে জুরে গিয়েছিল।

তিলকের আগে লোকেরা "গীতা" র সন্ন্যাস ভাব জানত। কিন্তু কারাগারে থাকাকালীন তিলক জি "গীতা রহস্য" লিখেছিলেন এবং গীতার ভিতরে কর্মযোগকে লোকের কাছে নিয়ে এসেছিলেন।তার গীতা রহস্য আজও মানুষকে প্রদর্শকের মত পথ দেখিয়ে চলেছেন। তিলক প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠা জুড়ে গীতা রহস্যের ভূমিকা রচনা করেছিলেন। যাকে ব্যাখ্যা করতে দর্শন পড়ুয়াদের ঘাম ছুটে যেত।

নিজের ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রতি লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকের যে আগ্রহ ছিল সেগুলিকে মোদী সরকারের নতুন শিক্ষানীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে প্রতিটি শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা তার মাতৃভাষায় হওয়া উচিত।এখন তা দেশে হতে চলেছে। লোকমান্য তিলক ছিলেন বহুমুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। চিন্তাবিদ, দার্শনিক, সফল সাংবাদিক এবং সমাজ সংস্কারক সহ বহুমুখী ব্যক্তিত্বের প্রতীক। ভারত, ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ভারতীয় জনগণকে বুঝে চলা লোকমান্য তিলক আজও সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক। দেশের প্রতিটি নাগরিককে বুঝতে হবে যে তিলকের ধারণাগুলি থেকে সরে এসে দেশের ভবিষ্যত কখনই উজ্জ্বল হতে পারে না। আপনি যদি ভারত ও ভারতের গৌরবময় ইতিহাস জানতে চান, তবে বাল গঙ্গাধর তিলককে বারবার পড়তে হবে। তিলক জির দুর্দান্ত ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে যখনই কিছু নতুন জ্ঞান পাওয়া যাবে এবং তাঁর কাছ থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করবে তরুণ প্রজন্ম। তখনই তারা নতুন উচ্চতায় পৌঁছতে সক্ষম হবে। লোকমান্য তিলকও ছিলেন নির্ভীক সাংবাদিক।'কেসারি' পত্রিকায় তিনি 'দেশের দুর্ভাগ্য' শীর্ষক একটি প্রেরণামূলক নিবন্ধ লিখেছিলেন যাতে তিনি ব্রিটিশ সরকারের নীতিগুলির তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। ১৮৯৭ সালের ২৭ জুলাই তাকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ১২৪-এ এর অধীনে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তিনি মন্ডলে (বার্মা) ৬ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ডে বন্দী ছিলেন। আমি নিজেকে ধন্য মনে করি যে আমি ১৯৮৬ সালে সেই কারাগারটি পরিদর্শন করেছি, তবে কারাগারে কঠোর জীবন যাপন করার পরেও তার দৃষ্টিভঙ্গি বিভ্রান্ত হয়নি। কারাগারে লোকমান্য তিলক কয়েকটি বইয়ের দাবি করেছিলেন, কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তাকে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপযুক্ত এমন কোনও চিঠি লিখতে নিষেধ করেছিল।লোকমান্য তিলকও কারাগারে একটি বই লিখেছিলেন।কারাবাসের মেয়াদ শেষ হওয়ার অল্প সময়ের আগেই বালগঙ্গাধর তিলকের স্ত্রী মারা যান। কারাগারে পাওয়া একটি চিঠি থেকে তিনি এই দুঃখজনক সংবাদটি জানতে পেরেছিলেন।লোকমান্য তিলক স্ত্রীর শেষ মুখ দেখতে পেল না।তিলকের জীবন সর্বদা দেশকে পথ দেখায়।তার দেখানো চিন্তাভাবনা থেকে বিচ্যুত হওয়ার অর্থ এই হবে যে দেশটিকে তার নিজের পথ থেকে সরে এসেছে। (লেখক রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

শিক্ষা-স্বাস্থ্যের বেহাল অবস্থা ফেরাতে প্রয়োজন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ

আশীষ কুণ্ডু

ফেডারেল স্ট্রাকচার, কথাটা বহুশ্রুত। এই ব্যবস্থায় শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা রাজ্যের বিষয়। সাধারণত প্রজাতন্ত্রে সংবিধান দু'রকমের রাষ্ট্রে গঠনতন্ত্রের কথা বলা হয়। একটা হল ইউনিটারি স্ট্রাকচার, আরেকটা ফেডারেল স্ট্রকচার। ফেডারেল স্ট্রাকচারে কেন্দ্রের সরকার আলাদা রাজ্য সরকার আলাদা হলেও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা বিদেশ এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে থাকে রাজ্যগুলো। সবার ওপরে থাকে আইনব্যবস্থা স্বয়ংশাসিত নির্বাচন কমিশন। এরা সংবিধান অনুযায়ী প্রয়োজনে ক্ষমতার প্রয়োগ এবং ব্যবস্থা নিতে পারে। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ অনেক ক্ষেত্রেই রাজ্যকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে। তবুও স্বাধীনতার সত্তর বছর পার করেও আমারা যেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে আটকে যাচ্ছি কেন্দ্র আর রাজ্যের ক্ষমতার বিন্যাসের ফাঁকে। বিশেষত স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো অপরিহার্য ক্ষেত্রে এই সমস্যা একটা। এবার আসি স্বাস্থ্যব্যবস্থায়। এটা রাজ্যের এক্তিয়ার। কেন্দ্র নির্দেশিকা জারি করতে পারে, প্রকল্প চালু করতে পারে। তাকে রূপায়ণ করার দায়িত্ব রাজ্যের । এখানে রাজ্য সরকার চাইলে স্বতন্ত্র প্রকল্প চালু করতে পারে। এতদিন এটা চলে আসছিল। জনগণ বহুক্ষেত্রে বঞ্চিত অনুভব করলেও খুব একটা প্রাভাবিত হয়নি, যেটা এই অতিমারিতে প্রকট হল। কেন্দ্র সাধারণের কথা ভেবে চালু করেছিল 'আয়ুষ্মান ভারত' রাজ্য স্বতন্ত্রভাবে চালু করেথে 'স্বাস্থ্যসাথী'। উদ্দেশ্য দুটো ক্ষেত্রেই মহৎ। কিন্তু সমন্বয়ের অভাব এবং কেন্দ্র রাজ্য সংঘাতের আবহে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা বিঘ্নিত হচ্ছে। রাজ্য চাইছে রাজ্যের পরিষেবার ক্ষেত্রে জনগণের ওপরে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে। এখন উচিত ছিল এই পরাক্রমশালী সম্পূর্ণ অতিমারির প্রবল প্রকোপের মোকাবিলায় কেন্দ্র রাজ্য নিজেদের অহমিকার গণ্ডি পেরিয়ে একে অপরের হাত ধরা । তেমনটা হয়নি। জনগণের ভোটের ওপর নেতাদের নির্ভরতা থাকে, তেমনই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভূমিকা পাঁচ বছরের সময়কালে জনগণের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো অপরিহার্য ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র দেশে স্বাস্থ্য পরিষেবার স্বচ্ছ, রূপরেখা ও তার সুচারু প্রণয়ন দরকার। স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরামর্শ, মূল্যায়ন ও পরিষেবার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বন্দোবস্ত স্যাটেলাইটের মাধ্যমে স্বচ্ছ ও উন্নত করা সম্ভব। চিকিৎসা ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হতে প্রয়োজন গবেষণামূলক অগ্রগতির। স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় বাজেট বাড়িয়ে, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ও উন্নত হসপিটাল গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে কেন্দ্রকে। রাজ্য সহকারী ভূমিকা পালন করবে। একটা স্বাস্থ্য-অ্যাপের কথা ভাবা যেতে পারে। সমস্ত প্রাইভেট এবং সরকারি হাসপাতালের পরিষেবা সংক্রান্ত তথ্য এতে লিপিবদ্ধ থাকবে। এর আওতায় ভারতের সমগ্র জনগণের স্বাস্থ্য পরিসংখ্যান লিপিবদ্ধ করা হোক। যখন কেউ অসুস্থ হবে, অনলাইনে তথ্য দিলেই নিকটস্থ পরিষেবা রোগীর কাছে পৌঁছে যাবে। সময় সময়ে স্বাস্থ্য তথ্য আপডেট করা হোক রোগীর তরফে অথবা হাসপাতালের তরফে। এখন প্রশ্নটা হল দেশের সব নাগরিকের কি স্মার্ট ফোন আছে? না নেই। যাদের স্মার্ট ফোন আছে তাদের আধারের মাধ্যমে ট্রেস করে, বাকিদের স্বাস্থ্য দফতরের মাধ্যমে দেশি স্মার্ট ফোন দেওয়া হোক, যাতে শুধু স্বাস্থ্য অ্যাপ ডাউনলোড করা যাবে এবং কথাবর্তা বলা যাবে। সব নাগরিকের হেলথ রেকর্ড অনিবার্য করা এই ব্যাপারে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে, রাজনৈতিক মতাদর্শ ভুলে। আজ আমরা দেখছি লকডাউনে প্রবাসে আটকে থাকা সন্তান-সন্ততি ও পরিজনদের অসাহায়তা। বৃদ্ধ পিতামাতার পাশে কেউ নেই, বার্দ্ধক্যজনিত সমস্যায় সময়মতো হসপিটালাইজড হতে না পেরে গত হচ্ছেন। শেষসময়ে সাহায্য করার জন্য সন্তান উপস্থিত হতে পারছেন না। এটা রাজ্য এবং রাষ্ট্র উভয়ের দায়িত্ব দেশবাসীকে স্বাস্থের মতো মৌলিক পরিষেবা নিশ্চিত করা। সুতরাং, একটা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরিকাঠামো দেশব্যাপী, গড়ে তোলার দরকার। যেখানে সুলক্ষে এবং প্রয়োজনে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার স্বচ্ছ বন্দোপস্ত প্রদান করার হবে নাগরিককে। বিনা চিকিৎসায়, বেঘোরে কোনও নাগরিকের যেন মৃত্যু না হয়, এটা কেন্দ্র রাজ্যের অন্যতম প্রধান নীতি হবে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা কি দেখছি, বিভিন্ন ধারার, বিভিন্ন ধরনের বোর্ড এবং তাদের ভিন্ন শিক্ষানীতি। প্রাথমিক স্তরে ভিন্ন ধারার স্কুল, কোর্স এবং ফীস্ স্ট্রকাচার বিভিন্ন এবং তা ব্যবসাকেন্দ্রি, মধ্যশিক্ষায় আইসিএসই, সিবিএসই, রাজ্য বোর্ডের এছাড়া অন্যান্য বোর্ডের ভিন্ন সিলেবাস, পরীক্ষা পদ্ধতি, মূল্যায়ন। প্রাইভেট, সরকারি অটোনোমাস,ডিমড্ ইউনিভার্সিটি, ডিসট্যান্স লার্নিং, ইগনু, আরও অনেক প্রকার। যদিও এনসিআরটি, ইউজিসি, একটা সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতির ও দিকনির্দেশা করে তবুও পার্থক্য একটা থাকেই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিষ্ঠান। এর প্রভাব পড়ে পরবর্তী কর্মজীবনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় এবং নির্বাচনের প্রক্রিয়ায়। মূল্যায়ম পদ্ধতি এক না হওয়ায় সাক্ষাৎকারমূলক নির্বাচন প্রক্রিয়াতে, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় অপেক্ষাকৃত কম জ্ঞানের পরীক্ষার্থী, শুধুমাত্র প্রাপ্ত নম্বর বেশি হওয়াতে চাকরি পেয়ে যায়। এছাড়া বিভিন্ন কারিগরি, ডাক্তারি এবং পেশাভিত্তিক শিক্ষরার পদ্ধতি ও ফিজের বিস্তর ফারাক। যদিও সাধারণভাবে যুক্ত প্রবেশিকার (জয়েন্ট এন্ট্রান্স) মাধ্যমে দেশের সব সিক্ষাসংস্থার ছাত্রভর্তির পদ্ধতি চালু হয়েছে, তবুও ম্যানেজমেন্ট কোটার দোহাই দিয়ে অপেক্ষাকৃত কম মেধার ছাত্রছাত্রী বর্তি হয়ে এই ব্যবস্থায় মান, উন্নয়ন উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেয়। সারা দেশে রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাসীন দল অনেকক্ষেত্রে নিজ নিজ রাজনৈতিক উদ্দেশে বিকৃত তথ্যসমৃদ্ধ সিলেবাস বা পাঠ্যপুস্তাক তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষা বোর্ড বা কমিশনে শামিল করে নতুন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করে। সুতরাং এক দেশ কে শিক্ষাব্যবস্থা, এক ফী, এক পরীক্ষা হলে মূল্যায়ন নিয়ে কোনও সন্দেহ থাকে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় অনুদান, ফীসপ্রথার কুচক্র থেকে মুক্ত করে, গরিব ছাত্রছাত্রীদের পড়ার সুযোগ করে দেবে। শিক্ষাব্যবস্থা কেন্দ্রীয় হবে, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে কাজ করবে, যেমনটা আমাদের আইন ব্যবস্থা এবং নির্বাচন কমিশন করে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য স্বতন্ত্রভাবে কাজ করবে, যেমনটা আমাদের আইন ব্যবস্থা এবং নির্বাচন কমিশন করে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নত করা হোক মূলমন্ত্র।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সোমবার লকডাউনের দিনে লেইকচৌমুহনী বাজারে পুলিশের টহলদারি। ছবি- নিজস্ব।

কাটিগড়া-কালাইনে ভয়ঙ্কর হচ্ছে করোনা, একদিনে ২২ জন পজিটিভ আতঙ্কে দিশেহারা সাধারণ জনগণ

কাটিগড়া (অসম), ৩ আগস্ট (হি.স.) : দক্ষিণ অসমের কাছাড় জেলার কালাইন অঞ্চলে করোনার ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে দিশেহারা হয়ে উঠছেন এলাকার জনগণ। পরিস্থিতি যে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক ঘেঁষা ছোট্ট ব্যবসায়িক অঞ্চল কালাইনে একইদিনে ২২ জন করোনা পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন খবরে শুনে চরম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন এলাকার জনগণ। এ পর্যন্ত কাটিগড়া বিধানসভা এলাকায় কোনও রকমের ট্রাভেল হিস্ট্রি ছাড়াই ১০২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে চার জনের মৃত্যু ঘটেছে। সোমবার এই খবর লেখা পর্যন্ত জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্টে ১৪ জন কোভিড-১৯-এর তালিকা প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়া, স্থানীয় দিগরখাল এমএইচসিতে রেপিড অ্যান্টিজেন্ট টেস্টের (আরএটি) রিপোর্টে আরও ৮ জন করোনা পজিটিভের খবর পাওয়া গেছে। উদ্বেগজনক বিষয়টি নিয়ে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আক্রান্তরা হলেন কালাইন সিএইচসি হাসপাতালের লাগোয়া সিম্পা পাল (৪০), প্রতীক পাল (৬), পার্থ পাল (৪৮), পীতিশ পাল ((১৬), বাবলি পাল (২৭), পুলক পাল (৩৮), বুলি পাল (৪৮), পুনিত পাল (৫), ওষুধ ব্যবসায়ী সুদীপ দাস (৩৫), পঞ্চায়তের জিআরএস প্রজ্জ্বল দাস (৩৬), মুন দাস (৩৬), দিপু কুমার কছাড়ি (৩৯), পরেশ চন্দ্র পাল ((৭৭), অমিত পাল (৪১), রিমি পাল (১৫), রিপা পাল (৩২), রুমন চক্রবর্তী(৩৫) এবং সুমন দাস (১৬)।

এছাড়া আরও ৮ পজিটিভ রোগীর কথা জানিয়েছেন স্বাস্থ্য বিভাগের বিপিএম বুরহানুল হক চৌধুরী। সবকিছু মিলিয়ে শুধুমাত্র সোমবারের রিপোর্টে কালাইন বাজার এলাকার ২২ জন পজিটিভ আক্রান্তের বিষয়টি ভাবিয়ে তুলেছে স্বাস্থ্য বিভাগ সহ জেলা প্রশাসনকেও। কাটিগড়া এলাকায় এ পর্যন্ত করোনার শিকার হয়ে চারজনের মৃত্যু ঘটেছে। কোভিড-১৯-এর নিয়মনীতি উপেক্ষা করে চলাফেরা করার দরুন বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় আতঙ্ক প্রকাশ করেছেন বিপিএম বুরহানুল হক চৌধুরী।

গত কিছুদিন থেকে স্থানীয় জিপি সভাপতি মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী ফেসবুকের মাধ্যমে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বারংবার অনুরোধ জানিয়ে লিখেছিলেন, কালাইন এলাকার প্রায় প্রতিটি ঘরের মানুষ জ্বর, সর্দি কাশিতে ভুগছেন। তাই করোনা পজিটিভের লক্ষণসমূহ ব্যাপকহারে দেখা দিয়েছে কালাইন অঞ্চলে। কিন্তু মানসিক ভয় ভীতির কারণে অনেকেই সোয়াব টেস্টে এগিয়ে আসছেন না।

ঘরের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে স্থানীয় ফার্মাসি থেকে ওষুধ খেয়ে রোগ সারানোর অপচেষ্টার কথা অনেক আগেই ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন জিপি সভাপতি মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী। কিন্তু প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট অসুস্থ জনগণ মৃদুলবাবুর অনুরোধে কর্ণপাত করেননি।

এবার পরিস্থিতি নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। করোনা আতঙ্কে হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে গোটা এলাকায়। তার উপর একাংশ ঔধ্বত্য আচরণের যুবক ও কিছু সংখ্যক স্বঘোষিত নেতার অজ্ঞতার ও বেপরোয়া জীবনশৈলীর জন্যই কালাইন অঞ্চলটি কাছাড় জেলা প্রশাসনের কাছে অভিশপ্ত হয়ে উঠেছে। কালাইন ডিগাবর রোডের দাস ফার্মাসির মালিক সুদীপ আক্রান্তের খবরে তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে এলাকায়। কারণ ওই হাসপাতালে একাংশ নেতার ভিড় জমে প্রায়ই। এছাড়া বুলি পালের দোকানে যথেষ্ট ভিড় লেগে থাকে প্রায়ই। ফলে দোকানগুলোর সংস্পর্শে আসা লোকজনদের স্বেচ্ছায় সোয়াব টেস্টে এগিয়ে না আসলে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি দেখা দেওয়ার আশঙ্কা তাড়া করছে গোটা কালাইন এলাকার জনগণকে।

শিলচরে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অপ্রীতিকর ঘটনায় উদ্বেগ মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দের, সর্বাবস্থায় শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান

শিলচর (অসম), ৩ আগস্ট (হি.স.) : রবিবার রাতে কাছাড় জেলা সদর শিলচর শহরের মালুগ্রাম ঘনিয়ালা এলাকায় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে তাতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। তিনি সর্বাবস্থায় সর্বস্তরের জনতাকে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য এলাকাবাসীর প্রতি আবেদনও রেখেছেন। সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে কাছাড়ের জেলাশাসক এবং ডিআইজি-র সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই খবর দিয়েছেন রাজ্যের বন, আবগারি ও মৎস্য দফতরের মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য। এদিকে শিলচর শহরের মালুগ্রামের ঘনিয়ালা এলাকায় সংগঠিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের বিভিন্ন অংশ এবং রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিরা শহরে আইন-শৃঙ্খলা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, শান্তি পুনরুদ্ধার ও রক্ষণাবেক্ষণে জেলা প্রশাসনের সহায়তা করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। সোমবার জেলা প্রশাসনের আহ্বানে অনুষ্ঠিত সভায় প্রবীণ নাগরিক, ধর্মীয় নেতাবৃন্দ এবং রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিরা সমাজে স্থিতিশীল শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রশাসন এবং জনসাধারণের সমন্বয় বাড়ানো, গুজব না ছড়ানো এবং বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ অতিমারির মধ্যেও শান্তি কমিটি পুনরায় সক্রিয় করার সংকল্প নিয়েছেন। গতকাল রাতে পাথর ছোঁড়ার ঘটনাকে সমাজে শান্তি বিঘ্নিত করার জন্য দুর্বৃত্তদের ষড়যন্ত্র বলে বলে অভিমত ব্যক্ত করে সভায় উপস্থিত সকলেই অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। সভায় উপস্থিত সবাই কড়া আইন প্রয়োগ করে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ায় সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানান। স্থানীয় জনগণের মধ্যে আস্থা জাগানোর জন্য কার্ফিউ প্রত্যাহার করার আগে জেলাশাসক, ডিআইজি (দক্ষিণ রেঞ্জ) এবং পুলিশ সুপারকে ঘন ঘন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করার আহ্বান জানান বনমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য।

মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য আইন অনুযায়ী দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গুজব রটনাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেও বলেছেন। তিনি নাগরিক ও পুলিশ প্রশাসনকে সোশাল মিডিয়ায় একটি ট্যাব রাখতে এবং যারা আপত্তিজনক পোস্ট করেন এবং ভুল তথ্য ছড়িয়ে দেন তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশে দিয়েছেন।

জেলাশাসক কীর্তি জল্লি আশ্বাস দেনস আইন অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং গুজব ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রশাসন সংশ্লিষ্ট দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেবে। জল্লি বলেন, একটি ঘৃণ্য বিষয় থেকে উদ্ভূত ঘনিয়ালার মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়া উচিত নয়। শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য আবেদন করার সময়, জল্লি সমস্ত প্রটোকল অনুসরণ করে এবং যাতে কোনও রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মণ্ডলি না থাকে এবং পাঁচজনের বেশি লোককে জড়ো করে তোলা না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য বলেন যেভাবে রাজ্যের সর্বশেষ নির্দেশিকা অনুসারে উৎসবের সময় কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সবার সমর্থন ও সহযোগিতা চেয়েছিলেন।

এর আগে, দক্ষিণ রেঞ্জের ডিআইজি দিলিপ কুমার দে বলেন, পুলিশ কর্তৃক সময়োচিত ব্যবস্থা নেওয়ায় এই ঘটনাকে বড় আইন-শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা থেকে পক্ষা করেছে। ডিআইজি বলেন, স্থানীয় লোকজন যাদের সাথে তিনি এবং পুলিশ সুপার কথা বলেছেন, সকলেই ঘটনাকে অপ্রত্যাশিত বলে বয়ান দিয়েছেন, এই অঞ্চলে এ ধরনের ঘটনা সংগঠিত মোটেই ঘটানো উচিত হয়নি বলে নাকি সকলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এ ধরনের ঘটনার নজির নেই ঘনিয়ালায় নেই বলেও নাগরিকরা পুলিশের পদস্থ আধিকারিকদের বলেছেন।

পুলিশ সুপার বানোয়ারিলাল মিনা গুজব তদারকিতে প্রশাসনের কাছে তথ্য যাচাই করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। প্রত্যেককে আইন নিজের হাতে না নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে মিনা বলেন, পুলিশ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে। তিনি উপস্থিত সবাইকে অনুরোধ করে বলেন, পুলিশকে যথাযথ ও সত্য তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে সহায়তা করুন।

শিলচরের বিধায়ক দিলীপ কুমার পাল বলেন, গুজব ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এবং ঘটনার পিছনে দোষীদের গ্রেফতার করতে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রাক্তন সাংসদ সুস্মিতা দেব দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানান এবং এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, তাঁরাও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রশাসনকে সহায়তা করবেন।

কংগ্রেসের ‘প্রতারণা দিবস’, তুলোধোনা অসম বিজেপির

গুয়াহাটি, ৩ আগস্ট (হি.স.) : স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দেশবাসীকে রেকর্ড সংখ্যক প্রতারণা করেছে কংগ্রেস। কংগ্রেস বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ‘প্রতারণা দিবস’ কার্যসূচি পালন করছে। এরই প্রতিক্রিয়ায় প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে কংগ্রেসকে তুলোধোনা করেছেন অসম প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস ও মুখ্য মুখপাত্র রূপম গোস্বামী।

বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে গৃহীত ‘প্রতারণা দিবস’ কার্যসূচির প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে বিবৃতিতে কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করেছেন বিজেপির অসম প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস। তিনি বলেন, রাজ্যে কংগ্রেস ১৫ বছরের শাসনকালে একটি প্রতিশ্রুতিও বাস্তবায়িত করতে না পেরে রাজ্যবাসীর সঙ্গে চরম প্রতারণা করেছে। দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড় মনমোহন সিং সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে রঞ্জিত বলেন, প্রধানমন্ত্রীর মতো গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব পাওয়ার পরও ড় মনমোহন সিং আসু-র সঙ্গে অনুষ্ঠিত ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরও রাজ্যের বন্যা সমস্যার সমাধানে কোনও গুরুত্বই দেননি। সেই সঙ্গে তিনি আরও বলেন, বর্তমানে নরেন্দ্র মোদী সরকার পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের মাধ্যমে বন্যা, ভাঙন সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে গুরুত্ব দিয়েছে।

তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, অসমে যে সকল কংগ্রেস নেতা ‘প্রতারণা দিবস’ পালন করেছেন তাঁদের আমলে ইন্দিরা আবাস প্রকল্পের ২ লক্ষ ৪৮ হাজার ভুয়ো সুবিধাভোগীর নামে অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগ রয়েছে। তরুণ গগৈ সরকারের আমলে এই সকল কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধে ৯ লক্ষ অস্তিত্বহীন শিশুর নামে শিশুখাদ্য আত্মসাৎ করার অভিযোগ রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার ভুয়ো রেশন কার্ড, ৪ লক্ষ ৪৫ হাজার ভুয়ো জবকার্ড দুর্নীতিতে জড়িয়ে থাকার অভিযোগ রয়েছে। পাশাপাশি বিজেপি সরকারের প্রশংসা করে তিনি বলেন, সর্বানন্দ সনোয়াল সরকার রাজ্যকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাচ্ছে, রাজ্যে দুর্নীতি ঠেকাতে বিভিন্ন বিভাগে রাজস্ব ২১ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

বিজেপি সরকারের দূরদর্শিতার কারণেই নুমলিগড় শোধানাগারের শোধনক্ষমতা ৩ মিলিয়ন মেট্রিকটন থেকে ৯ মিলিয়ন মেট্রিকটন বেড়েছে। রাজ্যে ১৪ হাজার ৪০০ কিলোমিটার রাস্তা, ১০০০টি সেতু পাকা হয়েছে, ৮-টি মেডিক্যাল কলেজ নির্মাণ হয়েছে, বিশ্ববিখ্যাত জাতীয় উদ্যান কাজিরঙায় চোরা শিকারিদের হাতে গণ্ডার হত্যা ঠেকানো গেছে। অতএব কংগ্রেসিদের বিজেপির বিরুদ্ধে ‘প্রতারণা দিবস’-এর কার্যক্রম অত্যন্ত লজ্জাজনক ঘটনা।

করিমগঞ্জের সোনাখিরা পুলিশ চেকগেটে ফের ড্রাগস সহ আটক পাচারকারী

পাথারকান্দি (অসম), ৩ আগস্ট (হি.স.) : করোনা প্রকোপের মধ্যেও ড্রাগসের রমরমা কারবার কিছুতেই থামছে না বৃহত্তর পাথারকান্দিতে। পক্ষকালের মাথায় আজ সোমবার ফের সন্দেহজনক ব্রাউন সুগার সহ এক যুবককে ধরেছে সোনাখিরা পুলিশের হাতে। ধৃত যুবককে স্থানীয় ডেফলআলা গ্রামের জনৈক ইয়াকুব আলির বছর ২০-এর ছেলে জাকির আহমেদ বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। জাকিরের হেফাজত থেকে পুলিশ দুটি প্যাজকেটে ২৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। বাজেয়াপ্তকৃত ব্রাউন সুগারের বাজার মূল্যর প্রায় ৫০ হাজার টাকা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।এ ব্যপারে চেকগেটের দায়িত্বপ্রাপ্ত হাবিলদার সুখেশ দাস জানান, আজ বিকেল প্রায় পাঁচটা নাগাদ একটি অল্টো কারে দুই যুবক পাথারকান্দি থেকে কুকিতলের দিকে যাচ্ছিল। তাঁদের চেকগেটে গাড়িটি আসলে তার গতিরোধ করেন তাঁরা। গাড়িকে আটকে যাত্রীদের তল্লাশি চালিয়ে নেশাদ্রব্য সহ এক যুবককে আটক করেন। সে সময় সুশযোগ বুঝে কৌশলে চালকটি গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়।

ধৃত যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে, ড্রাগসগুলো টিলাবাড়ির এক যুবক তাকে সমঝে দিয়ে কুকিতলের জনৈক ফারুখ আহমেদের কাছে হস্তান্তরের জন্য বলেছিল। বিনিময়ে সে দু হাজার টাকা পারিশ্রমিকও পেয়েছে। সে নাকি আরও জানিয়েছে, পলাতক অল্টো চালকটি এ সব কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত নয়। তার গাড়ি ভাড়া করেছিল সে।

এদিকে ড্রাগস সহ এক যুবককে আটক করার খবর পেয়ে অকুস্থলে পৌঁছেন পাথারকান্দি থানার ওসি তানবির আহমেদ। তিনি ধৃতের জবানবন্দির সূকত্র ধরে এই কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত অন্যদের ধরতে মাঠে নামবেন বলে জানান তিনি। ওসি জানান, বর্তমানে পাথারকান্দিতে ড্রাগস বিরোধী অভিযান তীব্র করে তোলা হয়েছে। প্রতিদিন চলছে রুটিন তল্লাশি। ফলে কিছুটা হলেও সাফল্য আসছে। আগামীকাল মঙ্গলবার ড্রাগস সহ ধৃত জাকির আহমেদ করিমগঞ্জের আদালতে পেশ করা হবে।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য , পাথারকান্দিতে ড্রাগসের রমরমা কারবার নিয়ে জনগণের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। গত ১৫ জুলাই একইভাবে কাঁঠালতলিতে যাওয়ার সময় একটি বিলাসী ডাটসন কার থেকে লক্ষাধিক টাকার ড্রাগস সোনাখিরা পুলিশের হাতে বাজেয়াপ্ত হয়েছে। সেদিন ৪৫ কৌটা ড্রাগস সহ দুই যুবক তাহির সুলতান ও নূর আহমেদকে গ্রেফতার করা। পরে ধৃতদের জবানবন্দির সূত্র ধরে স্থানীয় পুলিশ অভিযান চালিয়ে কাঁঠালতলি থেকে ড্রাগস পাচারে জড়িত থাকার অভিযোগে আরও একজনকে আটক করে পুলিশ। তার নাম জুরবের আহমেদ। তবে এ কাণ্ডে জড়িত আরেক অভিযুক্ত কুটি মিয়াঁ আজও ফেরার। এদিকে নেশাদ্রব্য করাবারের বিরুদ্ধে কয়দিনের মাথায় সাদা পোশাকে অভিযান চালিয়ে পাথারকান্দি শহর থেকে দুদজনকে আটক করে আদালতে পেশ করে জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এইমসে কেন ভরতি হলেন না, প্রশ্ন তুললেন শশী থারুর

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট (হি. স.): করোনায় আক্রান্ত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর চিকিৎসকদের পরামর্শে হরিয়ানার গুরুগ্রামের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভরতি হয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। যা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে খোঁচা দিলেন কেরলের কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর।

এক টুইটে শশী থারুর অমিত শাহের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন তুলে লেখেন,”আমি ঠিক বুঝতে পারছি না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এইমসে কেন ভরতি হলেন না?” কংগ্রেস সাংসদের মত, প্রথম সারির জনপ্রতিনিধিদের অসুস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারি হাসপাতালে ভরতি হওয়া উচিত নয়। কারণ, সরকারি সংস্থাগুলির উপর যদি সাধারণ মানুষের ভরসা বাড়াতে হয়, তাহলে নেতামন্ত্রীদেরই সেগুলিকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরতে হবে।

উল্লেখ্য রবিবার করোনা য় আক্রান্ত হতে টুইট করে অমিত শাহ জানান, “শরীরে প্রাথমিক উপসর্গ দেখা দেওয়ায় করোনা পরীক্ষা করিয়েছিলাম। রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। এখন সুস্থই আছি। চিকিৎসকদের পরামর্শে হাসপাতালে ভরতি হতে হচ্ছে।”

মিজোরাম থেকে চোরাইপথে আসা তিন লক্ষ টাকার চেরাই কাঠ বাজেয়াপ্ত ধলাইয়ে, আটক এক

শিলচর (অসম), ৩ আগস্ট (হি.স.) : মিজোরাম থেকে চোরাইপথে আসা তিন লক্ষ টাকার চেরাই কাঠ বাজেয়াপ্ত করেছেন বনবিভাগের কাছাড় জেলার ধলাই রেঞ্জের কর্মকর্তারা। একই সঙ্গে আটক করা হয়েছে কাঠ পাচারে জড়িত এক যুবককে।

অসম-মিজোরাম সীমান্ত এলাকার জাতীয় সড়কে পার্শবর্তী লায়লাপুরে অভিযান চালিয়ে বনবিভাগের কর্মীরা চোরাই পথে পাচারের জন্য আসা বহুমূল্যের চেরাই কাঠ বোঝাই ট্রাক আটক করেন। বারো চাকার লরি আটক করে প্রায় তিন লক্ষ টাকার চেরাই সেগুন, গামারি ও চাম কাঠ বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হন ধলাইয়ের রেঞ্জার দিব্যজ্যোতি দেউরি ও তাঁর দল।

লরিটি মিজোরামের সাইরেং থেকে বদরপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিল বলে জানা গেছে। রেঞ্জার দিব্যজ্যোতি দেউরি, লায়লাপুরের বিট অফিসার উত্তম দাস এবং এএফপিএফ জওয়ানদের নিয়ে রুটিন তল্লাশির সময় মূল্যবান কাঠগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

এদিন কাঠ পাচার কাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে আহমদ আলি (৩৯) নামের এক যুবককে আটক করা হয়। ধৃত আহমদ আলির বাড়ি করিমগঞ্জ জেলার বদরপুর মহাকল গ্রামের বলে জানা গেছে। আটককৃত কাঠগুলো ধলাই বন রেঞ্জের কার্যালয়ে রয়েছে। ধৃত যুবককে ধলাই পুলিশে সমঝে দেওয়া হয়েছে।

অসমে ভারত-বাংলা সীমান্তে ব্রহ্মপুত্রে বিলীন বিএসএফ ক্যাম্প, নৌকায় শিবির গড়ে নজরদারি জওয়ানদের

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ৩ আগস্ট (হি.স.) : নিম্ন অসমের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী দক্ষিণ শালমারা মানকাচর জেলার বিভিন্ন স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের জলের স্তর কিছুটা কমেছে। কিন্তু জেলার বিভিন্ন স্থানে ভাঙনে নদের গর্ভে চলে যাচ্ছে বিস্তার্ণ এলাকা। ভাঙনের শিকার একটি বিএসএফ ক্যাম্প, একটি সরকারি স্কুল, একটি হাসপাতাল সমেত গোটা এক গ্রাম ব্রহ্মপুত্রের গর্ভে তলিয়ে গেছে। এখনও জেলার বরাইর আলগা, খাগরারচর, দেওয়ানের আলগা, বামুনডাঙা, নিলোখিয়া, পাটাকাটা, মুহুরিরচরের বিস্তার্ণ এলাকা ভাঙনের ফলে মহাবাহুর গর্ভে চলে যাচ্ছে। বিশেষ করে দেওয়ানের আলগা অঞ্চলের হাতিরচর গ্রামে ভয়ঙ্কর ভাঙন হচ্ছে।

ভাঙনের ফলে একটি বিএসএফ ক্যাম্প নদের বুকে চলে গেছে। একইভাবে হাতিরচর এলাকায় একটি সরকারি স্কুল, একটি হাসপাতাল, এলাকার তিন শতাধিক পরিবারের ঘর নদের বুকে বিলীন হয়ে গেছে। ভাঙনের কবলে পড়ে কয়েকটি পরিবারের সদস্য কোনও মতে একটি নৌকা ভাড়া করে পার্শবর্তী রাজ্য মেঘালয়ের সীমান্তবর্তী বাঘাপাড়া এলাকায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। এদিকে মুহূর্তের মধ্যে বিএসএফ ক্যাম্প নদের গর্ভে চলে যাওয়ায় জওয়ানরা নিজেদেরর প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে যন্ত্রচালিত নৌকায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন।

একদিকে ক্যাম্প, অন্যদিকে হাসপাতালের আরসিসি বিল্ডিং নদের গর্ভে চলে যাওয়ায় জওয়ানদের খাওয়া-দাওয়া নিয়ে এক বিশৃঙ্খল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই জওয়ানরা সীমান্ত এলাকায় নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছেন। নদের বুক ফেরির ওপরেই ৪-৫ দিন ধরে আশ্রয় নিয়ে আছেন জওয়ানরা। একাংশ জওয়ান পাশেই আরেকটি চরে গিয়ে অস্থায়ী শিবির তৈরি করে সেখানে থেকে নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছেন।

বর্তমানে গোটা হাতিরচর এলাকার ওপর দিয়ে ব্রহ্মপুত্রের জল প্রবাহিত হচ্ছে। জেলায় এখনও বন্যার প্রকোপে ব্রহ্মপুত্র নদের জলস্তর বিপদসীমা থেকে ২৩ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ফলে এখনও প্রায় অর্ধশতাধিক মানুষ বন্যার কবলে রয়েছেন। এখনও বহু সংখ্যক বন্যা দুর্গত সরকারি প্ল্যাটফর্ম, উঁচু বাঁধের ওপর আশ্রয় নিয়ে আছেন।

মিজোরামে একদিনে সর্বোচ্চ সংক্রমণ, সুরক্ষা কর্মীদের পৃথক চিকিৎসার সিদ্ধান্ত

আইজল, ৩ আগস্ট (হি.স.) : মিজোরামে একদিনে সর্বোচ্চ করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। রবিবার ৫৫ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। এদিকে, করোনা আক্রান্ত সুরক্ষা কর্মীদের আলাদাভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। মিজোরাম সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, করোনা আক্রান্ত সাধারণ নাগরিক এবং সুরক্ষা কর্মীদের পৃথক কোভিড হাসপাতালে চিকিৎসা করা হবে।

মিজোরামে করোনা-র প্রকোপ মারাত্মকভাবে বেড়ে যাওয়ায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় আর লালথাংলিয়ানা রবিবার জরুরি বৈঠক করেছেন। ওই বৈঠকে অন্য মন্ত্রী এবং প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা ছিলেন। মূলত, সুরক্ষা কর্মীদের মধ্যে মারাত্মকভাবে করোনা-র সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ায় বিশেষ বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

ওই বৈঠকে করোনা আক্রান্ত সাধারণ নাগরিক এবং সুরক্ষা কর্মীদের একই হাসপাতালে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা উচিত হবে না বলে বিশেষজ্ঞরা মত দিয়েছেন। তাই সিদ্ধান্ত হয়েছে, করোনা-র চিকিৎসায় সারছিপ টাউনে রিসার্ভ নার্সিং স্কুলে বিএসএফ জওয়ানদের এবং থেনেজলে আয়ুষ হাসপাতাল ও তাহরিলে ট্রাইবাল আর্ট সেন্টারকে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের জন্য রাখা হবে।

মিজোরাম সরকারের জনৈক পদস্থ আধিকারিক বলেন, জোরাম মেডিক্যাল কলেজ ইতিমধ্যে কোভিড হাসপাতাল হিসেবে ঘোষণা হয়েছে এবং ওই হাসপাতালের ৬৪টি শয্যা করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হবে।

লালথাংলিয়ানা জানিয়েছেন, ১০টি ট্রুল্যাব কোয়াট্রো রিয়েল-টাইম কোয়ারেনটেটিভ মাইক্রো পিসিআর মেশিন চলতি সপ্তাহে বসানো হবে। ১০টি জেলায় ওই মেশিনগুলি বসানো হবে। রবিবার মিজোরামে ৫৫ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। একদিনে ওই সংখ্যা সর্বোচ্চ বলে তিনি জানিয়েছেন।

প্রকাশিত আমন্ত্রণপত্র, রাম মন্দিরের ভূমি পুজোর অনুষ্ঠানের মঞ্চে থাকবেন ৫জন

অযোধ্যা, ৩ আগস্ট (হি. স.) : রাম মন্দিরের ভূমি পুজোর অনুষ্ঠানের মঞ্চে মাত্র পাঁচজন থাকবেন। করোনা পরিস্থিতিতে এমন সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাঁচজনের এই তালিকায় আছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরআরএস) প্রধান মোহন ভাগবত, উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল এবং মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। পাশাপাশি মঞ্চে থাকবেন শ্রীরাম জন্মভূমির তীর্থক্ষেত্রের মহন্ত নৃত্য গোপাল দাস।

সোমবার রাম মন্দিরের অনুষ্ঠানের যে আমন্ত্রণপত্র প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে জানানো হয়েছে, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে থাকবেন সংঘ প্রধান মোহন ভাগবত। এছাড়াও থাকবেন উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল এবং মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। পাশাপাশি মঞ্চে থাকবেন শ্রীরাম জন্মভূমির তীর্থক্ষেত্রের মহন্ত নৃত্য গোপাল দাস। যে ট্রাস্টের তরফে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। রাম মন্দিরের ভূমি পুজোর অনুষ্ঠান ঘিরে সেজে উঠছে অযোধ্যা। জোরকদমে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। যে সরযূ নদীর তীরে অবস্থিত অযোধ্যা, তাও সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। ঝলমল করছে নয়া ঘাট। চলছে পরিষ্কার এবং স্যানিটাইজেশনের কাজ। রাম জন্মভূমিতে যাওয়ার রাস্তা রীতিমতো ঝকঝক করছে। প্রায় ৫০০ জন সাফাইকর্মী দিনরাত শহরের আনাচে-কানাচে কাজ করছেন। শহরের মূল রাস্তায় রামায়ণের বিভিন্ন গ্রাফিটি এবং ছবি আঁকা হয়েছে। মন্দিরের চারপাশে বাড়িগুলিতে হলুদ রঙের ছোপ পড়েছে। মহন্ত নৃত্য গোপাল দাস বলেন, ”হলুদ একটি শুভ রঙ। হিন্দু নীতি অনুযায়ী, সব অনুষ্ঠানে হলুদ ব্যবহার করা হয়। এটা পবিত্রতা এবং আলোর প্রতীক।”

হাতে রাখি বেঁধে করোনার যোদ্ধা সাফাইকর্মীদের সম্মান কাছাড়ের জেলাশাসক জল্লির

শিলচর (অসম), ৩ আগস্ট (হি.স.) : রক্ষা বন্ধনের সাথে একাত্ম হয়ে কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লি অতি সংক্রামক ব্যাধির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জড়িত সাফাই কর্মীদের সম্মান জানাতে এসএম দেব সিভিল হাসপাতালে গিয়ে সাফাই কর্মীদের হাতে রাখি পরিয়েছেন। সংক্রামক রোগ করোনা-যোদ্ধাদের প্রতি তাঁর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জল্লি বলেন, সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা সত্ত্বেও সাফাই কর্মীরা করোনা রোগীদের জন্য মানবিক সেবা বাড়িয়ে দিয়েছেন, যা অতুলনীয় এবং অনুকরণীয়।

এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সাফাই কর্মী রঙ্গমাই বলেন, এ ধরনের কাজে যোগদানের আগে তিনি খুব ভয় পেয়েছিলেন, কারণ তাদের মধ্যে কেউ কেউ করোনা পজিটিভ বলে শনাক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু যখন তাঁরা কাজ করা শুরু করেন তখন ভয় চলে গেছেন বলেন ”আমরা বুঝতে পেরেছি যে আমরা যা করছি তা দুর্দশাগ্রস্ত মানবতার বৃহত্তর ও মহৎ উদ্দেশ্যে।” রোগীরা যখন ভরতির জন্য আসেন, তাঁরা বিভ্রান্ত হন এবং ভয়ের কবলে পড়েন। আমরা তাদের থাকার সময় আরাম ও আনন্দ দেওয়া চেষ্টা করি। যখন তাদের ছেড়ে দেওয়া হয় তখন তারা মুখে হাসি নিয়ে ফিরে যেতে দেখে আমাদের প্রচুর তৃপ্তি দেয়।

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ডাক্তার কেন মুখ লুকাবে?

সেদিন সকালে একজন পরিচিত ডাক্তারের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হচ্ছিল, যিনি এই করোনাকালে সামনের সারি থেকে রোগীদের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। কথা শুনে বোঝাই যাচ্ছিল তিনি খুবই আপসেট হয়ে আছেন। অনেকক্ষণ আলাপের পর তিনি এর কারণ জানালেন। তাঁর করোনা টেস্ট পজিটিভ এসেছে। তাঁর পরিবারের বাইরে প্রতিবেশী কাউকে জানাননি তাঁর আক্রান্ত হওয়ার কথা। তিনি একা একটি ঘরে আইসোলেশনে আছেন। ঘরের বাতি নিভিয়ে রাখেন, ফিসফিস করে ফোনে কথা বলেন যেন তাঁর ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দুটি টের না পায় যে তাঁদের বাবা বাসায় আছে। টের পেলে তাঁদের কাছে আসা থেকে আটকে রাখা অনেক কষ্টের হবে।

আলাপের শেষে তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন, আমি যেন কাউকে এই সংবাদটি না জানাই। না জানানোর কারণটিও বললেন আমাকে। সামাজিকভাবে হেনস্তা হওয়ার ভয়। পত্রিকার খবর বলছে, নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় একজন ডাক্তার তাঁর পরিবারের ১৭ জন সদস্যসহ করোনা পজিটিভ হওয়ায় এলাকার লোকজন বাড়িতে ঢিল ছুড়েছে এবং বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

আমি ভাবতে বসেছি, করোনায় আক্রান্ত ডাক্তার কেন মুখ লুকাবেন!

১. বারবার ঘরে থাকতে বলার পরেও যিনি অকারণে বাইরে গিয়েছেন, মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য ছুটে গিয়েছেন, জানাজায় শামিল হয়েছেন, বাজারের ভিড়-জনসমাগমে গিয়ে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এবং সর্বোপরি রোগের উপসর্গ লুকিয়ে, তথ্য গোপন করে ডাক্তারকে ঝুঁকিতে ফেলেছেন, তাঁর উচিত লজ্জায় মুখ ঢাকা।

২. নিজেরা সুরক্ষিত স্থানে বসে থেকে সরকারি যে কর্তৃপক্ষ, যে প্রতিষ্ঠান মানহীন মাস্ক সরবরাহ করেছে; ফটোসেশন করার জন্য, সংবাদমাধ্যমে কাভারেজ পাওয়ার জন্য যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রেইনকোট কোয়ালিটির পিপিই সরবরাহ করে ডাক্তারদের মিথ্যা নিরাপত্তা দিয়ে করোনার মুখে ঠেলে দিয়েছেন, তাঁদের উচিত লজ্জায় মুখ ঢাকা।

৩. যেসব কি-বোর্ড যোদ্ধা 'পিপিই'—এর দরকার কী?' 'পিপিই আর কিছু না, ডাক্তারদের কাজ না করার বাহানা' বলে বলে ডাক্তারদের ওপর সামাজিক চাপ তৈরি করেছেন সুরক্ষা ছাড়াই সেবা দিয়ে যেতে এবং আক্রান্ত হতে, তাঁদেরই তো উচিত লজ্জিত হওয়া।

৪. চিকিৎসকেরা যখন পিপিইর অভাবে চরম ঝুঁকি নিয়ে রোগী দেখছেন, তখন যাঁরা ক্ষমতার জোরে পিপিইগুলো অপ্রয়োজনীয়ভাবে পরে ফটোসেশন করেছেন, তাঁদের উচিত মুখ লুকানো।

৫. দায়িত্বপূর্ণ চেয়ারে বসে থাকে যাঁরা আশ্বস্ত করার নামে বারবার 'প্রস্তুত আছি' রেকর্ড বাজিয়ে গেছেন, গ্যারান্টি দিয়ে বলেছেন করোনা কখনো বাংলাদেশে আসবে না, বেশি তাপমাত্রায় করোনা বাঁচে না, যাঁদের দেওয়া ভুল তথ্য চিকিৎসা দেওয়া ডাক্তারদের সতর্ক হওয়া থেকে বিরত রেখেছে, তাঁদের উচিত মুখ লুকানো।

৬. যে হাসপাতাল প্রশাসন কোভিড রোগীকে আলাদা করার জন্য হাসপাতালে ট্রিয়াজ তৈরিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং মাধ্যমে কর্মরত অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর পাশাপাশি ডাক্তারকে অপ্রস্তুত অবস্থায় রোগীদের সামনে ফেলেছেন, সেই হাসপাতাল প্রশাসনের উচিত লজ্জিত হওয়া।

৭. করোনা ঠেকাতে 'টেস্ট টেস্ট টেস্ট'—এর যেখানে বিকল্প নেই, সেখানে টেস্ট করার সুযোগ সারা দেশে ছড়িয়ে না দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানের কাছে আটকে রাখার আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত যাঁরা নিয়েছিলেন, লজ্জিত হওয়ার কথা তাঁদের।

৮. রোগ ছড়ানো বন্ধ করতে সঠিক সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, বিদেশ থেকে আসা ফ্লাইট, যানবাহন চলাচল ইত্যাদি বন্ধ করার সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে যাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন, মুখ লুকানোর কথা তাঁদের।

৯. বিশ্বের কোনো দেশেরই যে রোগ থেকে চিকিৎসার মাধ্যমে লোকজনকে সারিয়ে তোলার সামর্থ্য নেই, সেই কোভিড—১৯—কে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে ঠেকানোর চেষ্টা না করে যেসব নীতিনির্ধারক সমস্ত চাপ সামর্থ্যহীন হাসপাতালের দিকে ঠেলেছেন, ডাক্তারদের শুধু অসহায়ই করে তুলেছেন, তাঁদের উচিত এই সময়ে মুখ লুকানো।

১০. ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা যেসব যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ 'কোয়ারেন্টিন', 'আইসোলেশন', 'সামাজিক দূরত্ব'—এর মতো দুর্বোধ্য শব্দমালা ব্যবহার করে কোভিড বিষয়ে সাধারণ মানুষকে আরও অপ্রস্তুত, সিদ্ধান্তহীন করেছেন, পরোক্ষভাবে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছেন এবং প্রকারান্তরে হাসপাতালে চিকিৎসককে চাপে ফেলেছেন, মুখ লুকানোর দলে তো তাঁদের থাকা উচিত।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, যাঁদের কথা বললাম, তাঁরা কেউই মুখ লুকিয়ে নেই। তাঁরা উচ্চকণ্ঠে চিকিৎসকদের ভুল ধরে বেড়াচ্ছেন, সেজেগুজে নিয়মিত টেলিভিশনে মুখ দেখাচ্ছেন, পত্রিকায় বিবৃতি দিচ্ছেন। লজ্জার লেশমাত্র নেই তাঁদের কারও চেহারায়।

কোভিড—১৯—এ আক্রান্ত ব্যক্তিদের সেবায় সামনের সারিতে থাকা চিকিৎসক, আপনি তো হাসপাতালগুলোয় সীমাহীন লুটপাটের অংশীদার নন। হাসপাতালের অব্যবস্থাপনার দায় কোনোভাবেই আপনার ঘাড়ে পড়ে না। কোভিড—১৯ রোগীর সেবা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হলে আপনি কেন মুখ লুকাবেন?

ভাগাভাগিতেই জীবনের আসল সুখ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, 'তুমি সুখ যদি নাহি পাও, যাও সুখের সন্ধানে যাও।" এ কথাটা মনে হয় পৌঁছে গিয়েছিল মার্কিন তরুণ খ্রিস্টোফারের কানে। ধনী পরিবারের মেধাবী ছেলেটা পড়াশোনা শেষ করে একদিন বাড়ি থেকে বের হয়ে যান, সুখের সন্ধানে। কাউকে কিচ্ছুটি বলেন না, সঙ্গে একটা ডলারও নেন না, বরং যা জমা করেছিলেন, তা দাতব্য সংস্থাকে দিয়ে যান।বাড়ি থেকে বহুদূরের পরিত্যক্ত এক বাসে ঠাঁই নেন খ্রিস্টোফার। যাত্রাপথের বিভিন্ন মানুষ আর অভিজ্ঞতা তাঁকে শেখায়, জীবনে সুখের জন্য টাকা নয়, ভালোবাসাটাই মূল। ধনী পরিবারে বেড়ে উঠলেও ভালোবাসার বড় আকাল ছিল সেখানে। ছিল শুধু অশ্রদ্ধা, অসম্মান আর সংঘাত। সুখের সন্ধান পেয়ে যারপরনাই খুশি তিনি। মনস্থির করেন বাড়ি ফিরে যাওয়ার। সবার সঙ্গে ভালোবাসা ভাগাভাগি করে নেওয়ার।

কিন্তু ভাগ্য সহায় হয় না। আসার সময় যে নদী বরফে শক্ত হয়ে ছিল, তা খরস্রোতা পানিতে ভরে যায়। আটকা পড়ে যান খ্রিস্টোফার। খেয়ে ফেলেন এক বিষাক্ত ফল। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে তিনি লিখে যান, 'সবকিছু ভাগাভাগি করে নেওয়াতেই জীবনের আসল সুখ।' খ্রিস্টোফারের একেবারে বিপরীত আর্থসামাজিক অবস্থায় বাস কিশোর উইলিয়ামের। আফ্রিকার দরিদ্র দেশ মালাবির প্রত্যন্ত এক গ্রামে থাকে সে। তার পরিবারে টাকা নেই, তবে ভালোবাসা আছে। দারিদ্র্যের কঠিন দিনগুলো একসঙ্গে পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা আছে। বন্যা আর খরায় ফসল হয় না। খেয়েপরে বেঁচে থাকাটা যখন কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, তখন বেতন দিতে না পেরে পড়াশোনাটাই বন্ধ হয়ে যায় উইলিয়ামের। কিন্তু এই কিশোর চায়, পরিবারকে কষ্টের হাত থেকে মুক্তি দিতে। অভাবে পড়া মানুষগুলোর পাশে দাঁড়াতে। স্কুল কর্তৃপক্ষকে পটিয়ে লাইব্রেরিতে বসে বই ঘেঁটে ঘেঁটে বের করে ফেলে উইন্ডমিল বানানোর কৌশল।

উইন্ডমিলের ছোট্ট একটা নমুনা বানায় উইলিয়াম। বাবাকে দেখিয়ে বলে, 'তোমার জন্য আমি পানি এনে দিতে পারব! অভাব-দারিদ্র্যে দিশেহারা বাবা ছেলের কথা কানে তোলেন না। এরপর ছেলে যখন সত্যিকারের উইন্ডমিল বানানোর জন্য বাবার সাইকেলটা চেয়ে বসে, বাবা রেগে আগুন হয়ে যান। মা পাশে দাঁড়ান। স্থানীয় সব উপকরণ দিয়ে উইলিয়াম সত্যিকারের উইন্ডমিল বানিয়ে ফেলে। এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে পায় পানি। যে পানিতে ধূসর মাটি হয়ে যায় চাষযোগ্য। সবুজে ভরে ওঠে চারপাশের ফসলের জমি। কিশোরের এই প্রযুক্তি ছড়িয়ে পড়ে মালাবির গ্রাম থেকে গ্রামে। এমনকি আশপাশের দেশেও।ভারতের দরিদ্র ও রক্ষণশীল সমাজে বড় হওয়া যুবক লক্ষ্মী চৌহানের কাছে সুখ একটু অন্য রকম। স্ত্রীকে তিনি বড্ড ভালোবাসেন। স্ত্রীকে নিয়ে সুখে থাকতে চান। কিন্তু মাসের কয়টা দিন মাসিক নিয়ে স্ত্রীকে অনেক কষ্ট সইতে হয়। এই সময়টায় সুখ না হোক, একটু স্বস্তি দিতে কাঠখড় পুড়িয়ে প্যাড বানান তিনি। অল্প দামের, যেন সব নারীই ব্যবহার করতে পারেন। কুসংস্কার আর অস্বাস্থ্যকর পদ্ধতি পেছনে ফেলে তাঁরা সুরক্ষিত থাকতে পারেন।পুরুষ হয়ে নারীর সুখ-স্বস্তি, তা—ও আবার মাসিক বা প্যাডের মতো অনুচ্চারিত বিষয় নিয়ে কাজ করায় লক্ষ্মী চৌহানকে লোকের কটু কথা শুনতে হয়। হাসিঠাট্টা চলে হরহামেশা। কিন্তু কিছুই দমাতে পারে না তাঁকে। মানুষের উপকারে আসা আবিষ্কার হিসেবে স্বীকৃতি মেলে তাঁর। পেয়ে যান রাষ্ট্রীয় সম্মাননাও।লক্ষ্মী চাইলেই তাঁর মেশিন ও কৌশলটা বড় কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে বেচে দিতে পারতেন। বিনিময়ে অনেক টাকা পেতেন। আরাম-আয়েশে দিন কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেটা করেননি। তিনি চান, গ্রামে গ্রামে দরিদ্র নারীরা এই প্রযুক্তি দিয়ে নিজেরাই প্যাড বানিয়ে বিক্রি করুক। এতে নারীরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বীও হলো, আবার স্বাস্থ্যের দিক থেকেও সুরক্ষিত থাকল। এই ভাগাভাগিতেই তাঁর সুখ।

ইনটু দ্য ওয়াইল্ড-এর খ্রিস্টোফার, দ্য বয় হু হার্নেসড দ্য উইন্ড-এর উইলিয়াম আর প্যাডম্যান-এর লক্ষ্মী সত্যিকারের ঘটনা নিয়ে বানানো তিনটি সিনেমার চরিত্র। তারা অনায়াসে মানুষের চিরাচরিত সুখের সংজ্ঞাটা বদলে দিতে পারে। এমন দুর্যোগের দিনে তো সেই সম্ভাবনা আরও প্রবল।

নেটফ্লিক্সের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় হিট 'এক্সট্র্যাকশন'

নেটফ্লিক্সের ইতিহাসে এর আগে এক সপ্তাহে কোনো ছবি এতবার দেখা হয়নি! 'ডেইলি মেইলের' প্রতিবেদন অনুসারে, সাত দিনে 'এক্সট্র্যাকশন' পৌঁছে গেছে ৯ কোটি পরিবারের কাছে। আর নেটফ্লিক্সের কোনো চলচ্চিত্রের জন্য এক সপ্তাহে এখন পর্যন্ত এটিই সবচেয়ে বড় সংখ্যা।

ধারণা করা হচ্ছে, সময়ের সঙ্গে এই ছবি আরও বড় ব্লকবাস্টার হিট করবে।এই ছবির প্রধান অভিনেতা 'থর'খ্যাত ক্রিস হেমসওর্থ ইনস্টাগ্রামে ভক্তদের, প্রযোজক রুশো ভাইদের ও পরিচালক স্যাম হারগেভকে একের পর এক ধন্যবাদ জানিয়ে পোস্ট করছেন, ভিডিও দিচ্ছেন।

৩৬ বছর বয়সী এই 'টেইলর রেক' ইনস্টাগ্রামে লেখেন, 'কী দারুণ ব্যাপার। ''এক্সট্র্যাকশন'' নেটফ্লিক্সের সবচেয়ে বড় ব্লকবাস্টার প্রিমিয়ার। এই ৯ কোটি মানুষকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। ছবিটি থেকে যে সাড়া পেলাম, তাতে আমি ধন্য। আপনি যদি এখনো ছবিটি দেখে না থাকেন, তবে এখনই দেখুন।'

এরপর একটি ভিডিওবার্তায় বলেছেন, 'অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে ইতিহাস গড়ে ''এক্সট্র্যাকশন'' এখন নেটফ্লিক্সের সবচেয়ে বড় হিট ছবি। আমার কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই।

সবাইকে ধন্যবাদ। আমি আপনাদের ভালোবাসি।' অন্যদিকে এই সিনেমার আরেক ভারতীয় অভিনেতা ক্রিস হেমসওর্থের পোস্ট শেয়ার করে ছোট করে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। 'এক্সট্র্যাকশন' মুক্তির আগেই নানা কারণে আলোচনায় ছিল। ২৪ এপ্রিল নেটফ্লিক্সে মুক্তির পর তুমুল আলোচনা ও সমালোচনার জন্ম দেয়, ক্রিসের ভাষায়, 'ওয়ার্ল টক'। ভুল উচ্চারণের বাংলা ভাষা, ঢাকা ও বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ভুলভাবে উপস্থাপন, কোনো বাংলাদেশি অভিনয়শিল্পী না থাকা, ঢাকার ব্যাকড্রপে বানানো হলেও ঢাকায় শুটিং প্রায় হয়নি বললেই চলে, আজগুবি গল্পএসব নানা কারণে বাংলাদেশি দর্শক কর্তৃক ব্যাপক সমালোচিত হয় 'এক্সট্র্যাকশন'। অন্যদিকে, নেটফ্লিক্সে এই মুহূর্তে যে সিরিজটি সবচেয়ে বেশি স্ট্রিমিং হচ্ছে তার নাম 'নেভার হ্যাভ আই এভার'।

এই সিরিজের মূল চরিত্র একজন ভারতীয়-মার্কিন কিশোরী।

করোনাকালে সন্তান পালন নিয়ে জোলির চিঠি

নিখুঁত নয়, সন্তানেরা চায় আপনি অকপট হবেন

অ্যাঞ্জেলিনা জোলি হলিউডের খ্যাতনামা অভিনেত্রী। একাডেমি অ্যাওয়ার্ডসহ নানা পুরস্কার পেয়েছেন। আবার রুপালি পর্দার গণ্ডির বাইরে এসে নিজেকে তিনি মানবতার সেবায় যুক্ত করেছেন। জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআরের শুভেচ্ছাদূত হিসেবে তিনি রোহিঙ্গা শিশুদের প্রতি সমমর্মিতা জানাতে বাংলাদেশেও এসেছিলেন। নতুন করোনাভাইরাসের মহামারির এ সময়ে বিশ্বের লক্ষকোটি শিশু এখন ঘরবন্দী। তাদের এবং লক্ষকোটি মা-বাবার জন্য সময়টা কঠিন, দুর্বিষহ। এই কঠিন সময়ে বিশ্বের বাবা-মায়েদের কাছে জোলি একটি চিঠি লিখেছেন। চিঠিটি ছাপা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সাপ্তাহিক পত্রিকা টাইম ম্যাগাজিন-এ। নিজের মা হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতা থেকে জোলি যা লিখেছেন, তা বাবা-মায়েদের নতুন দিশা দেখাতে পারে।

আমি আপনাদের কথা ভাবছি। আমি কল্পনা করতে পারি, দিনগুলো পার করার জন্য আপনারা প্রত্যেকে কী কঠিন চেষ্টা করছেন। আপনার ভালোবাসার ধনদের এ সময়টা পাড়ি দেওয়ার পথ দেখাতে আপনারা কতটা উদ্‌গ্রীব, তা আমি বুঝি।

আপনাদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আমি বুঝি। বুঝি, কীভাবে আপনারা দিন পেরোনোর নানা পরিকল্পনা করছেন। ভেতরে-ভেতরে কখনো যখন আপনারা ভেঙে পড়তে নিচ্ছেন, তখনো তাদের জন্য কীভাবে আপনারা হাসিমুখে

থাকছেন, তা আমি বুঝি। আমি যৌবনে খুব ধীরস্থির ছিলাম না। আসলে আমি কখনো ভাবিনি যে কারও মা হব। যখন মা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম, সেই সময়ের কথা আমার মনে আছে। ভালোবাসাটা কঠিন কিছু ছিল না। কারও প্রতি এবং নিজের জীবনের চেয়ে বড় কোনো কিছুর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করাটা কঠিন কিছু ছিল না।

কঠিন যেটা ছিল, সেটা হচ্ছে এটা জানা যে সবকিছু যেন ঠিকঠাক থাকে, তা এখন থেকে আমাকেই নিশ্চিত করতে হবে। সবকিছু সামাল দিতে হবে এবং সচল ও কার্যকর রাখতে হবে। খাওয়াদাওয়া, স্কুল আর চিকিৎসা থেকে শুরু করে যা কিছু সামনে আসবে, সবকিছু। আর আমার ধৈর্য অটুট রাখতে হবে।

আমি বুঝলাম, আমি নিরন্তর দিবাস্বপ্ন দেখা ছেড়ে দিয়েছি, বরং যখন যা কিছু করছি বা ভাবছি, নিমেষে তা ছেড়ে উঠে কোনো একটা চাহিদা মেটানোর জন্য আমি সর্বক্ষণ তৈরি থাকছি। এই নতুন গুণটি আমাকে আয়ত্ত করতে হয়েছে।তাই এখন বিশ্বজোড়া এই মহামারির মধ্যে আমি ঘরবন্দী সন্তানদের সব মা ও বাবার কথা ভাবছি। সেই বাবা—মায়েরা, যাঁরা সবাই সবকিছু ঠিকমতো করতে পারবেন বলে আশা করছেন। আশা করছেন, তাঁরা সব প্রয়োজন মেটাতে পারবেন এবং শান্ত ও আশাজাগানিয়া হয়ে থাকতে পারবেন। ইতিবাচক থাকতে পারবেন।এমনটা যে অসম্ভব, সেই বোধ আমাকে সাহায্য করেছে। এটা বড় চমৎকার একটা অনুধাবন যে সন্তানেরা আপনাদের নিখুঁত দেখতে চায় না। তারা শুধু চায়, আপনারা অকপট হবেন, সত্য আচরণ করবেন। আর আপনাদের যথাসাধ্য ভালোটুকু করবেন। আসলে আপনাদের দুর্বল জায়গাগুলোতে নিজেদের সবল করে তোলার যত বেশি সুযোগ তারা পায়, ততই তারা শক্তপোক্ত হয়ে গড়ে ওঠে।তারা আপনাদের ভালোবাসে। তারা আপনার সহায় হতে চায়। সুতরাং শেষ পর্যন্ত বিষয়টা একযোগে একটা দল গড়ার। এক দিক থেকে দেখলে তারাও কিন্তু আপনাদের বড় করে তুলছে। আপনারা একসঙ্গে বেড়ে উঠছেন।

হিমালয়ে গিয়েও শুনেছিলেন তুমি টাইটানিকের রোজ

অস্কার, এমি ও গ্র্যামিজয়ী হলিউড তারকা কেট উইন্সলেট ১৯৯৭ সালে তাঁর অভিনীত টাইটানিক ছবির অবিশ্বাস্য সফলতায় খুশি হয়েছিলেন, হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে সবখানে টাইটানিক ছেয়ে যাওয়ায় তাঁর নাকি অপ্রস্তুত অস্বস্তিও হয়েছিল। এক ছবিতেই শোরগোল ফেলে দেওয়া তুমুল জনপ্রিয়তার ধাক্কা সামাল দিতে সময় লেগেছিল কেটের। ক্যানডিস ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ৪৪ বছর বয়সী কেট সম্প্রতি ২১ বছরের পুরোনো এক অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন এভাবে: টাইটানিক-এ ছেয়ে গেল পুরো বিশ্ব। এর বছর দুয়েক পর আমি জলোচ্ছ্বাসের মতো আসা তারকাখ্যাতি থেকে ছুটি নিয়ে ছুটলাম ভারতে। হিমালয়ে হাঁটছিলাম। আমার পেছনে একটা লোক লাঠি নিয়ে এলেন। তাঁর বয়স ৮৫। এক চোখ অন্ধ। আমাকে দেখে বললেন, এই, তুমি টাইটানিক-এর সেই রোজ না? আমার চোখে পানি চলে এল। আমি দৌড়ে গিয়ে তাঁর হাত ধরলাম। বললাম, হ্যাঁ, আমিই সেই।"

কেট জানান, তিনি সব সময়ই বড় পর্দার অভিনেত্রী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই তুমুল তারকাখ্যাতির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। হঠাৎই বিশ্বের সবাই তাঁকে নিয়ে আলাপ করা শুরু করল, অনেক কিছু লেখা শুরু হলো, যার বেশির ভাগই অসত্য।

মা হবেন জিজি, বাবা জায়ান

মার্কিন সুপার মডেল জিজি হাদিদ মা হতে চলেছেন। কদিন ধরেই কানাঘুষা চলছিল। সম্প্রতি জিমি ফ্যালনের 'দ্য টুনাইট শো'তে নিজের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর নিশ্চিত করেন তিনি। দ্য হলিউড রিপোর্টারও নিশ্চিত করেছে এই খবর।

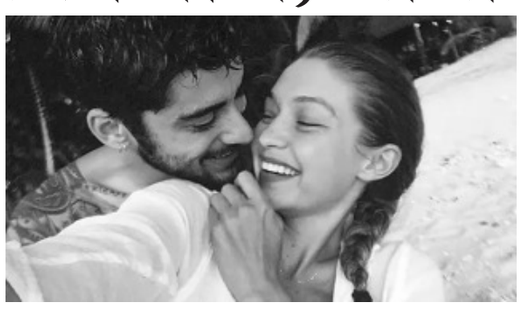

২৫ বছর বয়সী জিজির সন্তানের বাবা হতে চলেছেন প্রেমিক ২৭ বছর বয়সী ব্রিটিশ সংগীতশিল্পী জায়ান মালিক। পাঁচ বছর ধরে প্রেম করছেন এই জুটি। শুরুতে লুকোচুরি খেললেও জিজির ওয়ালপেপারে জায়ানের ছবি ভাইরাল হয়। পরে অবশ্য উভয়েই স্বীকার করেন এই মন দেওয়া—নেওয়ার কথা। হাদিদ ফ্যালনকে বলেন, 'আমরা খুবই আনন্দিত। আমাদের ভালোবাসার রংধনু উঠতে যাচ্ছে। সবার ভালোবাসা আর সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা। সবকিছু ছাপিয়ে এখন আমি কেবল এই মুহূর্তটা উপভোগ করতে চাই। ঘরে থাকার জন্য এটা চমৎকার সময়।'

২০১৫ সাল থেকে প্রেম করেন হাদিদ আর ওয়ান ডিরেকশন ব্যান্ডের সদস্য জায়ান।

যদিও ২০১৮ সালে ঘোষণা দিয়ে তাঁরা আলাদা হয়ে গিয়েছিল, তবে গত বছর ইনস্টাগ্রাম পোস্টের মাধ্যমে জানান, সেসব মিটমাট করে আবার প্রেম করছেন তাঁরা। কিছুদিন আগেই এপ্রিলের ২৩ তারিখে ২৫তম জন্মদিনে জিজি হাদিদ প্রেমিক জায়ান ও ছোট বোন বেলা হাদিদের সঙ্গে কাটিয়েছেন। সেই বুমেরাং ভিডিও-ও পোস্ট করেছেন টু আর ফাইভ আকৃতির বেলুন হাতে নিয়ে।

এর আগে ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে কক্সবাজারের জামতলি রোহিঙ্গা ক্যাম্প ঘুরে যান জিজি হাদিদ। ইউনিসেফের আমন্ত্রণে তিনি এই সফর করেন। কক্সবাজার থেকে জামতলি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে যাওয়ার পথে তিনি বেশ কিছু ছবি তুলে ইনস্টাগ্রামে পোস্টও করেন।

২০১৫ সালে ২১ বছর বয়সী জিজির জীবনে বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটেছে দু-দুবার। প্রথমে মার্কিন গায়ক ও অভিনেতা জো জোনাসের সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়। এরপর জিজির সম্পর্ক হয় অস্ট্রেলীয় সংগীতশিল্পী কডি সিম্পসনের সঙ্গে। কিন্তু সে সম্পর্কটিরও ইতি ঘটে সেই বছরেই। একই বছরে নতুন করে সম্পর্কে জড়ান জায়ান মালিকের সঙ্গে। ৫ ফুট সাড়ে ১০ ইঞ্চি উচ্চতার জিজি হাদিদ আড়াই বছর বয়স থেকেই শুরু করেন মডেলিং

সোমবার লকডাউনের শেষ দিনে আগরতলা যানবাহনে চলছে তল্লাশি। ছবি- নিজস্ব।

আগামী ৪৮ ঘন্টায় নিম্নচাপের প্রভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে

কলকাতা,৩ আগস্ট (হি স): সোমবার সকাল থেকে আকাশ পরিষ্কার থাকলেও দুপুর হতে মুখভার হয় আকাশের। যদিও খবর নেই বৃষ্টির। তবে, আগামী ৪৮ ঘন্টায় নিম্নচাপের প্রভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে।

আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর,আগামী ৪৮ ঘণ্টায় উত্তর বঙ্গোপসাগরে তৈরি হবে নিম্নচাপ। এর প্রভাবেই দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। পাশাপাশি,৪৮ থেকে ৭২ ঘণ্টা নিম্নচাপের প্রভাবে বৃষ্টি হতে পারে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে। উপকূলের জেলাগুলিতে হালকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। কলকাতায় সোমবার বর্জ্য বিদ্যুৎ-সহ দু-এক পশলা হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। কলকাতায় এদিন সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি।

অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার। ওড়িশা সংলগ্ন জেলা পূর্ব মেদিনীপুরে মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। দু-এক পশলা ভারী বৃষ্টি হতে পারে ঝাড়গ্রাম পশ্চিম মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলায়। বুধ-বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কলকাতায়। পাশাপাশি পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।

শয্যা না পেয়ে ক্রমবর্ধমান রোগী হয়রানি, প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রীকে এসডিএফ-এর চিঠি

কলকাতা, ৩ আগস্ট (হি স). রাজ্য জুড়ে করোনা হাসপাতাল বেড নিয়ে সরকারি ঘোষণা ও বাস্তবের মধ্যে বিস্তর ফারাক দেখা দিচ্ছে. ।ফলে শয্যা পাওয়া যাচ্ছে না।. এই মর্মে সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের (এসডিএফ) সাধারণ সম্পাদক ডা: সজল বিশ্বাস এক বিবৃতিতে বলেন 'রাজ্যে যে হারে করোনা সংক্রমণ বেড়ে চলেছে, সেই তুলনায় করোনা শয্যা বাড়ানো হচ্ছে না.। দীর্ঘ ছয় মাসকাল সময় হাতে পাওয়া সত্বেও এপর্যন্ত রাজ্যে কোনো নতুন করোনা হাসপাতাল তৈরি করা হয়নি .। রাজ্যের উপস্থিত হাসপাতাল শয্যাগুলোকে করোনা বেডে পরিনত করা হয়েছে যা বতর্মান প্রয়োজনের সাপেক্ষে নগন্য.। বাস্তবে রয়েছে তার অর্ধেকেরও কম. ।সরকারি বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই শয্যা সংখ্যা নিয়ে ব্যপক কারচুপি চলছে।. শয্যা সংকটের সুযোগ নিয়ে দালাল চক্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে.। তারা রোগীর অসহায়তার সুযোগ নিয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ দাবি করছে.। সামগ্রিক পরিস্থিতির শিকার হয়ে অসহায় মানুষ বিভিন্ন হাসপাতালের দ্বারে দ্বারে ঘুরে অনেকেই বেঘোরে প্রাণ হারাচ্ছেন.। আমরা এর প্রতিবাদে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে একটি স্মারকলিপি পাঠিয়েছি.।

করোনা আবহে এবার এক ভাবনায় সাজবে তিন ক্লাবের মণ্ডপ

কলকাতা,৩ আগস্ট (হি স): করোনা আতঙ্কে চলতি বছর বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবেও পড়েছে ভাঁটা। আর মাত্র কয়েকটা দিন তারপরেই দুর্গাপুজো। কিন্তু এই বছর নেই জাঁকজমক ,নেই উত্তেজনা। কিভাবে হবে পুজো তা নিয়ে চিন্তার ভাঁজ বহু পুজো উদ্যোক্তাদের মনে। এরই মাঝে এবার এক ভাবনায় সাজবে তিন ক্লাবের মন্ডপ।

কঠিন পরিস্থিতিতে অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে কলকাতার তিন দুর্গাপুজো কমিটি। তাঁদের অভিনব ভাবনা হল, 'ড্রাইভ ইন দর্শন'।

এই বছর কিংবদন্তি পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের জন্ম শতবার্ষিকী। আর সেই কথা মাথায় রেখেই তিন পুজো কমিটি এগোচ্ছে। তিন পুজো কমিটি তাদের মন্ডবে সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত 'অপু ট্রিলজি'কেই থিম ভাবনায় ফুটিয়ে তুলবে। দক্ষিণ কলকাতার বাদামতলা আযাঢ় সংঘ, ৬৬ পল্লি এবং কালীঘাট নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রিট ক্লাব এবার একজোট হয়ে গড়তে চলেছে নয়া নিদর্শন ।আর সেইসঙ্গে তাঁদের অভিনব ভাবনা হল, 'ড্রাইভ ইন দর্শন'।

কারণ করোনা আবহে গাড়ি থেকে নামার প্রয়োজন নেই বলেই মনে করছেন পুজো কমিটি গুলি। এমনভাবে মণ্ডপসজ্জা করা হবে যাতে দর্শনার্থীরা গাড়ি চালিয়েই পাশাপাশি তিনটি মণ্ডপে পুরোটা দেখে বেরিয়ে যেতে পারবেন। জানা যাচ্ছে, ওই তিন পুজো কমিটির মধ্যে বাদামতলা আযাঢ় সংঘে 'পথের পাঁচালি'। ৬৬ পল্লির ভাবনায় ফুটে উঠবে 'অপরাজিত' ।আর 'অপুর সংসার' ফুটে উঠবে কালীঘাটের নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রিট ক্লাবে।

গোলাঘাটে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, ভস্ম হোটেল সহ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান

গোলাঘাট (অসম), ৩ আগস্ট (হি.স.) : গোলাঘাটে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় একটি হোটেল সহ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ঘটনা গোলাঘাটের কমারবন্ধা বড়জানে বাণিজ্যক এলাকায়।

ঘটনা সোমবার সকালের দিকে সংঘটিত হয়েছে। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, আজ সকালে হোটেলের মালিক গোবিন তাঁতি গ্রাহকের জন্য রান্নার গ্যাস চুলায় চা তৈরি করছিলেন। সে সময় আচমকা সিলিন্ডার থেকে গ্যাস লিক করে আগুনের সূত্রপাত হয়। আগুনের লেলিহান শিখা তরিৎগতিতে গোটা হোটেলকে গ্রাস করে ফেলে। আগুন করে লাগোয়া একটি দোকানকেও। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাসলে ইঞ্জিন নিয়ে উপস্থিতি অগ্নিনির্বাপক বাহিনী। স্থানীয়দের সহায়তায় আগুন নির্বাপিত করেন অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর জওয়ানরা। ফলে বড়সড় বিপদ থেকে রাক্ষা পেয়েছে গোটা এলাকা। অগ্নিকাণ্ডের দরুন লক্ষাধিক টাকা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য হোটেলের কাছেই রয়েছে বড়জান চা ফ্যাক্টরি। ফ্যাক্টরিও রক্ষা পেয়েছে আগুনের গ্রাস থেকে। এদিকে হোটেলে মজুত চারটি গ্যাস সিলিন্ডার সৌভাগ্যবলে বিস্ফোরিত না হওয়ায় রক্ষা পায় এলাকা। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই।

কোকরাঝাড়ে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

কোকরাঝাড় (অসম), ৩ আগস্ট (হি.স.) : বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল এরিয়া ডিস্ট্রিক্ট (বিটিএডি)-এ অব্যাহত আছে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা। গত কয়েকমাস ধরে বড়োল্যান্ডের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যাপক আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হচ্ছে। এরই মধ্যে রবিবার রাতে কোকরাঝাড় জেলার গোসাইগাঁও মহকুমার কচুগাঁওয়েও অভিযান চালিয়ে তিন রাউন্ড সক্রিয় গুলি, ম্যাগজিন সহ একটি ৭.৬৫ এমএম পিস্তল উদ্ধার করেছে পুলিশ।

সোমবার জেলা পুলিশের জনৈক আধিকারিক জানান, কচুগাঁও থানাৰ অন্তর্গত নবীননগরে বিগত কিছু দিন ধরে অপরাধ জগতের সঙ্গে জড়িত দুই যুবক ঘোরাফেরা কৎছে বলে খবর পান তাঁরা। ওই খবরের ভিত্তিতে গতকাল রাতে কচুগাঁও থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে ওই দুজনকে আটক করতে না পারলেও আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হন তাঁরা। উল্লেখ্য, গত ১৫ জুলাই ওই এলাকায় পুলিশি অভিযানে উদ্ধার হয়েছিল ম্যাগজিন ও গুলি সহ একটি পিস্তল।

মেঘালয়ে করোনায় নতুন আক্রান্ত ২৮ জন

শিলং, ৩ আগস্ট (হি. স.) : মেঘালয়ে নতুন করে ২৮ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাঁদের মধ্যে ৭ জন সশস্ত্র বাহিনী এবং ১৩ জন বিএসএফ জওয়ান রয়েছেন। এছাড়া ৮ জন রয়েছেন বিভিন্ন জেলার সাধারণ নাগরিক। সবমিলিয়ে এখন পর্যন্ত মোট ৬৩৩ জন সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রয়েছেন। ২৬৪ জন এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন এবং পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে।

প্রসঙ্গত, মেঘালয়ের পূর্ব খাসিপাহাড়ে জেলায় সর্বোচ্চ করোনা সংক্রমিত হয়েছেন। ওই জেলায় বিএসএফ-এর ২২৬ জন, সেনা ও আসাম রাইফেলস-এর ৫১৮ জন, সশস্ত্র বাহিনীর ৫৯ জন এবং অন্যান্য ২৩৩ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এদিকে, পশ্চিম খাসিপাহাড়ে পাঁচ জন, রি-ভই জেলায় ৫৫ জন, পশ্চিম জয়ন্তিয়াপাহাড়ে ১৬ জন, পূর্ব জয়ন্তিয়াপাহাড়ে ১৭ জন, পশ্চিম গারোপাহাড়ে ১৬ জন, দক্ষিণ পশ্চিম গারোপাহাড়ে ৪ জন এবং দক্ষিণ গারোপাহাড় জেলায় ২ জন আক্রান্ত হয়েছেন।

করোনা আবহে এবার ডেঙ্গি নিয়ে নির্দেশিকা জারি স্বাস্থ্য দফতরের

কলকাতা, ৩ আগস্ট (হি স): করোনা আতঙ্কে নাজেহাল শহরবাসী। তারই মাঝে চোখ রাঙাচ্ছে ডেঙ্গি। করোনা আবহে ইতিমধ্যেই শহরে হানা দিয়েছে ডেঙ্গি। ফলে করোনার পাশাপাশি উদ্বেগ ডেঙ্গি নিয়েও। আর তাই এবার ডেঙ্গি সতর্কতায় নির্দেশিকা জারি করোনা আবহে এবার ডেঙ্গি নিয়ে নির্দেশিকা জারি স্বাস্থ্য দফতরের।

কিছুদিন আগেই দেখা গিয়েছিল হরিদেবপুরে এক বাসিন্দা করোনা আক্রান্তের পাশাপাশি তিনি ছিলেন ডেঙ্গি আক্রান্ত। রাজারহাটের বাসিন্দাও উভয় রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। কিছুদিন আগেই শুধুমাত্র ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছিল এক যুবকের। ফলে ক্রমাগত উদ্বেগ বাড়ছে ডেঙ্গি। এরই মাঝে গাইডলাইন প্রকাশ স্বাস্থ্য দফতরের ।সেখানে বলা হয়েছে ডেঙ্গির মূল উপসর্গ জ্বর। গাইডলাইনে বলা হয়েছে ডেঙ্গির ক্ষেত্রে শরীরে লিউকোসাইট কম থাকবে। রক্তে প্লেটলেট কমে যাবে। জ্বর ছাড়াও মাথাব্যথা , গাঁটে ব্যথা, বমি বমি ভাব থাকবে। জ্বরের সাথে শুকনো কাশি, গলায় সংক্রমণ। খাওয়ার ক্ষেত্রে স্বদ থাকবে না। ফলে প্রথম দিনে এলাইজা পদ্ধতিতে এনএসএল টেস্ট করতে হবে। পঞ্চম দিনে এলাইজা পদ্ধতি আইজিএম টেস্ট করাতে হবে। এরপর সরকারের গাইডলাইন মেনে করোনা টেস্ট করাতে হবে।

ভারতীয় পরম্পরা রাখি বন্ধন দেশকে মজবুত করেছে, সংঘের কার্যক্রমে বলেছেন বিহিপ-এর দীনেশ

গুয়াহাটি, ৩ আগস্ট (হি.স.) : ভারতীয় পরম্পরা রাখি বন্ধন দেশকে মজবুত করেছে। দেশের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রয়েছে রাখির। বক্তা বিশ্বহিন্দু পরিষদের ক্ষেত্র সংগঠনমন্ত্রী (সাংগঠনিক সম্পাদক) দীনেশ তিওয়াড়ি। সোমবার সমগ্র দেশের সঙ্গে সংগতি রেখে রাখিবন্ধন উৎসব উদযাপন করা হয়েছে অসমেও।

গোটা রাজ্যের পাশাপাশি সোমবার সকাল আটটায় গুয়াহাটি মেট্রোর বারোটি নগরে ভার্চুয়াল লিংকের মাধ্যমে রাখি বন্ধনের কার্যক্রম পালন করেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের স্বয়ংসেবকরা। এর মধ্যে অন্যতম ছিল শংকরদেব নগরের কার্যক্রম। এই কার্যক্রমে বৌদ্ধিক রেখেছেন বিশ্বহিন্দু পরিষদের ক্ষেত্র সংগঠনমন্ত্রী (সাংগঠনিক সম্পাদক) দীনেশ তিওয়াড়ি। বৌদ্ধিক দিতে গিয়ে দীনেশ তিওয়াড়ি রাখি বন্ধন উৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। বলেন, রাখি বন্ধনের ভারতীয় পরম্পরা দেশকে মজবুত করেছে। দেশের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রয়েছে রাখির। তিনি বলেন, ভারতের বহু উৎসবের মধ্যে সংঘ (আরএসএস) পাঁচটি উৎসব পালন করে। এর অন্যতম রাখিবন্ধন। দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে রাখি বন্ধনের গুরুত্ব অপরিসীম বলে এর ব্যাখ্যাও করেছেন বক্তা। প্রদত্ত বক্তব্যে দেশকে সুরক্ষিত রাখতে স্বয়ংসেবকদের সজাগ থাকতে পরামর্শ দেন তিওয়াড়ি। বলেন, ভারতকে বিচ্ছিন্ন করতে চতুর্দিক থেকে চক্রান্ত রচনা হচ্ছে। দেশের ভিতরেও বহু বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি বিরাজ করছে। এইসব চক্র সম্পর্কে সতর্ক থাকতে স্বয়ংসেবকদের পরামর্শ দিয়েছেন বক্তা।

প্রসঙ্গত রাজ্যের সর্বত্র আজ রাখি বন্ধব উৎসব পালন করেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি, সেবাভারতী পূর্বাঞ্চল, বনবাসী কল্যাণ আশ্রম, সীমান্ত চেতনা মঞ্চের মতো সংগঠনগুলি। তবে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় করার উৎসব রাখি বন্ধনের কার্যক্রম এ বছর একটু ব্যতিক্রমী ছিল। করোনার আবহে জনসমাগম এড়াতে কার্যক্রম হয়েছে ভার্চুয়াল লিংকের মাধ্যমে। তবে বিভিন্ন জেলা, মহকুমা বা গ্রামাঞ্চলে করোনা বিধি অবলম্বন করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নাগরিকদের হাতে রাখি পরিয়েছেন স্বয়ংসেবকরা।

কুলভূষণ যাদব মামলায় আইনজীবী নিয়োগের অনুমতি দিল পাক হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট (হি. স.):কুলভূষণ যাদব মামলায় আইনজীবী নিয়োগের অনুমতি দিল পাক হাইকোর্ট। সোমবার কুলভূষণ যাদব মামলায় ভারতের তরফে আইনী প্রতিনিধি নিয়োগের অনুমতি দেওয়া হোক, পাকিস্তান সরকারকে এমন নির্দেশ দিয়েছে ইসলামাবাদ হাইকোর্ট। যা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বড়সড় জয় ভারতের।

ভারতীয় নৌসেনার প্রাক্তন কর্মী, ৪৯ বছরের কুলভূষণ যাদবকে ২০১৭ সালে গুপ্তচরবৃত্তি ও সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেয় পাকিস্তানের আদালত। রায়ের বিরোধিতা করে ভারত আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতে আবেদন করে। আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালত গত বছরের জুলাই মাসে ভারতকে কনস্যুলার অ্যাকসেস দেয় এবং কুলভূষণের মৃত্যুদণ্ডের রায়কে পুনর্বিবেচনা করার কথা বলে। গত তিন বছর ধরে কুলভূষণ যাদবের কনসুলার অ্যাকসেস চেয়ে আসছে ভারত। কিন্তু তা মানতে চায়নি পাকিস্তান। পরে আন্তর্জাতিক আদালতে মুখ পোড়ে পাকিস্তানের। জানিয়ে দেওয়া হয় পাকিস্তানকে অবশ্যই কনস্যুলার অ্যাকসেস দিতে হবে। মে মাসে পাক সরকারের '২০২০ সালে ছয়ের পাতায়

স্কুলের প্রাচীর ভেঙে অবৈধভাবে দোকানঘর নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

রামপুরহাট, ৩আগস্ট (হি. স.): স্কুলের প্রাচীর ভেঙে অবৈধভাবে দোকানঘর নির্মানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন গোঁড়া থেকেই। সোস্যাল মিডিয়াতেও স্কুল চত্বরকে বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহারের অপচেষ্টা বিরংদ্ধে মতামত ব্যক্ত করেছেন। শিক্ষাপ্রেমী মানুষজনদের সাথে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদও করেছেন। খেসারতে স্কুলে সভাপতির কাছে নানান আপত্তিজনক কথাবার্তা শুনতে হয়েছে তাকে, তাও আবার খোদ প্রধান শিক্ষকের সামনে। এমনই অভিযোগ তুলেছেন রামপুরহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা দেবিকা চট্টোপাধ্যায়। সভাপতির এহেন আচরনের প্রতিকার চেয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে লিখিত অভিযোগও জানিয়েছেন ওই শিক্ষিকা। সমগ্র ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার সন্ধ্যায় স্কুলের দেওয়ালে পোস্টারিং করেছে ডিওয়াইএফআই।

সম্প্রতি, শতবর্ষ পুরোনো ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রামপুরহাট হাই স্কুলের সীমানা প্রাচীর ভেঙে সেখানে দোকানঘর নির্মানে উদ্যোগী হয় স্কুল কর্তৃপক্ষ। পুরোনো প্রাচীর না ভেঙেই প্রাচীরে ভেতরেই একটি নতুন প্রাচীর দেওয়া হয় আগে। স্কুলের সাথে জড়িত অধিকাংশের অভিমত, 'উদ্দেশ্য ছিল আগে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে, তারপর তড়িঘড়ি দোকানঘরগুলি নির্মাণ করার এবং শেষে পুরোনো প্রাচীরটি ভেঙে উড়িয়ে দেওয়ার। যাতে লোকের চোখে কম পড়ে।' কিন্তু একটি ঐতিহ্যপ্রাচীন স্কুলের সম্পদকে ব্যবসার স্বার্থে ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ঝড় ওঠে রামপুরহাটে। শিক্ষা-সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানান। মহকুমা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন। সমবেত প্রতিবাদে অবশ্য তৎক্ষনাৎ কাজ বন্ধের নির্দেশ দেন মহকুমা শাসক। কাজ বন্ধ হলেও এখনও নতুন যে প্রাচীরটি নির্মিত হয়েছে তা ভাঙা হয় নি। সেই প্রাচীরটি না ভাঙলে স্কুলের জায়গা স্বাভাবিকভাবেই কমে যাবে। স্কুলের প্রাক্তনীরাও একজোট হয়েছেন এর বিরুদ্ধে। আর স্কুলে কর্মরত শিক্ষিকা প্রথম থেকেই ছিলেন সবচেয়ে প্রতিবাদী।

শিক্ষিকার অভিযোগ, "আমি ফেসবুকে এর বিরুদ্ধে লেখালেখি করাই প্রধান শিক্ষকের সামনেই মনোনীত সভাপতি আমার কাছে কৈফিয়ত চান। অপমানজনক কথা বলেন। আমার প্রশ্ন, একজন মনোনীত শিক্ষক কি করে একজন শিক্ষিকার ব্যক্তিগত পরিসরে হস্তক্ষেপ করতে পারে? আমি এর প্রতিকার চেয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি।"

স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি তৃণমূল নেতা আরশাদ হোসেন জানিয়েছেন, "শিক্ষিকা নিজেই নিয়ম মানেন না। সময়ে স্কুল আসেন না। নিজে বাঁচার তাগিদে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলেছেন। আমি জানতামই না তিনি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন।"

প্রধান শিক্ষক মহম্মদ নূরজ্জামানের বক্তব্য, "বিষয়টাঅত গভীর নয়। সবাইকে এক হয়েই স্কুলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।" তবে ঘটনার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে ডিওয়াইএফআই।

ডিওয়াইএফআই নেতা অমিতাভ সিং জানিয়েছেন, "আমরা পোস্টারিং করেছি। মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে এর তীব্র প্রতিবাদ জানাবো। সভাপতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তুলব।'

ঝাড়গ্রামে নতুন করে করোনা আক্রান্ত আরো দুজন

ঝাড়গ্রাম, ৩ আগস্ট (হি. স.): ফের নতুন করে দুজনের করোনা ধরা পড়ল ঝাড়গ্রাম জেলায়। যার ফলে বর্তমানে ঝাড়গ্রাম জেলায় মোট চার জন করোনা আক্রান্ত রয়েছে বলে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিনে উল্লেখ রয়েছে।

জেলা স্বাস্থ্য দফতর সুত্রে জানা গিয়েছে ওই দুই ব্যক্তি বিনপুর দুই (বেলপাহাড়ী) ব্লক এলাকার বাসিন্দা। তাদের দুজনকে সেফ হোমে রাখা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে প্রশাসন সূত্রে।এরা দুই জন বাইরে থেকে এসেছেন এবং ওই এলাকায় শ্রমিকের কাজ করেন বলে প্রশাসনের একটি সূত্রে থেকে জানা গিয়েছে।এরা দুজন সম্প্রতি হাওড়া গিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য, দিন কয়েক আগে ঝাড়গ্রাম শহরের পুরাতান ঝাড়গ্রাম এবং নতুনডিহি এলাকায় দুই জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে। এদের মধ্যে একজন করোনা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।অন্যজনকে সেফ হোমে রাখা হয়েছে। শহরে করোনা ধরা পড়ার পরেই ঝাড়গ্রাম পুরসভার উদ্যোগে ওই দুটি এলাকা স্যানিটাইজ করা হয়েছে।পর পর দুই দিন ধরে চলেছে স্যানিটাজিংএর কাজ। রবিবার পুরাতন ঝাড়গ্রামের এই পাড়ায় শুরু হয়েছে রেপিড এন্টিজেন টেস্ট।রবিবার ওই এলাকার ৮৯ জনের এই পরীক্ষা করোনো হয়েছিল।তাদের মধ্যে কারো পজেটিভ ধারা পড়েনি।এদিন সোমবার আরো পরীক্ষা করা হয়েছে বলে ঝাড়গ্রাম পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে।

ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে এ পর্যন্ত ঝাড়গ্রাম জেলায় মোট করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৩২ জন। তাদের মধ্যে আঠাশ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। বর্তমানে চার জন রয়েছে আক্রান্ত।তাদের মধ্যে একজন ঝাড়গ্রাম করোনা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। তবে ঝাড়গ্রাম জেলায় রাজ্যের অন্যান্য জেলার মতো করো ব্যাপাক হারে থাবা বসাতে পারেনি। হাতে গোনা কয়েক জনের ধরা পড়েছে। আক্রান্তের মধ্যে আঠাশ জনই আগেই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। তবে ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসন এবং ঝাড়গ্রাম পুর প্রশাসন করোনা মহামারির আবহে কোন রকম ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত নয়।সব রকম ভাবে জেলায় যে কোন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য পরিকাঠামো প্রস্তুত রেখেছে।চলছে টানা প্রচার কর্মসুচি।

ঝাড়গ্রাম পুরসভার পক্ষ থেকে শহরের দুই আক্রান্তের বাড়িতে খাদ্য সমাগ্রী পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে।ঝাড়গ্রামের মহকুমা শাসক সুবর্ন রায় বলেন " পরীক্ষা চলছে।শহরে পরীক্ষা আরো বাড়ানো হবে।আমরা মানুষকে সচেতন থাকার বার্তা দিচ্ছি।'

ঝাড়গ্রামে পালিত হল রাখীবন্ধন উৎসব

ঝাড়গ্রাম, ৩ আগস্ট (হি. স.): করোনা আবহে জেলা জুড়ে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে পালিত হল রাখীবন্ধন উৎসব। এদিন সোমবার জেলার প্রত্যেক ব্লকেই শাকস দল ও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই উৎসব পালন করা হয়। তবে অন্যান্য বছরের মতো এবছর অত জৌলুস দেখা যায়নি। যতটা সম্ভব সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে রাখীবন্ধন উৎসব পালন করা হয়। এদিন ঝাড়গ্রাম জেলার লালগড়, জামবনী, বেলপাহাড়ী, গোপীবল্লভপুর, সাঁকরাইল ও ঝাড়গ্রাম শহরের বিভিন্ন মোড়ে এদিন রাখীবন্ধন উৎসব পালন করা হয়। এদিন রাখী বাঁধার পাশাপাশি মাস্ক বিতরণ কর হয়েছে। এদিন ঝাড়গ্রাম জেলা যুব দফতর ও ঝাড়গ্রাম পৌরসভার যৌথ উদ্যোগে রাখিবন্ধন উৎসব পালন করা হয়। এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও কাজি নজরুল ইসলামের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকেরা। পাশাপাশি রাজ্যসরকারের নির্দেশ অনুসারে 'বাংলা আমার মা' মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে গোপীবল্লবপুর থানার উদ্যোগে মাক্স বিতরণ এবং রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হয় গোপীবল্লভপুর থানা এলাকা জুড়ে। বাড়ির বাইরে অযথা যারা মাক্স ছাড়া বেরিয়েছে তাঁদেরকে মাক্স উপহারস্বরূপ তুলে দিলেন গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশ আধিকারিকরা। এদিকে ঝাড়গ্রাম শহরের পাঁচ মাথা মোড় এলাকাতেও প্রশাসনের উদ্যেগে পালিত হয় রাখীবন্ধন। পাশাপাশি ঝাড়গ্রাম জেলার তপসিয়া তিন নম্বর অঞ্চলের ফেকো ঘাটে রাখি বন্ধন উৎসব পালিত হল ।তপসিয়া অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি নিরঞ্জন দাস করোনা ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা ভেবে ।ফেকো ঘাট থেকে রান্টুয়া পর্যন্ত প্রতিটি মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে প্রত্যেককে মাক্স, রাখি ও মিষ্টি তুলে দেন। এদিন প্রায় দু হাজার রাখি ও দু হাজার মাক্স বিতরণ করা হয়েছে বলে দাবি করেন তপসিয়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব। এছাড়াও শিলদা চন্দ্র শেখর মহাবিদ্যালয়ের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকেও আয়োজিত করা হয়েছিল রাখি বন্ধন উৎসব। এদিকে বিনপুরের মাগুরাতে প্রয়াত নরেন হাঁসদার স্মৃতিসৌধের পাশে ঝাড়খন্ড পার্টির বিধায়ক তথা নরেন হাঁসদার স্ত্রী চুনিবালা হাঁসদা এলাকার মানুষজনদের নিয়ে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে রাখীবন্ধন উৎসব পালন করেন। এবিষয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমুলের সভাপতি তথা নয়াগ্রামের বিধায়ক দুলাল মুর্মু বলেন, ' এদিন যতটা সম্ভব সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে জেলার প্রত্যেকটি আমাদের কর্মীরা রাখীবন্ধন উৎসব পালন করেছেন। রাখীবন্ধনের পাশাপাশি এলাকার গরীব দুঃস্থ মানুষজনদের মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে।

আদালতে ধাক্কা খেল বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন, ৩ আগস্ট(হি. স.): এক অধ্যাপিকা অনৈতিকভাবে আর্থিক সুবিধা নিয়ে যাচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বছরের পর বছর ধরে পাওয়া সেই অর্থ ফেরত দিতে হবে মাস মাইনে থেকে। সম্প্রতি বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ওই অধ্যাপিকার বিরুদ্ধে এমনই নির্দেশ জারি করেছিল। সেই নির্দেশের প্রেক্ষিতে কোলকাতা উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অধ্যাপিকা। সেই মামলায় সোমবার উচ্চ আদালতের সিঙ্গল বেঞ্চে ধাক্কা খেয়েছে বিশ্বভারতী। নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছেন বিচারক। সাথে সাথে আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে বিশ্বভারতীর কাছে জবাবদিহিও চেয়েছে আদালত।

বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গেছে, সঙ্গীত ভবনের অধ্যাপিকা শ্রুতি বন্দ্যোপাধ্যায় অতিরিক্ত চারটি ইনক্রিমেন্টের সুবিধা পাবেন এমন বোঝাপড়ায় প্রাক্তন উপাচার্য সুশান্ত দত্তগুপ্তের আমলে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশ্বভারতীতে কাজে যোগদেন। সম্প্রতি ওই অধ্যাপিকার এই ইনক্রিমেন্ট পাওয়াটা অনৈতিক আখ্যা দেন বিশ্বভারতীর বর্তমান উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী এবং গত ১২জুন এক নির্দেশিকার প্রেক্ষিতে বিশ্বভারতীর অ্যাকাউন্ট অফিসার শ্রুতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে মেল মারফত নির্দেশ দেন ইনক্রিমেন্ট হিসাবে তার গ্রহন করা ১৩,২৯, ১৩৮ টাকা তাকে ফেরত দিতে হবে এবং ফেরত যোগ্য টাকা জুলাই মাস থেকে ৩৬টি সমান কিস্তিতে অধ্যাপিকার বেতন থেকে কাটা হবে। এমন নির্দেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন অধ্যাপিকা শ্রুতি বন্দ্যোপাধ্যায়। আদালত এদিন দিয়েছে তার রায়।

সংবাদমাধ্যমে প্রতিক্রিয়ার দেওয়ার ব্যাপারে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা জারি থাকায় শ্রুতি বন্দ্যোপাধ্যায় এব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে চান নি। তবে তাঁর আইনজীবি অরংনাভ ঘোষ জানিয়েছেন, "আদালত স্থগিতাদেশ দিয়েছে। ২ সপ্তাহের মধ্যে বিশ্বভারতীর উত্তর চেয়েছে। বিশ্বভারতীর উপাচার্য কেন এমন করছে জানি না। এর আগেও এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল তাতেও রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরংদ্ধেই গিয়েছিল।"

এদিকে গত ১৯ জুলাই বিশ্বভারতীর ওয়েবসাইটে উপাচার্যের প্রকাশিত খোলা চিঠিতে ১০ নম্বর অনুচ্ছেদে উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী এই ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে কারো নাম উল্লেখ না করে লেখেন, 'জনৈক শিক্ষকের চারটি অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্টের আবেদন ইতিপূর্বে মঞ্জুর হয়েছিল। যা সম্পূর্ন বেআইনী এবং সেজন্য আদৌ বিবেচনাযোগ্য ছিল না। ভারত সরকার প্রেরিত অডিট টিম সেই ব্যক্তির বেতনক্রম পুনর্নিধারন করতে বলে, কারন সরকারি নিয়মানুসারে নিয়োগের নির্বাচক প্যানেল প্রার্থী-নির্বাচনের পর অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট সংক্রান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারীই নয়। কর্মসমিতি এবিষয়ে অডিট রিপোর্ট মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য

ছয়ের পাতায়

করোনা আবহে এবার ডেঙ্গি নিয়ে নির্দেশিকা জারি স্বাস্থ্য দফতরের

কলকাতা, ৩ আগস্ট (হি স): করোনা আতঙ্কে নাজেহাল শহরবাসী। তারই মাঝে চোখ রাঙাচ্ছে ডেঙ্গি। করোনা আবহে ইতিমধ্যেই শহরে হানা দিয়েছে ডেঙ্গি। ফলে করোনার পাশাপাশি উদ্বেগ ডেঙ্গি নিয়েও। আর তাই এবার ডেঙ্গি সতর্কতায় নির্দেশিকা জারি করোনা আবহে এবার ডেঙ্গি নিয়ে নির্দেশিকা জারি স্বাস্থ্য দফতরের।

কিছুদিন আগেই দেখা গিয়েছিল হরিদেবপুরে এক বাসিন্দা করোনা আক্রান্তের পাশাপাশি তিনি ছিলেন ডেঙ্গি আক্রান্ত। রাজারহাটের বাসিন্দাও উভয় রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। কিছুদিন আগেই শুধুমাত্র ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছিল এক যুবকের। ফলে ক্রমাগত উদ্বেগ বাড়ছে ডেঙ্গি। এরই মাঝে গাইডলাইন প্রকাশ স্বাস্থ্য দফতরের ।সেখানে বলা হয়েছে ডেঙ্গির মূল উপসর্গ জ্বর। গাইডলাইনে বলা হয়েছে ডেঙ্গির ক্ষেত্রে শরীরে লিউকোসাইট কম থাকবে। রক্তে প্লেটলেট কমে যাবে। জ্বর ছাড়াও মাথাব্যথা , গাঁটে ব্যথা, বমি বমি ভাব থাকবে। জ্বরের সাথে শুকনো কাশি, গলায় সংক্রমণ। খাওয়ার ক্ষেত্রে স্বদ থাকবে না। ফলে প্রথম দিনে এলাইজা পদ্ধতিতে এনএসএল টেস্ট করতে হবে। পঞ্চম দিনে এলাইজা পদ্ধতি আইজিএম টেস্ট করাতে হবে। এরপর সরকারের গাইডলাইন মেনে করোনা টেস্ট করাতে হবে।

সংক্রমণ এড়াতে জীবাণুমুক্ত টালা থানা

কলকাতা,৩ আগস্ট (হি স):করোনা আতঙ্কে কাবু শহরবাসীর।শহরজুড়ে জাঁকিয়ে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। ইতিমধ্যে বিভিন্ন থানায় হানা দিয়েছে করোনা। তবুও নিজের কাজে অবিচল পুলিশকর্মীরা। তাই করোনা কাঁটায় সোমবার জীবাণুমুক্তকরণ চলছে টালা থানা।

শহরবাসীর সকল দায়িত্ব কাঁধে তুলে জনগণকে সচেতন করছে পুলিশ। কখনও মাইকিং করে কখনো আবার লিফলেট বিলি, কখনও মাস্ক বিলি করে জনগণকে ক্রমাগত সচেতন করছে কলকাতা পুলিশ।

তবে, ইতিমধ্যেই বহু থানায় থাবা বসিয়েছে মারন ভাইরাস করোনা। প্রগতি ময়দান থেকে বউ বাজার থানা, গিরিশ পার্ক, টালা থানা বিভিন্ন থানায় হানা দিয়েছে করোনা। আক্রান্ত হয়েছেন বহু পুলিশকর্মী। আর তাই সংক্রমণমুক্ত জীবাণুমুক্ত করা হল টালা থানা।

করোনা আক্রান্ত সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিম

কলকাতা,৩ আগস্ট (হি স): ফের করোনা হানা আলিমুদ্দিনের অন্দরে। এবার করোনা আক্রান্ত সিপিএমের অন্যতম শীর্ষ নেতা ও পলিটবুরো সদস্য তথা প্রাক্তন সাংসদ মহম্মদ সেলিম।

যত দিন যাচ্ছে ততই যেন আতঙ্ক বাড়াচ্ছে করোনা। কিছুদিন আগেই করোনা আক্রান্ত হয়েছিলে সিপিএমের তিন বর্ষীয়ান নেতা শ্যামল চক্রবর্তী, প্রাক্তন মন্ত্রী অনাদি সাহু ও অশোক ভট্টাচার্য। এবার আক্রান্ত হলেন সিপিএমের শীর্ষ নেতা মহম্মদ সেলিম। সূত্রের খবর, বাইপাসের ধারে এক বেসরকারি হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে মহম্মদ সেলিমকে। অন্যদিকে, ইতিমধ্যেই অশোক ভট্টাচার্য সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। শ্যামল চক্রবর্তীর শারীরিক অবস্থা কিছুটা আশঙ্কাজনক। তাঁকে রবিবার রাত থেকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে বলে খবর।

মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে করোনাকে তাড়াতে হবে, বার্তা অতীন ঘোষের

কলকাতা,৩ আগস্ট (হি স): ঢাকে কাঠি পড়ে গেছে।সোমবার উত্তর কলকাতার অন্যতম পুজো নলিন সরকার স্ট্রিটের হোর্ডিং উদ্বোধন হল। সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন পুর প্রশাসক মন্ডলীর সদস্য অতীন ঘোষ। আর সেখানে গিয়েই "মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে করোনাকে তাড়াতে হবে" বলে সকলের উদ্দেশ্যে বার্তা দিলেন অতীন ঘোষ।

এই প্রসঙ্গে অতীন ঘোষ বলেন, " চিকিৎসকেরা বলছেন মন শক্তিশালী করতে হবে ,আরও জোরদার করতে হবে। প্রাণবন্ত রাখতে পারলেই বাড়বে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। আর এই কাজ করতে দুর্গাপুজোর মত আনন্দের জুড়ি নেই। পুজো তো বন্ধ করা যাবে না। তবে জীবন রক্ষায় হবে আমাদের প্রথম লক্ষ্য"।

রবীন্দ্র সরোবর থানার তরফে রাখি বন্ধন উৎসবে মাস্ক বিলি

কলকাতা, ৩ আগস্ট (হি স): করোনা আবহের মাঝেই আজ সোমবার রাখি বন্ধন। তবে, বর্তমানে রাখির থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ মাস্ক। তাই এদিন রবীন্দ্র সরোবর থানার তরফে রাখি বন্ধন উৎসবে মাস্ক তুলে দিল শহরবাসী হাতে।

দমকা হাওয়ার মতো উড়ে এসে শহরের জাঁকিয়ে রাজ করছে করোনা। তবে, জনগণকে সচেতন করতে ক্রমাগত মাইকিং চালাচ্ছে পুলিশ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

করোনা আক্রান্তের পাশাপাশি রাজ্যে একদিনে রেকর্ড মৃত্যুর হার

কলকাতা, ৩ আগস্ট (হি স): করোনা আতঙ্কে নাজেহাল রাজ্য বাসি। এরই মাঝে চিন্তা বাড়াচ্ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যার পাশাপাশি মৃত্যুর সংখ্যাও। গত ২৪ ঘন্টায় করেনা আক্রান্ত ২,৭১৬। আতঙ্ক বাড়িয়ে একদিনে রাজ্যে মৃত ৫৩। সোমবার স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিনে এমনটাই জানানো হয়েছে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিনের মাধ্যমে আরও জানা যাচ্ছে ,গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হলেন ২,৭১৬ জন। ফলে রাজ্যে সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৭৮ হাজার ২৩২ জন। একদিনে করোনাকে হারিয়ে বাড়ি ফিরেছেন ২,০৮৮ জন। মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন মোট ৫৪,৮১৮ জন। সংক্রমিতের নিরিখে এখনও পর্যন্ত ৭০.০৭ শতাংশ মানুষ করোনাকে হারিয়ে সুস্থভাবে বাড়ি ফিরেছেন। নতুন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে ৫৩ জনের। রাজ্যে মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ১,৭৩১ জন। এই মুহূর্তে বাংলায় কোভিড-১৯ সক্রিয় রয়েছে ২১, ৬৮৩ জনের শরীরে। রাজ্যে মোট ৯,৫৬,৬৫৯ টি করোনা ভাইরাসের পরীক্ষা করা হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ২২,১২২ টি স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে করোনার।

সেবকে শুরু হল করোনেশন সেতু সারাইয়ের কাজ! চলছে যান নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ৩ আগস্ট (হি.স.): কেউ বলেন সেবক ব্রিজ, কেউ বলেন বাঘপুল। তবে লোকেমুখে এই সেতুর নাম করোনেশন ব্রিজ হিসাবেই বেশি পরিচিত। এবার এই সেতুর রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু করে দিল ন্যাশানাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া। সেই কারনে সাময়িক ভাবে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে এই সেতুতে। উত্তরবঙ্গে ডুয়ার্সের বুকে সড়ক পথে প্রবেশের ঠিক মুখেই তিস্তার ওপর এই সেতু ডুয়ার্সের প্রবেশদ্বার। একই সঙ্গে ঐতিহ্য ও প্রযুক্তির মেলবন্ধন। বার বার দাবি উঠছে এই সেতুকে হেরিটেজ হিসাবে ঘোষণা করে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার। সেই দাবি এতকাল পুরোপুরি মানা না হয়নি। বেশ কয়েক দশক আগে ডুয়ার্স হয়ে অসমের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিকল্প রাস্তা তৈরিতে নজর দিয়েছিল তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার। একই সঙ্গে লক্ষ্য ছিল কলকাতা বা দিল্লির সঙ্গে সড়ক পথে দ্রুত দার্জিলিং, সিলিম ও ভূটানের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। সেই লক্ষ্যেই ঠিক হয়েছিল সেবকে তিস্তার বুকে সেতু তৈরি করে মংপং হয়ে পাকা রাস্তা নিয়ে যাওয়া হবে মালবাজার। সেখান থেকে তা জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের ভেতর দিয়ে সোজা আলিপুরদুয়ারে নিয়ে যাওয়া হবে। সেই মতোই ১৯৩৭ সালে এই সেতুর শিলান্যাস সাধন করেন বাংলার তৎকালীন গভর্নর জন অ্যান্ডারসন। দার্জিলিংয়ের পূর্ত দফতরের শেষ একজেকিউটিভ ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার জন চেম্বারস এই সেতুর পরিকল্পনা ও নকশা তৈরি করেছিলেন। সংকীর্ণ ও গভীর গিরিখাত দিয়ে বয়ে চলা দুরন্ত তিস্তার বুকে পিলার তৈরি করা সম্ভব ছিল না। তাই ঠিক হয় দুইপাশের পাহাড়ে আর্চ স্থাপনের মাধ্যমে এই সেতুর নির্মাণ করা হবে। সেতু নির্মাণের বরাত পেয়েছিল বম্বের গ্যামন সংস্থা। চার বছরের মধ্যে সেই সময়কার ৪ লক্ষ টাকা খরচ করে রেনফোর্সড কংক্রিট প্রযুক্তির মাধ্যমে এই নয়নাভিরাম সেতু তৈরি করা হয়। দুই পাহাড়ের দুই প্রান্ত ছুঁয়ে তৈরি হওয়া সুউচ্চ আর্চের ওপর ভর রেখে গড়ে তোলা হয়েছে পিলার। সেই পিলারের ওপর দিয়ে চলে গিয়েছে পাকা রাস্তা। বছর বছর মার খাচ্ছিল সেতুর রক্ষনাবেক্ষণের কাজ। ২০১১ সালে সিকিমের ভূমিকম্পে এই সেতুর নীচের দিকের কিছুটা অংশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তখন থেকেই দাবি উঠেছিল এই সেতু সারাই ও তার যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের। একই সঙ্গে সেতুটিকে হেরিটেজ হিসাবে ঘোষণা করার দাবিও ওঠে। সেতুটি ঘিরে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলা ও যান নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি দ্বিতীয় সেবক সেতু নির্মাণের দাবিও ওঠে। ১৯৪১ সালে ভারত সফরে এসেছিলেন ব্রিটেনের তৎকালীন রাজা চতুর্থ জর্জ ও কুইন এলিজাবেথ। তাঁদের সেই সফরকে স্মরণীয় করে রাখতে বম্বেতে যেমন গেটওয়ে ওফ ইন্ডিয়া নির্মীত হয়েছিল ঠিক সেইরকমই এই সেতুর নামকরণও করা হয় 'করোনেশন ব্রিজ' বা সৌভাতৃত্বের সেতু। রাজা ও রানীর সম্মানে সেতুর একপ্রান্তে দুটি বাঘের মূর্তিও বসানো হয়। তার জেরেই স্থানীয়দের একাংশ এই সেতুকে বাঘপোলও বলে।

ফের সাফল্যের মুকুট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

কলকাতা, ৩ আগস্ট (হি.স.):. ফের সাফল্যের মুকুট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাথায়। সব মিলিয়ে দেশের সরকারি এবং বেসরকারি বিশ্ববদ্যালয়গুলির মধ্যে পঞ্চম স্থান দখল করেছে কলকাতা।. কলকাতার আগে রয়েছে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় এবং হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।. শেষের নামটি বাদ দিলে বাকি ৩ টি বিশ্ববিদ্যালয়ই কেন্দ্রীয়।. "ইন্ডিয়া টুডে"র সমীক্ষায় সারা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে পঞ্চম স্থানে রয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।. শুধু তাই নয়, পেটেন্টস পাবলিকেশনের ক্ষেত্রে সরকারি অনুদানে চলা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে দেশের মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে রাজ্যের অন্যতম এই বিশ্ববিদ্যালয়টি।. গত ৩ বছরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পেটেন্টস পাবলিকেশনের সংখ্যা ১৭৫.। উপাচার্য সোনালি চক্রবর্তী ব্যানার্জি. তিনি বলেন, "কেন্দ্রের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য আমরা প্রায় পাই না বললেই চলে.। রাজ্য সরকারের অনুদানে চলা একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সাফল্য খুবই আনন্দদায়ক।. আমাদের রাজ্যের পক্ষেও এটা খুবই গর্বের. ।পেটেন্টস পাবলিকেশনের ক্ষেত্রে আমরা দেশের মধ্যে প্রথম.। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী, গবেষক এবং শিক্ষকেরা যে কতটা উন্নতমানের কাজ করছেন এটা তারই প্রমাণ।." সূত্রের দাবি, এই সমীক্ষায় স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অনুদান অনেক বেশি পায়।. গবেষণা — সহ অনান্য সুযোগ — সুবিধাও তুলনায় অনেক বেশি এবং ভাল।. সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সাফল্য শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয়, রাজ্যের কাছেও গর্বের বলে জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ.। উপাচার্যের কথায়, যে কোনও সাফল্যই এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা দেয়. ।এই সাফল্যেও আর এগিয়ে চলতে সাহায্য করবে. ।বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও উৎকর্ষের শিখরে নিয়ে যেতে তিনি সর্বতোভাবে চেষ্টা করবেন. ।"ইন্ডিয়া টুডে"র এই সমীক্ষাটি হয় জনসমক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়টি সম্পর্কে ধারণা, গবেষণা ও পঠনপাঠনের মান, প্লেসমেন্ট, ।

বিশ্বভারতী

পাচের পাতার পর

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশ পূর্বোক্ত হতবুদ্ধি কর্মীদের মতো ওই ব্যক্তির কাছেও এবার অপ্রীতিকর হয়ে উঠবে।'

উচ্চ আদালতের রায়ে শোনার পর বিশ্বভারতীর অধ্যাপক সংগঠনের এক নেতৃত্ব জানিয়েছেন, "উচ্চ আদালতের রায়ই প্রমান করে দিয়েছে অধ্যাপিকা অনৈতিক কিছু করেন নি। উপাচার্যের পদক্ষেপই অনৈতিক।"

পাক হাইকোর্ট

পাচের পাতার পর

আন্তর্জাতিক আদালতে পুনর্বিবেচনা অর্ডিন্যান্স' অনুযায়ী সোমবার শুনানি হয়েছে। শুনানিতে ইসলামাবাদ হাইকোর্ট পাকিস্তান সরকারকে কুলভূষণ যাদব মামলায় ভারতের তরফে আইনজীবী নিয়োগের অনুমতি দেয়।

প্রসঙ্গত, আন্তর্জাতিক আদালতের কাছে এই ইস্যুতে রীতিমত ভৎর্সিত হতে হয় পাকিস্তানকে।

জেলাশাসক জল্লির

তিনের পাতার পর

স্বাস্থ্য দফতরের যুগ্ম অধিকর্তা ডা. এসজে দাস, এসএম দেব সিভিল হাসপাতাল দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ডা. জিতেন সিং হাজারি, নোডাল অফিসার ডা. রজত দেব, ডিপিএম, রাহুল ঘোষ, ডিএমই, সুমন চৌধুরী, হাসপাতালের প্রশাসক, হাসিনা ফেরদৌজ প্রমুখ আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বেলেঘাটা আইডি-তে গড়ে উঠছে কোভিড গবেষণাকেন্দ্র

কলকাতা, ৩ আগস্ট (হি. স.): ভারতের একমাত্র কোভিড গবেষণাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালকে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ইতিমধ্যেই শুরু প্রস্তুতি। বেলেঘাটা আইডিকে কোভিড চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণাক্ষেত্রের উৎকর্ষকেন্দ্র বা সেন্টার অফ এক্সেলেন্স হিসেবে গড়ে তোলার কথা মুখ্যমন্ত্রীই ঘোষণা করেছিলেন। দেশের তো বটেই, আন্তর্জাতিক স্তর থেকেও পরামর্শ নেওয়া হয়েছে।সেই কোভিড বিশেষজ্ঞদের সুপারিশক্রমেই রাজ্যের সরকারি ও বেসরকারি করোনা হাসপাতালের ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট প্রোটোকল সেখানে নির্ধারিত হবে। স্বাস্থ্যদফতরের তরফের খবর, চলতি সপ্তাহে আইডি"র চিকিৎসক ও আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন স্বাস্থ্যকর্তারা।বৈঠকে "নাইসেড"-কেও ডাকা হয়েছে।. আলোচনার সবিস্তার রিপোর্ট আইসিএমআরে পাঠানো হবে।. কাজে গতি আনতে স্বাস্থ্যদপ্তর একটি মনিটরিং টিমও গড়েছে।আইডি হাসপাতালে জলাতঙ্ক-সহ সমস্ত সংক্রামক রোগের চিকিৎসা হয়।. একে কোভিড হাসপাতাল ও গবেষণাকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুললে অন্যান্য সংক্রামক রোগের চিকিৎসার জন্য অন্য সরকারি হাসপাতালকে আইডি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। সেখানে অন্য রোগীদের চিকিৎসা হবে।রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম বলেন, "দেশের একমাত্র কোভিড গবেষণাকেন্দ্র হিসাবে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালকে গড়ে তোলা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।আইসিএমআর-কে আবেদন করা হয়েছে।. সবুজ সংকেত পেলেই পুরোদমে কাজ শুরু হবে।. 'স্বাস্থ্যভবনের খবর, উদ্যোগ সফল করতে ইতিমধ্যে দিল্লির এইমস, পুণের ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি থেকে তথ্য ও পরামর্শ নেওয়া হয়েছে।পুরোদস্তর কোভিড রিসার্চ ও হাসপাতাল করার লক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালের কোভিড বিশেষজ্ঞদের আইডির সঙ্গে যুক্ত করা হবে।

নবান্ন সংক্রমণমুক্ত করায় পিছিয়ে গেল রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক

কলকাতা, ৩ আগস্ট (হি. স.): করোনার জেরে ফের একবার পিছিয়ে গেল রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক। হওয়ার কথা ছিল আজ সোমবার।কিন্তু তা পিছিয়ে গেল। জানা গিয়েছে মন্ত্রিসভার বৈঠক হতে পারে ৭ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার। করোনার কারণে এর আগেও একাধিকবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক বাতিল ও পিছিয়ে গিয়েছিল।এদিন ফের একবার পিছিয়ে গেল এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক।. ইতিমধ্যেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, করোনার সংক্রমণকে আটকাতে সোম ও মঙ্গলবার সম্পূর্ণরূপে নবান্ন বন্ধ রেখে সংক্রমণমুক্ত করার কাজ চলবে.। তারপর বুধবার লকডাউন.। ফলে বৃহস্পতিবার ফের নবান্ন খুলবে.। তারপর শুক্রবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে.।জানা গিয়েছে, সম্প্রতি নবান্নে কর্তব্যরত এক পুলিশ আধিকারিকের করোনা ধরা পড়েছে।তার আগে বেশ কয়েকজন চালকের করোনা ধরা পড়েছে।. এর আগেও একাধিকবার নবান্নকে সংক্রমণমুক্ত করা হয়েছে।এবার ফের দু"দিন ধরে সম্পূর্ণ বন্ধ রেখেই এই সংক্রমণমুক্ত করার সিদ্ধান্ত। উল্লেখ্য, আগেই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, করোনা সংক্রমণ রুখতে নবান্ন-সহ সব সরকারি দফতর নিয়মিত স্যানিটাইজ করা হবে। তারপরেই এই সংক্রমণমুক্ত করার সিদ্ধান্ত রাজ্য প্রশাসনের।

নতুন শিক্ষানীতি চালু করতে গেলে আগে অনেক কিছু করতে হবে, দাবি পার্থর

কলকাতা,৩ আগস্ট (হি স): কেন্দ্রের নয়া শিক্ষানীতি নিয়ে আপত্তি তুলেছে রাজ্য সরকার। "নতুন শিক্ষানীতি চালু করতে গেলে আগে অনেক কিছু করতে হবে" সোমবার বেহালায় রাখিবন্ধন উদযাপন অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এভাবেই সুর চড়ালেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

এই প্রসঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন, " পড়াশোনার নিয়ম নীতি পরিবর্তন হল কিন্তু তা নিয়ে কোনও আলাপ-আলোচনা হল না। এইভাবে জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করা যায় না। কেন্দ্রের নয়া শিক্ষা নীতি নিয়ে আমাদের আপত্তি রয়েছে। আমরা লিখিত আকারে সেটা কেন্দ্রকে জানিয়েছিলাম। নতুন শিক্ষানীতি চালু করতে গেলে আগে অনেক কিছু করতে হবে। পাঁচ বছরে এই শিক্ষানীতি চালু করা সম্ভব নয়"।

অন্যদিকে, শিক্ষাবিদ সৌগত রায়, নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি, সব্যসাচী বসু রায় চৌধুরী, অভিক মজুমদার, পবিত্র সরকার এবং সুরঞ্জন দাসকে নিয়ে গঠিত হয়েছে ছয় সদস্যকে নিয়ে নতুন শিক্ষানীতির বিরুদ্ধাচারণ করে কমিটি গঠন করেছে রাজ্য। সেই কমিটির রিপোর্টের উপরে ভিত্তি করেই সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্য। আগামী ১৫ আগস্টের মধ্যে রাজ্য সরকারের কাছে জমা দেওয়া হবে রিপোর্ট।

হলেন ১৩১

● প্রথম পাতার পর

এবং ১ মিটারের বেশি এবং ২ মিটারের কম জায়গা থাকলে দুইজন ক্রেতাকে একসাথে ঢুকতে দেওয়া যাবে। বাকিরা ১ মিটার দূরত্ব বজায় রেখে পিছনে দাঁড়াবেন। ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কেই মাস্ক পরিধান করতে হবে।

মাস্ক অথবা মুখাবরণ পরিধানের নিয়ম ভঙ্গ করলে প্রথমবারে ২০০ টাকা এবং পরবর্তী প্রতিবারে ৪০০ টাকা জরিমানা হবে। পাবলিক প্লেস, দোকানে এবং যানবাহনে সামাজিক দূরত্ব বজায় না রাখলে ১,০০০ টাকা জরিমানা হবে। হোম কোয়ারেন্টাইনের নিয়ম ভঙ্গ করলেও ১,০০০ টাকা জরিমানা হবে। এ সমস্ত নিয়ম ভঙ্গ করলে আই পি সি'র ১৮৮ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলেও গণ্য করা হবে।

হাতরাচ্ছে

● প্রথম পাতার পর

অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করে পুলিশ।

কে বা কারা বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্য জানা যায়নি। তবে পুলিশ তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। উল্লেখ্য গত কয়েকদিন আগেও এলাকায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। জয়নগর এলাকায় পরপর বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

পরিস্থিতি মোকাবেলায় এলাকায় পুলিশ ও অতিরিক্ত নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। পরিস্থিতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি দেখেছেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা। শনিবার রাতে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িতদের পাকড়াও করার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। তবে এখনো পর্যন্ত এই বিস্ফোরণের ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ।

তীব্র

● প্রথম পাতার পর

জোনে প্রশাসনের তরফ থেকে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে তা কতটা পর্যাপ্ত পরিমাণে দেওয়া হবে সে বিষয়ে নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

যুগল

● প্রথম পাতার পর

কয়েকবার সালিশি সভায় বিচার হয়েছে। কিন্তু উভয়ের সম্পর্কে ভাঙন ধরাতে ব্যর্থ হন এলাকাবাসী। গতকাল গভীর রাতে সম্ভবত তাঁরা ফাঁসিতে আত্মঘাতী হয়েছেন।

তরজা

● প্রথম পাতার পর

কেয়ার সেন্টারে যাতায়াত করেন তাদের জন্য পৃথক নিয়ম নীতি রয়েছে। এক্ষেত্রে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন তো আর ডাক্তার নন। তিনি সেখানে গিয়েছেন কিভাবে, এবং কার অনুমতি নিয়ে গিয়েছেন সেটিও স্পষ্ট নয়। যেহেতু তিনি সেখানে গিয়েছেন এবং পিপিই কিট পরে প্রায় একঘন্টা অবস্থান করেছেন। তাছাড়া সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করে তিনি পিপিই কিট খুলেছেন কিনা সেটিও প্রশ্নের মুখে। এইসমস্ত বিষয়গুলিকে বিবেচনা করেই তাঁকে এ ডি নগর আরএসটিআই-এ প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে সাতদিন এবং বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে সাত দিন থাকার নির্দেশনামা জারি করা হয়েছে।

জেলা শাসক আরও জানিয়েছেন, আরএসটিআই সেন্টারে কোন করোনা রোগী নেই। সেখানে রাখা হয়েছে মূলতঃ যারা করোনা মুক্ত হয়েছেন। তাছাড়া বাংলাদেশের কয়েকজনকে সেখানে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। তাদের কেউই করোনা আক্রান্ত নন। কোয়ারেন্টাইনে থাকাকালীন অবস্থায় বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা হবে। তাতে যদি পজেটিভ আসে তাহলে তাঁকে পরবর্তী সময়ে কোভিড কেয়ার সেন্টারে নেয়া হবে। কোনও ভাবেই গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না কোভিড কেয়ার সেন্টার এবং কোয়ারেন্টাইন সেন্টার এক। তাই বিধায়ককে হোম কোয়ারেন্টাইনে যাওয়া উচিত বলে জেলা শাসক সোমবার সন্ধ্যায় জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, শনিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় এক গর্ভবতী মহিলার ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর বিধায়ক তথা প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায়বর্মণ রবিবার সকালে ভগৎ সিং যুব আবাস কোভিড সেন্টার পরিদর্শনে যান। পড়ে পশ্চিম জেলার জেলাশাসক বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণকে সাতদিন প্রাতিষ্ঠানিক এবং সাতদিন গৃহে একান্তবাসে থাকার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। ৩ আগস্ট থেকে তাঁকে এডি নগর আরএসটিআই সেন্টারে একান্তবাসে যেতে বলেছেন জেলাশাসক। ভগৎ সিং যুব আবাস কোভিড সেন্টারটি পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ বলেন, কিছু দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিক এবং কর্মীদের গাফিলতির কারণেই এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

রবিবার রাতে জেলাশাসক এক নির্দেশ জারি করে বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণকে একান্তবাসে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে সহযোগিতার আশা প্রকাশ করেন। পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক এক আদেশে বলেছেন, ভগৎ সিং কোভিড কেয়ার সেন্টারে করোনা আক্রান্তের অতি সংস্পর্শে গিয়েছেন বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ। তাই, স্বাস্থ্যবিধি মেনে এডি নগর আরএসটিআই সেন্টারে ৭ দিনের প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে এবং ৭ দিন গৃহে একান্তবাসে থাকতে হবে বিধায়ককে।

পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসকের ওই আদেশনামা পাননি বলে দাবি করেছেন বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ। তবে, বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই আদেশনামা ছড়িয়ে পড়ায় বিষয়টি তাঁর নজরে এসেছে। তাই তিনি জবাবে পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসককে চিঠি-তে বলেন, ভগৎ সিং কোভিড কেয়ার সেন্টার পরিদর্শনের বিষয়টি স্বাস্থ্য অধিকর্তা এবং জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার অবগত রয়েছেন। তাছাড়া, চিকিৎসকদের নজরদারিতে পিপিই কিট পরে দূরত্ব বজায় রেখে করোনা আক্রান্তদের সাথে কথা বলেছি। তিনি বলেন, অতীতে এমন অনেকেই করোনা আক্রান্তের সংস্পর্শে গিয়েছেন, তাঁদের তালিকা উল্লেখ করে সুদীপবাবুর দাবি, একাংশের ক্ষেত্রে হোম আইসোলেশন প্রযুজ্য। অথচ, আমাকে প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে পাঠানোর নির্দেশ জারি হয়েছে। তাঁকে করোনা সংক্রমিত করার কায়েমী স্বার্থের উদ্দেশ্য কাজ করছে দাবি করে তিনি বলেন, চিকিৎসকরা তাকে করোনা আক্রান্ত ঘোষণা না করলে একান্তবাসে যাবেন না।

বিরুদ্ধে

● প্রথম পাতার পর

ছেলে-মেয়েদের সামনেই গৃহবধূ শিবু মালা ত্রিপুরাকে স্বামী উপেন্দ্র ত্রিপুরা চুলের মুঠি ধরে বেধড়ক মারধর করেন। গতকালই রাতের মেয়ের বাড়িতে খবর যায় তাদের মেয়ে নাকি ফাঁসীতে আত্মহত্যা করেছেন।

এই খবর শুনতে পরে সাথে সাথে মেয়ের বাড়ির লোকজনরা ছুটে গিয়ে দেখতে পায় শিবু মালা ত্রিপুরার মৃতদেহ বিচ্ছানাতে পরে রয়েছে। বিচ্ছানাতে এই অবস্থায় পরে থাকতে দেখে তাদের মূল অভিযোগ মেয়ে ফাঁসীতে আত্মহত্যা করেনি। মেয়েকে জামাই নিজের হাতেই হত্যা করেছে। রাতে এলাকাবাসী ও মেয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে সাথে সাথে মনু-বনকুল ফাঁড়ীতে খবর দেওয়া হয়। বহুবার ফোন করার পর রাত্রিবেলা ১-টার পরে মনু-বনকুল ফাঁড়ীর পুলিশ ছুটে যান।

ছুটে গিয়ে রাতেই স্বামী উপেন্দ্র ত্রিপুরাকে (৩০) -কে পুলিশ আটক করেন। ভোর চারটার দিকে সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালের মর্গে নিয়ে আসেন। আজ সকালবেলা মৃত শিবু মালা ত্রিপুরার পরিবারের পক্ষ থেকে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ তদন্ত ক্রমে তাদের মেয়েকে স্বামী উপেন্দ্র ত্রিপুরা হত্যা করেছে বলে অভিযোগ এনে সাব্রুম থানায় লিখিত মামলা করেন।

এই দিকে মহকুমাশাসকের একটি মেডিকেল টিম নিয়ে সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এই দিকে মামলা পেয়ে পুলিশ তদন্তে নেমেছেন। স্বামী উপেন্দ্র ত্রিপুরাকে পুলিশ এখনও গেপ্তার দেখাই নায়। শিবু মালা ত্রিপুরা মৃত্যুর খবর সকাল থেকে এলাকাতেই ছড়িয়ে পড়তেই পুরো এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। এখন দেখার বিষয় পুলিশের তদন্তে কি আসে আসলেকি খুন নাকি ফাঁসীতে আত্মহত্যা।

রাজ্যে নথিভূক্ত

● প্রথম পাতার পর

বিভিন্ন শ্রম আইন সংস্কার করা হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যের শ্রমিকদের কল্যাণে নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্প, অসংগঠিত শ্রমিক সহায়িকা প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রী শ্রমযোগী মানধন যোজনা, ব্যবসায়ী এবং স্ব উদ্যোগীদের জন্য ন্যাশনাল পেনশন প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। তিনি জানান, ত্রিপুরা বিল্ডিং অ্যান্ড আদার কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডের অধীনে ১,০৭,৩১৭ জন নির্মাণ শ্রমিক নথিভুক্ত রয়েছেন। তাদের দক্ষতা বিকাশের জন্য স্কিল ডেভেলপমেন্ট দফতরকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। তিনি জানান, অসংগঠিত শ্রমিক সহায়িকা প্রকল্পের আওতায় ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সের ৪৬,৫৯০ জন সুবিধাভোগী রয়েছেন।

বিশেষ সচিব গত ১ বছরের সফলতা তুলে ধরেন। তিনি জানান, ১২২টি নতুন ফ্যাক্টরি রেজিস্ট্রেশন এবং লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। শ্রমিক সুরক্ষা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে ৩০টি সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। রাজ্যে চলতি অর্থবছরের ২০ জুলাই পর্যন্ত ইটভাটা, কাঠের মিল, চা কারখানা ইত্যাদি সহ রাজ্যে মোট ৮৭৬টি কারখানা রয়েছে। পর্যালোচনা সভায় বিশেষ সচিব কর্মবিনিয়োগ পরিষেবা ও জনশক্তি পরিকল্পনা দফতরের বিভিন্ন কর্মসূচিগুলিও তুলে ধরেন। রাজ্যে বর্তমানে ৫টি জেলা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ চালু রয়েছে। আরও তিনটি নতুন জেলা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ শীঘ্রই চালু হবে।

নাইটগার্ড

● প্রথম পাতার পর

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এদিকে শনিবার রাতে হাসপাতালে ধরনের লঙ্কাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পর স্থানীয় বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় অপপ্রচার চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ মিলেছে। বিজেপির পক্ষ থেকে এ ধরনের অপপ্রচারের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন শনিবার রাতে হাসপাতালের আসবাবপত্র ভাঙচুর এবং পিপি নষ্ট করে দেওয়ার নায়ক হাসপাতালে নাইট গার্ড।এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনো ধরনের সম্পর্ক নেই বলে তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

কার্তি চিদম্বরম

আটের পাতার পর

করোনায় আক্রান্ত হয়ে চলেছেন।এই তালিকায় রয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

লারার জন্মদিনে কেক কাটতেন মুশফিক

আজ ৫২-এ পা দিলেন ব্রায়ান লারা। "ফিফটি" পেরিয়ে জীবনের ইনিংস এগিয়ে যাচ্ছে সামনে। ক্যারিবীয় ক্রিকেট কিংবদন্তি লারা তাঁর জন্মদিনে নিশ্চয়ই পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে শুভেচ্ছা পাচ্ছেন। শুভেচ্ছা পেয়েছেন বাংলাদেশ থেকেও বড় এক ভক্তের। ভক্তের নাম মুশফিকুর রহিম।লারাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে মুশফিক ফেসবুকে লিখেছেন, "আমার শৈশবের নায়ক, আমরা সুপার হিরোকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। আপনি দীর্ঘজীবী হন।" লারার সঙ্গে তোলা নিজের একটা ছবিও পোস্ট করেছেন মুশফিক।

লারার এতটাই ভক্ত, একসময় তাঁর জন্মদিনে বাসায় কেক কেটেছেন মুশফিক। ক্যারিবীয় কিংবদন্তির প্রতি কেন এতটা ভালো লাগা, সেটির ব্যাখ্যায় বাংলাদেশের সেরা উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান একবার প্রথম আলোকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "শুধু লারার কারণে ছোটবেলায় আমরা ভাইবোনেরা ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের জন্য পাগল ছিলাম। মে মাসে ওঁর জন্মদিন, আমারও। লারার জন্মদিনে ভাইবোনেরা মিলে বাসায় কেক কেটে অনুষ্ঠান করতাম। লারার কোনো খেলা মিস করতাম না। তবে ওঁর অনেক ইনিংসই আয়নায় দেখেছি। লারা বাঁহাতি আর আমি ডানহাতি। তাঁর ডানহাতি ব্যাটিংয়ের শ্যাডোটা দেখতে চাইতাম আমি।"

শৈল্পিক ব্যাটিংয়ে লারা মুশফিককে এতটাই আচ্ছন্ন করেছেন, একটা সময় প্রিয় ব্যাটসম্যানের টেকনিক হুবুহু অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। ছোটবেলায় তিনি ডানহাতি লারা হতে চেয়েছিলেন! পরে অবশ্য মুশফিকের সেটি আর করা হয়নি। কেন করা হয়নি, প্রথম আলোর সাক্ষাৎকারে সেটিও খুলেই বলেছিলেন তিনি, ""বিকেএসপিতে ভর্তি হওয়ার পর ক্লাস সেভেনে থাকতেই টেকনিক খাটিয়ে চেষ্টা করেছিলাম ওঁর মতো ব্যাটিং করতে। কিন্তু কাজটা কঠিন ছিল। ভাগ্য ভালো যে স্যাররা শুরুতেই বলে দেন, "এটা এমন এক স্টান্স যেটা ফুটওয়ার্ক থেকে শুরু করে তোমার অনেক কিছুকেই আড়ষ্ট করে দেবে।" পরে আমিও আর ওই চেষ্টা করিনি।"

মুশফিক যে তাঁর কত বড় ভক্ত, লারার অবশ্য সেটি অজানা নয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজে অনুষ্ঠিত ২০০৭ বিশ্বকাপে প্রিয় ব্যাটসম্যানের সঙ্গে দেখা করেছিলেন "মুশি"। মজাটা হচ্ছে, উইন্ডিজ কিংবদন্তির সঙ্গে দেখা করতে মুশফিকের ভয়ই হচ্ছিল। লারার রুমে তিনি গিয়েছিলেন সিনিয়র সতীর্থ মোহাম্মদ রফিককে নিয়ে। বাংলাদেশ দলে তাঁর এত বড় একজন ভক্ত রয়েছেন, যিনি আবার সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপাড় থেকে জন্মদিকে কেকও কাটেন, সব শুনে লারার বিস্ময়ের শেষ ছিল না!

এক ম্যাচে ৭/৩৬, ৭/৬৬ ও ৭/৭৬

টেস্টে এক ইনিংসে ৫ উইকেট নেওয়াই কঠিন। ভালো বোলারদের সুবাদে দৃশ্যটা খুব একটা অপরিচিত না। তবে এক ম্যাচে একাধিক বোলারের ন্যুনতম ৫ উইকেট নেওয়া তেমন দেখা যায় না। দেখা গেলেও একাধিক বোলারের একইসংখ্যক উইকেট নেওয়া, সেটা ৫-এর বেশি হলে অবশ্যই বিরল।যেমন ধরুন, ৭ উইকেট। এক ম্যাচে একাধিক বোলারের ৭ উইকেট নেওয়ার নজির নেই বললেই চলে। যদি বলা হয়, এক টেস্টে ৩জন বোলারের ৭ উইকেট নেওয়ার নজির রয়েছে। অবিশ্বাস্যই বটে।

তবে সত্যি সত্যিই এমন নজির দেখা গিয়েছিল ১৯৯৭ সালে ওভালে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ষষ্ঠ টেস্টে। সে ম্যাচে ইনিংসে নিজের সেরা বোলিং করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক পেসার মাইকেল কাসপ্রোইচ (৭/৩৬)।ক্রিকইনফোর "আস্ক স্টিভেন" জানাচ্ছে ওভালে সে টেস্টে আরও দুজন বোলার ইনিংসে ৭টি করে উইকেট নেন। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে ৭৬ রানে ৭ উইকেট নিয়েছিলেন কাসপ্রোইচের সতীর্থ গ্লেন ম্যাকগ্রা।

এরপর অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে ৬৬ রানে ৭ উইকেট নেন ইংলিশ স্পিনার ফিল টাফনেল।

কাসপ্রোইচ ৭ উইকেট নেওয়ায় দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১৬৩ রানে গুটিয়ে যায় ইংল্যান্ড। তবে অস্ট্রেলিয়া ম্যাচটি জিততে পারেনি। মাত্র ১২৪ রানের লক্ষ্যে ব্যাটিংয়ে নেমে টাফনেল (৪.২৭) ও অ্যান্ড্রু ক্যাডিকের (৫/৪২) সামনে ১০৪ রানেই অলআউট হয় অস্ট্রেলিয়া।ইংল্যান্ডের ১৯ রানে জয় পাওয়া সে টেস্ট স্মরণীয় হয়ে আছে অন্য এক কারণে। টেস্ট ইতিহাসে সে ম্যাচে প্রথম তিনজন বোলার ৭টি করে উইকেট নিয়েছিলেন। এই নজির আর কখনো দেখা যায়নি।

তবে পরিসংখ্যানের দিক থেকে এর চেয়ে ভালো করার নজির রয়েছে টেস্টে। ১৮৮৯ সালে কেপটাউন টেস্টে তা দেখা গেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ইতিহাসের দ্বিতীয় টেস্টে ইনিংস ব্যবধানে জিতেছিল ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে ৯৫ রানে ৭ উইকেট নিয়েছিলেন বাঁহাতি পেসার উইলিয়াস "গোবো" অ্যাশলে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংসে ১৭ রানে ৭ উইকেট নেন বাঁহাতি স্পিনার জনি ব্রিজস।

প্রথম ইনিংসে ৪৭ রানে গুটিয়ে যায় স্বাগতিকেরা। দ্বিতীয় ইনিংসে অলআউট হয় আরও ৫ রান কম করে। জনি ব্রিজস এবার ১১ রানে নেন ৮ উইকেট!

জামিন পেলেন সেই ভারতীয় বাজিকর

দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক হ্যান্সি ক্রনিয়ের ম্যাচ পাতানো—কাণ্ডে জড়িত ভারতীয় বাজিকর সঞ্জিব চাওলাকে জামিন দিয়েছেন দিল্লি আদালত। ৭৬ দিন জেলহাজতে থাকার পর সঞ্জিবের জামিন মঞ্জুর করেন বিশেষ বিচারক আশুতোষ কুমার।

জামিন মঞ্জুর করলেও সঞ্জিবকে তাঁর হাতের লেখা ও কণ্ঠস্বর রেকর্ডিং জমা দিতে বলা হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে সঞ্জিবকে লন্ডনে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ক্রনিয়ের সেই ম্যাচ পাতানো---কাণ্ডসহ পাঁচটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ পাতিয়েছেন এই ভারতীয় বাজিকর।

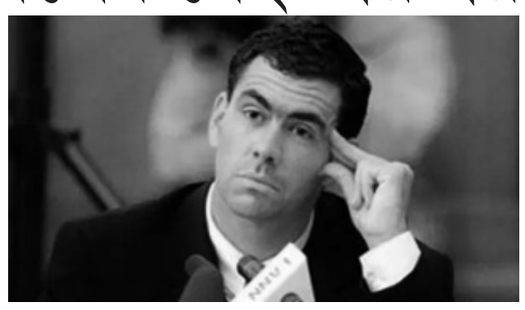

শেন ওয়ার্নের চোখে সেরা অধিনায়ক ছিলেন ক্রনিয়ে। ক্রিকেট বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম সেরা অধিনায়কের ছোট তালিকায়ও তাঁর নাম থাকবে। দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক ছিলেন বিশ্বের অনেক অধিনায়কের অনুপ্রেরণা। কিন্তু ম্যাচ পাতানোর মতো কলঙ্কের কাছে হার মানতে হয় তাঁকে।

২০০০ সালে ভারতের বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানে জেতা টেস্ট সিরিজেই ক্রনিয়ে ম্যাচ পাতিয়েছিলেন। ক্রোনিয়ে ছাড়াও ভারতের সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আজহারউদ্দিন, অজয় জাদেজা, মনোজ প্রভাকর এবং দক্ষিণ আফ্রিকার হার্শেল গিবস, নিকি বোয়ের নামও ছিল সন্দেহের তালিকায়।

ম্যাচ পাতানোর জন্য বাজিকরদের কাছ থেকে পাঁচ হাজার ইউএস ডলার ও একটি দামি চামড়ার জ্যাকেট উপহার নেন ক্রনিয়ে। পুলিশি তদন্তের মুখে নিজের সব দোষ স্বীকার করেন তিনি। এরপর ২০০২ সালের ১ জুন বিমান দুর্ঘটনায় রহস্যজনক মৃত্যু হয় ক্রনিয়ের।

লকডাউনে ইসলামাবাদের সৌন্দর্য দেখছিলেন শোয়েব!

লকডাউনের এ সময় নিজ শহর ইসলামাবাদের রাস্তায় সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছিলেন শোয়েব আখতার। সেটির ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দিয়েই ধরা খেয়েছেন তিনি। মানুষ রীতিমতো ধুয়ে দিয়েছে তাঁকে করোনাভাইরাসের আক্রমণে দিশেহারা গোটা বিশ্ব। মহামারিতে আক্রান্ত বেশিরভাগ দেশই আপাতত বাঁচার একমাত্র পথ দেখছে ঘরে বসে থাকা আর সামাজিক দূরত্বকে। ভাইরাসটির প্রতিষেধক এখনো পরীক্ষা—নিরীক্ষার পর্যায়ে থাকায় গৃহবন্দিত্বকে বাঁচার রাস্তা হিসেবে দেখছে সবাই। "লকডাউন" কিংবা "শাটডাউন" যা—ই বলা হোক না কেন, করোনাভাইরাসের সঙ্গে লড়াইয়ে অস্ত্র এখন এটিই। ইউরোপ—আমেরিকা তো বটেই উপমহাদেশেও চলছে এই লকডাউন। ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তানপ্রতিটি দেশই লকডাউন দিয়েই করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়ছে। এরই মধ্যে পাকিস্তানের সাবেক ফাস্ট বোলার শোয়েব আখতারের কান্ডে উঠেছে সমালোচনার ঝড়।

এক মাস আগেই করোনাভাইরাস নিয়ে খুব সোচ্চার ছিলেন শোয়েব। নিজের এক ভিডিও বার্তায় প্রথমে চীনাদের খাদ্যাভ্যাসকে এর মূল কারণ বলেছিলেন। এরপর পাকিস্তানে এটি হানা দিলে তিনি সোচ্চার ছিলেন মানুষের সচেতনতার ব্যাপারে। নিজের ইউটিউবে এ নিয়ে পোস্ট করেছেন একাধিক ভিডিও। পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ কেন বাড়ির বাইরে বের হচ্ছেন, কেন তাঁরা খাবার খেতে রেস্তোরাঁয় ভিড় করছেনশোয়েবের ক্ষোভের কারণ ছিল এগুলোই। পাকিস্তানের জনগণের সচেতনতা নিয়ে দারুণ ক্ষুব্ধ ছিলেন তিনি।

কিন্তু শনিবার শোয়েব নিজেই এমন এক কান্ড করেছেন, যেটি সমালোচনা তৈরি করেছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। নিজের চ্যানেল পোস্ট করা এক ভিডিওতে লকডাউনের এই সময় ইসলামাবাদ শহরের সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন। ফাঁকা রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে পাকিস্তানি ক্রিকেট তারকা নিজেই বর্ণনা করেছেন রাজধানীর সৌন্দর্য। এ সময় শোয়েবের মুখে কোনো মাস্ক দেখা যায়নি। হাতে ছিল না দস্তানাও।

ব্যাপারটি মেনে নিতে পারছেন না তাঁর ভক্তরা। ঝড় উঠেছে নেট দুনিয়ায়। একজন তো বলেই দিয়েছেন, "ভাই সচেতনতা নিয়ে এত বড় বড় বুলি আওড়ালেন, এখন নিজেই!"

অনেকেই বলছেন, এসব করে করোনার এই সময় শোয়েব একটা বাজে উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। এখন শোয়েব এ ব্যাপারে কী বলেন, দেখার বিষয় এটিই।

মায়েদের অনেক ত্যাগে আজ তাঁরা তারকা

সন্তানের বিকাশে মায়ের অবদান অতুলনীয়। সন্তানের চলার পথ মসৃণ করতেও কত রকম ত্যাগ স্বীকার করেন মায়েরা। ক্রীড়াজগতে এমন কিছু তারকা আছেন, যাঁরা মায়েদের জন্য আজ এখানে। আসুন জেনে নেই সেসব মায়ের কথা: ডেলোরিস জর্ডান মাইকেল জর্ডানের নাম তো শুনেছেন। ডেলোরিস এই বাস্কেটবল কিংবদন্তির মা। এক তথ্যচিত্রে মার্কিন তারকা বলেছিলেন, প্রথম দফায় তিনি বল "বাস্কেট" করতে পারতেন না। এ বিদ্যাটা শিখেছেন মায়ের কাছ থেকে। ছোটবেলা থেকেই লম্বা হতে চেয়েছেন জর্ডান। রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে একদিন কথাটা বলতেই অদ্ভুত এক পরামর্শ দেন ডেলোরিস। জুতোয় লবণ মেখে প্রার্থনা করো!১৯৯৩ সালে দুই কিশোরের হাতে খুন হন জর্ডানের বাবা জেমস জর্ডান সিনিয়র। শিকাগো বুলস তারকা এতটাই মুষড়ে পড়েছিলেন যে ছেড়ে দিয়েছিলেন সাধের বাস্কেটবল।তাঁকে আবারও খেলায় ফিরিয়েছিলেন ডেলোরিস।কার মা, তা না বললেও চলে। অন্তত এ দেশের বেশিরভাগ ফুটবলপ্রেমীই জানেন নামটা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর নাড়ির সঙ্গে জড়িত; তাঁর মা। রোনালদোর শৈশব ছিল সমস্যাসঙ্কুল। পিতা হোসে দিনিস ফুটবলার হলেও ছিলেন মদ্যপ। ২০০৫ সালে তিনি মারা যান। রোনালদোর বয়স তখন ২০ বছর। বড় ভাই হুগো মাদকাসক্ত। এ পরিস্থিতিতে সংসারের হাল ধরেছিলেন ডলোরেস। শক্ত হাতে রোনালদোকে তিনি পৌঁছে দিয়েছেন স্বপ্নপূরণের চূড়ায়। ডলোরেস মমতা দিয়ে আগলে রেখেছিলেন বলেই রোনালদো এতটা উচুঁতে। অনেকের কাছেই তিনি "জননী সাহসিকা।"

অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া পিএসজি। তার আগে রোজারিও সেন্ট্রাল, বেনফিকা, রিয়াল মাদ্রিদ ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড মাতিয়েছেন আর্জেন্টাইন উইঙ্গার।

The Executive Enineer W.R. Division, Kamalpur, Dhalai, Tripura invites sealed tenders vide NIet. No. 08/EE/WR/D-KMP/2020/21 Dated. 23.07.2020 for the following works.

Sl No	DNIeT No.	Estimated Cost:	Earnest Money	Time for completion
1.	DNIeT No. 14/EE/WR/D-V/KMP/ 2020-21.	Rs. 1,83,532.00	Rs. 1,835.00	4 (Four) months
2.	DNIeT No. 17/EE/WR/D-V/KMP/ 2020-21.	Rs. 1,70,535.00	Rs. 1,705.00	4 (Four) months
3.	DNIeT No. 20/EE/WR/D-V/KMP/ 2020-21.	Rs.1,17,034.00	Rs. 1,170.00	4 (Four) months
4.	DNIeT No. 24/EE/WR/D-V/KMP/ 2020-21.	Rs. 1,97,285.00	Rs. 1,973.00	4 (Four) months
5.	DNIeT No. 26/EE/WR/D-V/KMP/ 2020-21.	Rs. 2,10,661.00	Rs. 2,107.00	4 (Four) months
6.	DNIeT No. 29/EE/WR/D-V/KMP/ 2020-21.	Rs 1,17,034.00	Rs. 1,170.00	4 (Four) months
7.	DNIeT No. 33/EE/WR/D-V/KMP/ 2020-21.	Rs. 1,45,958.00	Rs. 1,460.00	4 (Four) months
8.	DNIeT No. 35/EE/WR/D-V/KMP/ 2020-21.	Rs. 3,32,332.00	Rs. 3,323.00	4 (Four) months
9.	DNIeT No.38 /EE/WR/D-V/KMP/ 2020-21.	Rs. 1,57,159.00	Rs. 1,572.00	4 (Four) months
10.	DNIeT No. 41/EE/WR/D-V/KMP/ 2020-21.	Rs. 92,540.00	Rs. 925.00	4 (Four) months

Bid documents can been seen in the website http://tripuratenders.gov.in w.e.f. 23-07-2020 and last date of downloading & bidding for bids is 13-08-2020, (2nd Call). For more details kindly visit:https://tripuratenders.gov.in Note: 'NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER'

ICA/C-1229/2020-21

Executive Engineer
Water Resource Division No.-V
Tiamalpur, Dhalai, Tripura

PRESS NIeT. NO. 15/EE/DWSIDIVN/UDP12020.21 Dated : 29.07-2020

The Executive Engineer, DWS Division Udaipur, Gomati District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender from the approved and eligible Contractors 1 Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES I CPWD / Railway I P&T / Other State PWD I Central & State Sector undertaking and also having experience certificate (Not below the rank of Executive Engineer) to completed such type of works successfully with good credential certificates (along with work order copy) (for SL No. 4 & 5 }and also trade license & having work shop with 3-Phase connection (for SI No. 4 & 5) for the following works

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money
1	DNIeT. No. 79/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 24,15,592.00	₹ 24,156.00
2	DNIeT. No. 80/EE/DWS/DIVN/UDP/2920-21	₹ 24,15,592.00	₹ 24,156.00
3	DNIeT. No. 81/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 24,23,180.00	₹ 24,232.00
4	DNIeT. No. 04/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21(2ND CALL)	₹ 12,09,197.00	₹ 12,092.00
5	DNIeT. No. 82/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 3,14,509.00	₹ 3,145.00
6	DNIeT. No. 83/EE/DWS/DIVN/UDP/2020-21	₹ 4,79,808.00	₹ 4,798.00

Last date and time for document downloading and bidding : Up to 15.00 Hrs on 20.08-2020 Place, Time and date of opening of online bid Do the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur at 15:30 P.M. on 20-08.2020 if possible Details tender notice may be seen in the office of the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur and office of the Assistant Engineer, DWS Sub-Division No- I/II, Udaipur/Kakraban/Killa/Rig/Amarpur/ Karbook/Ornpi and the website https:// www.tripuratenders.gov.in

ICA/C-1222/2020-21

(ER. D. CHAKMA)
Executive Engineer DWS Division
Udoipur Gomati District, Tripura

একক অনুশীলনে ফিরছেন ফুটবলাররা

সুড়ঙ্গের শেষে আলো দেখতে শুরু করেছেন কেউ কেউ। জেগেছে থমকে থাকা লিগ শুরুর সম্ভাবনা। করোনাভাইরাস পরিস্থিতির একটু উন্নতির মাঝে ইউরোপের কয়েকটি দেশে ফুটবল ক্লাবগুলোর মিলেছে অনুশীলনে ফেরার অনুমতি।

বুন্ডেসলিগার ফুটবলাররা আগে থেকেই অনুশীলন করছেন। অনুশীলন শুরুর সম্ভাবনা দেখে যুক্তরাজ্যের বাইরে থাকা ফুটবলারদের ফিরে আসার নির্দেশ দিয়েছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দল চেলসি।

আপাতত একক অনুশীলনের সুযোগ পেয়েছেন স্পেনের লা লিগা ও ইতালির সেরি আর ফুটবলাররা।

আগামী বুধবার করোনাভাইরাস পরীক্ষা হতে পারে বার্সেলোনা ও আতলেতিকো মাদ্রিদের মূল দলের ফুটবলারদের। সব ঠিক থাকলে পরীক্ষার ফল পাওয়া সাপেক্ষে শুক্রবার অনুশীলন শুরু করতে পারেন আতলেতিকোর খেলোয়াড়রা।

পরীক্ষার ফল জানার পর ক্লাব ফিজিওর তত্ত্বাবধানে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনুশীলনে ফিরতে পারেন বার্সেলোনার ফুটবলাররা। এখনও অবশ্য কোনো দিনক্ষণ জানায়নি তারা। স্পেনের সফলতম দল রিয়াল মাদ্রিদ জানিয়েছে, ১১ মে শুরু হতে পারে তাদের অনুশীলন। অনুশীলনের নির্দেশনা আগেই ক্লাবগুলোকে দিয়েছে লা লিগা কর্তৃপক্ষ। চার ধাপে অনুশীলন চলবে, এতে সময় লাগবে এক মাসের মতো। এই পর্যায় সম্পন্ন হওয়ার পর আবার খেলায় ফিরতে পারেন ফুটবলাররা।কবে ফুটবল শুরু হবে, এ নিয়ে স্পেন সরকার কিছু বলবে না। দেশটির প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেস জানিয়েছেন,

করোনাভাইরাস: জার্মান ফুটবলে ১০ জন আক্রান্ত

জার্মান ফুটবলের শীর্ষ দুই বিভাগ বুন্ডেসলিগা ও বুন্ডেসলিগা-২ এর ১০ জনের করোনাভাইরাস পরীক্ষার ফল পজিটিভ এসেছে।

জার্মান ফুটবল লিগ (ডিএফএল) সোমবার এক বিবৃতিতে জানায়, দুই বিভাগের ৩৬ ক্লাবের এক হাজার ৭২৪ জন খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফের কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা হয়। এর মধ্যে ভাইরাস শনাক্ত হওয়া ১০ জনকে ১৪ দিনের কোয়ারেন্টিনে পাঠানো হয়েছে।ক্লাবগুলো এখন ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে অনুশীলন করছে। দলীয় অনুশীলন সামনে রেখে সবার করোনাভাইরাস পরীক্ষা করা হয়েছিল। এই সপ্তাহে আরও একবার পরীক্ষা করা হবে বলে জানায় ডিএফএল।

বুন্ডেসলিগার ক্লাব এফসি কোলন গত শুক্রবার তাদের তিন জন ফুটবলারের করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার কথা জানিয়েছিল। নতুন করে তাদের আর কেউ আক্রান্ত হয়নি।

ইউরোপের শীর্ষ লিগগুলোর মধ্যে বুন্ডেসলিগার সবার আগে মাঠে ফেরার কথা শোনা যাচ্ছে। ৯ মে থেকে খেলা শুরু করতে চেয়েছিল ফেডারেশন। তবে সরকারের সিদ্ধান্তে সেটি পিছিয়ে যায়।

দুই ফাইনালিস্ট

দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে ফুটবল ফেরানো নিয়েই যেখানে সিদ্ধান্তে আসা যায়নি, সেখানে ভরা গ্যালারিতে কোপা দেল রের ফাইনাল খেলতে চায় আথলেতিক বিলবাও ও রিয়াল সোসিয়েদাদ। এজন্য তারা লম্বা সময় অপেক্ষা করতেও রাজি।

আগের সূচি অনুযায়ী, গত ১৮ এপ্রিল হওয়ার কথা ছিল ম্যাচটি। বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসের প্রভাবে অন্য সব টুর্নামেন্টের মতো এই ম্যাচও অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে আছে।

NO. I (86)/PNIT/EE/RD/TLM-DIV/2020-21/ 1712-1723
Date:- 30/07/2020

Cancellation Order

Due to unavoidable circumstance, the PNIT No e-PT-11/EE/RD/TLM-DIV/20-21, Dated: -18/07/2020 is hereby Cancelled as under:-

Sl. No	Name of work with	DNIT No. & Date
1.	Construction of additional room/laboratory (2 Nos additional class room and 4 Nos laboratory) at Asharambari HS School of Tulashikhar RD Block under Samagra Shiksha Programme during the year 2020-21.	DNIT- 36/ACR-L/AHSS/ SSP/SE /RD/TLM-DIV/ 20-21, Dt. 18107/2020.

ICA/C-1215/2020-21

Executive Enineer R.D.
Teliamura Di ision
Teliamura

PNIeT NO- 62/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21

The Executive Engineer, DWS Division Ambassa, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender. The details are below;

SL NO	DN1eT No	Estimated Cost	Deadline for bidding
1	DNIe-T No.44/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21	2286068.00	11-08-2020

All details can be seen press notice & bid documents for the work on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. For contact 03826-267230/9436355955

For and on behalf of Governor of Tripura

ICA/C-1236/2020-21

(Er. H. Chakma) Executive
Engineer DWS Division,
Ambassa, Dhalai District,

PNIeT NO- 68/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21

The Executive Engineer, DWS Division Ambassa, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender. The details are below;

SL NO	DN1eT No	Estimated Cost	Deadline for bidding
1	DNIe-T No. 56/EE/PWD (DWS)/AMB/ 2020-21	1830460.00	11-08-2020

All details can be seen press notice & bid documents for the work on website www.tripuratenders.gov.in at

For and on behalf of Governor of Tripura

ICA/C-1242/2020-21

Executive Engineer DWS
Division, Ambassa, Dhalai Dist.
Tripura

জাগরণ 4 August, 2020, Tuesday আগরতলা ৪ আগস্ট, ২০২০ ইং, ■ ২০ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

করোনা আবহে অযোধ্যায় যাওয়া নিয়ে বাড়তি সর্তকতা উমা ভারতীর

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট (হি. স.): গোটা দেশজুড়ে বেড়ে চলা করোনা মহামারীর জেরে উদ্বিগ্ন হয়েই অযোধ্যায় অনুষ্ঠিত ভূমি পুজোর থেকে নিজেকে বিরত রাখার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন বিজেপির জাতীয় সহ-সভানেত্রী উমা ভারতী। ভূমি পুজোয় উপস্থিত না থাকলেও পরে তিনি অযোধ্যার যাবেন বলে সোমবার জানিয়েছেন। সোমবার হিন্দিতে লেখা নিজের টুইট বার্তায় উমা ভারতী জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং উত্তরপ্রদেশের কয়েকজন

বিজেপি নেতার করোনা রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। ফলে ভূমি পুজো উপলক্ষে ওদিন প্রধানমন্ত্রীসহ অযোধ্যায় যারা উপস্থিত থাকবেন তাদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছি। ভূমি পুজো চলাকালীন অযোধ্যার সরযু নদীর তীরে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বর্ষীয়ান এই বিজেপি নেত্রী। ভূমি পুজোর অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে তিনি নিরিবিলিতে রামলালা দর্শন করবেন। এ বিষয়ে তিনি রাম জন্মভূমি ন্যাস কে অবগত করিয়েছেন। টুইট বার্তায় উমা ভারতী আরো জানিয়েছেন যে আজ, সোমবার ভোপাল থেকে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন তিনি। রাস্তার মধ্যে করোনায় আক্রান্ত কারো সাথে সংস্পর্শে আসার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন উমা ভারতী।সেই কারণে ঐদিন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন না তিনি।অনুষ্ঠান শেষ হলে তিনি রামলালায় যাবেন। আমন্ত্রণপত্র থেকে তার নাম মুছে ফেলার আবেদন প্রধানমন্ত্রী দপ্তরের কাছে করেছেন উমা। উল্লেখ করা যেতে পারে ৫ আগস্ট, বুধবার অধ্যায় ভূমি পুজো উপলক্ষে থাকার কথা দেশের একাধিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য দের।

ইকো-ট্যুরিজমের উন্নয়নে রাজ্যের অর্থনীতির চিত্র বদলে যাবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। রাজ্যের ইকো-ট্যুরিজমের উন্নয়ন ও প্রচারের উপর বন দপ্তরকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হবে। ইকো-ট্যুরিজমের উন্নয়নে রাজ্যের অর্থনীতির চিত্র বদলে যাবে। পাশাপাশি বন দপ্তরকে এমন নীতি তৈরি করতে হবে যাতে বনজ সম্পদকে ভিত্তি করে রাজ্যের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আরও মজবুত করা যায়। আজ মহাকরণের ২নং কনফারেন্স হলে বন দপ্তরের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। সভায় বন দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যে গুণগত মানের রাবার শিট তৈরি করার উপর বন দপ্তরকে উদ্যোগ নিতে হবে। রাবার শিট গুণগতমানের হলে দাম যেমন ভালো পাওয়া যাবে তেমনি পাশাপাশি রাবার চাষের সঙ্গে যুক্ত চাষীরাও আর্থিকভাবে উপক'ত হবেন। রাবারজাত পণ্য দেশ বিদেশে বাজারজাত করার লক্ষ্যে রাজ্যে রাবার উৎপাদিত পণ্যের নিজস্ব ব্যাণ্ড ও লোগো তৈরি করার জন্যও দপ্তরকে উদ্যোগ নিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের রাবার ও বাঁশের উৎপাদিত পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে আরও প্রচার প্রয়োজন রয়েছে। এরফলে রাজ্যের বাঁশ শিল্পী ও রাবারচাষীরা বিশেষভাবে উপক'ত হবেন।

সভায় প্রধান মুখ্য বনসংরক্ষক ড. অলিন্দ রস্তোগী জানান, বন দপ্তর ২০২০-২১ অর্থবর্ষে ১৪৮ লক্ষ নার্সারি করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। এরমধ্যে জলাই মাস পযরন্ত ১২ লক্ষ নার্সারি করা হয়েছে। ব্যাম্বো প্ল্যান্টেশন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে ১,৮৫১ হেক্টর। এরমধ্যে ১,৫১৮ হেক্টর ব্যাম্বো প্ল্যান্টেশন ইতিমধ্যে করা হয়েছে। ক'ষি বনায়ন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে ৪১০ হেক্টর। এরমধ্যে ৪৮ হেক্টর ক'ষি বনায়ন ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। এছাড়াও ২০২০-২১ অর্থবর্ষে ৩০০ কিলোমিটার রোড সাইড প্ল্যান্টেশন এবং ২০০ কিলোমিটার রিভার ব্যাঙ্ক প্ল্যান্টেশন করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে দপ্তর কাজ করছে। প্রধান মুখ্য বনসংরক্ষক সভায় আরও জানান, পাহাড়ি এলাকায় জল সংরক্ষণের উদ্দশ্যে বন দপ্তর ৩৭৩টি বাঁধ নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে। এরমধ্যে ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ১৩৫টি বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। চলতি অর্থবর্ষে এরকম আরও ২০০টি বাঁধ নির্মাণ করা হবে। বন দপ্তর বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে যেসব জলাশয় তৈরি করেছে সেখানে জে এফ এম সি ও স্ব-সহায়ক দলের মাধ্যমে মাছচাষ করা হবে। এরজন্য রাজ্যের ১৮টি ব্লকে চলতি অর্থবর্ষে ৬ লক্ষের উপর মাছের পোনা বিতরণ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

সভায় প্রধান মুখ্য বনসংরক্ষক আরও জানান, চলতি অর্থবর্ষে বন দপ্তর রেগার মাধ্যমে ১,৮০৭ হেক্টর ব্লক প্ল্যান্টেশন, ৫৭০ হেক্টর ক'ষি বনায়ন, ৪৮৬ কিমি রোড সাইড প্ল্যান্টেশন এবং ২৯৫ কিমি রিভার ব্যাঙ্ক প্ল্যান্টেশন করবে। তিনি আরও জানান, রাজ্যের ৮টি জেলায় ১০ হেক্টর করে মোট ৮০ হেক্টর গবাদি পশুর খাদ্য চাষ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে বন দপ্তর। ইতিমধ্যেই রাজ্যের ৮টি জেলার বিভিন্ন স্থানে পশু খাদ্য হিসেবে কাঁঠাল, সজনে, নেপিয়ের ইত্যাদির চাষ শুরু করা হয়েছে।

২য় পাতায়

সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বনকে নির্ভর করে জনজাতি অংশের মানুষ যাতে আর্থিক দিক দিয়ে উন্নত হতে পারে সেই দিশায় বন দপ্তরকে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। রাস্তার দু'পাশে যে গাছগুলি লাগানো হয়েছে সেগুলি যত্নে রাখার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের ইকো-ট্যুরিজমকে উন্নয়ন করার লক্ষ্যে প্রচারের উপর গুরুত্বারোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই লক্ষ্যে রাজ্যের বিমানবন্দরের আগমন পয়েন্টে বনদপ্তরের তৈরি ভালচার পয়েন্ট, বাইসন পয়েন্ট, বাটারফ্লাই পয়েন্ট ইত্যাদি বিষয়কে নিয়ে ডিজিট্যাল বোর্ড এবং ভিডিও তৈরি করে প্রচারে নিয়ে যেতে বন দপ্তরকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

পর্যালোচনা সভায় এছাড়াও বনদপ্তরের নতুন কর্মসূচি আত্মনির্ভর ভারত, ম'তি বন, নগর বন উদয়ন যোজনা, চড়ক বন, স্কুল নার্সারি, ই-নার্সারি, ই-ট্রি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও জাইকা প্রকল্পে যেসব কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে সেগুলি নিয়েও আলোচনা করেন প্রধান মুখ্য বনসংরক্ষক ড. অলিন্দ রস্তোগী। পর্যালোচনা সভায় বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, মুখ্য বনসংরক্ষক অমিত শুক্লা, বন দপ্তরের প্রধান সচিব বরুণ কুমার সাহু এবং বন দপ্তরের অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

রাখি বন্ধন উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট (হি. স.): রাখি বন্ধন উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানালেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার নিজের টুইট বার্তায় রাষ্ট্রপতি লিখেছেন, পবিত্র সুতোর মধ্যে দিয়ে ভাই ও বোনের মধ্যে ভালোবাসা এবং বিশ্বাসের নতুন আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মহিলাদের সম্মান এবং মর্যাদা রক্ষার্থে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে।রাখি বন্ধন উপলক্ষে সকলকে শুভেচ্ছা। হিন্দিতে টুইট বার্তা লিখে দেশবাসীকে রাখি বন্ধনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নিজের টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, রাখি বন্ধন এর পবিত্র তিথিতে সকল দেশবাসীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।উল্লেখ করা যেতে পারে দেশ জুড়ে পালিত হচ্ছে রাখিবন্ধন উৎসব। এই দিন বোনেরা ভাইদের হাতে রাখি বেঁধে এই উৎসব উদযাপন করে থাকে।যদিও করোনা আতঙ্কে মলিন রাখি বন্ধনের উৎসবের আমেজ।

রাখি বন্ধন উপলক্ষে দেশবাসীকে অভিনন্দন উপরাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট (হি. স.): রাখি বন্ধন উপলক্ষে দেশবাসীকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানালেন উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু।সোমবার এই উপলক্ষে একাধিক টুইটও করেন তিনি। এদিন সকালে বেঙ্কাইয়া নাইডু নিজের টুইট বার্তায় লেখেন, রাখি বন্ধনের পবিত্র উৎসবে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।ভাই ও বোনের মধ্যে পবিত্র স্নেহের প্রতীক হচ্ছে রাখি।নারীর গরিমা ও সম্মান রক্ষার অঙ্গীকার উৎসবের মধ্যে দিয়ে প্রস্ফুটিত হয়। পরিবার এবং সমাজে মা, বোন, কন্যার সুরক্ষা, সম্মান এবং ক্ষমতায়নের পরিধি আরো বেশি বৃদ্ধি পাক। নিজের অপর একটি টুইট বার্তায় উপরাষ্ট্রপতি লিখেছেন, সমাজের সৌহার্দ্য ও বন্ধুত্বের ভাবনার প্রতীক রাখি বন্ধন।মহামারীর এই আবহে পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণতা, সংক্রমণে আক্রান্ত লোকেদের ও তাদের পরিবারবর্গের প্রতি সহায়তা এবং সহানুভূতি প্রদর্শন এবং লকডাউনের জেরে দূর্ভোগে পড়া গরিব শ্রমিকদের যথাসম্ভব সাহায্য করার মধ্যে দিয়েই রাখি বন্ধন প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে এর আগে রাখি বন্ধন উপলক্ষে দেশবাসীকে শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

করোনায় আক্রান্ত কার্তি চিদম্বরম

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট (হি. স.): করোনায় আক্রান্ত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমের পুত্র কার্তি চিদম্বরম।বর্তমানে বাড়িতেই কোয়ারান্টিনে আছেন তিনি। করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর নিজেই জানিয়েছেন কার্তি। তার সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের করোনা পরীক্ষা করানোর আর্জি জানিয়েছেন তিনি। সোমবার নিজের টুইট বার্তায় চিদম্বরম পুত্র লিখেছেন যে তিনি করোনা আক্রান্ত। লক্ষণ কম থাকায় চিকিৎসকেরা তাকে বাড়িতেই কোয়ারান্টিনে থাকতে বলেছেন। পাশাপাশি এই কদিনে তার সংস্পর্শে যারা এসেছিলেন তাদেরকে করোনা পরীক্ষা করানোর আর্জি জানিয়েছেন তিনি। উল্লেখ করা যেতে পারে দেশের একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব

ছয়ের পাতায় দেখুন

প্রয়াত অগিকুমার কুমার আচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। রাজ্যের বিশিষ্ট লেখক, গ্রন্থকার, গীতিকার, নাট্যকার, চিত্র পরিচালক অগিকুমার আচার্য আজ আগরতলায় প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যকালে তার বয়স হয়েছিলো ৮৬ বছর। আজ বিকালে একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যকালে তিনি দুই পুত্র, চার কন্যা রেখে গেছেন।

প্রয়াত অগিকুমার আচার্য ১৯৫১ সালে সরকারি শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। লেখালেখি শুরু করেন ১৯৬০-এ।

২০১৮-তে তিনি নাট্যক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য রাজ্য সরকারের ত্রিপুরেশ মজমদার ম'তি পুরস্কার পেয়েছিলেন। তার মৃত্য সংবাদ পেয়ে ত্রিপুরা রাজ্য সাংস্ক'তিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুভাষ দেব প্রয়াতের বাড়িতে গিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

রাজ্যের বিশিষ্ট সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক ও সাংস্ক'তিক ব্যক্তিত্ব অগিকুমার আচার্যের প্রয়াণে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন। এক শোক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য একজন বহুমুখী প্রতিভার সাংস্ক'তিক ব্যক্তিত্বকে হারাল। তিনি একাধারে ছিলেন লেখক, গীতিকার ও নাট্যকার। প্রয়াত আচার্যের লেখা বিভিন্ন বই, নাটক, তথ্যচিত্র পাঠক ও দর্শক মহলে প্রশংসিত এবং এর মাধ্যমে তিনি রাজ্যের নিজস্ব ক'ষ্টি সংস্ক'তিকে তুলে ধরেছেন। তার প্রয়াণে রাজ্যের সাহিত্য ও সাংস্ক'তিক জগৎ একজন অভিভাবককে হারাল।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব প্রয়াত অগিকুমার আচার্যের বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

করোনা কালে বাজারে দ্রব্যমূল্যের চড়া দাম রোধে সোমবার আগরতলার বিভিন্ন বাজারে অভিযান চালায় খাদ্য দপ্তরের কর্মীরা। ছবি- নিজস্ব।

কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে বিধিনিষেধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। রাজ্য সরকার 'দ্য এপিডেমিক ডিজিজ কোভিড-১৯ রেগুলেশন-২০২০'-এর রেগুলেশন অনুযায়ী কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। এগুলি হলো-

১. ভ্রমণের ইতিহাস থাকলে ১৪ দিনের হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে।

২.পাবলিক প্লেস/কর্মক্ষেত্র ও ড্রাইভিং/ভ্রমণের সময় মাস্ক বা মুখাবরণ পরিধান বাধ্যতামূলক।

৩. বেসরকারি ও গণ পরিবহণ ব্যবস্থায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা।

৪. দোকান ভলান্টিয়ারের মাধ্যমে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা থাকতে হবে। দোকানের সামনে ১ মিটার-এর কম জায়গা থাকলে একজন ক্রেতা এবং ১ মিটারের বেশি এবং ২ মিটারের কম জায়গা থাকলে দুইজন ক্রেতাকে একসাথে ঢুকতে দেওয়া যাবে। বাকিরা ১ মিটার দূরত্ব বজায় রেখে পিছনে দাঁড়াবেন। ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কেই মাস্ক পরিধান করতে হবে। মাস্ক অথবা মুখাবরণ পরিধানের নিয়ম ভঙ্গ করলে প্রথমবারে ২০০ টাকা এবং পরবর্তী প্রতিবারে ৪০০ টাকা জরিমানা হবে। পাবলিক প্লেস, দোকানে এবং যানবাহনে সামাজিক দূরত্ব বজায় না রাখলে ১, ০০০ টাকা জরিমানা হবে। হোম কোয়ারেন্টাইনের নিয়ম ভঙ্গ করলেও ১,০০০ টাকা জরিমানা হবে। এ সমস্ত নিয়ম ভঙ্গ করলে আই পি সি'র ১৮৮ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলেও গণ্য করা হবে।

রাজস্থানে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৫৬৫

জয়পুর, ৩ আগস্ট (হি. স.): একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও রাজস্থানে বেড়েই চলেছে করোনার সংক্রমণ। নতুন করে কংগ্রেস শাসিত মরু রাজ্যে আক্রান্ত ৫৬৫। বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিহত ৯। সোমবার সকালে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফ থেকে জারি করা রিপোর্টে এই কথাই জানানো হয়েছে। অন্যদিকে গোটা ভারতে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮০৩৬৯৬। সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৫৭৯৩৫৭।সুস্থ হয়ে উঠেছে ১১৮৬২০৩।দেশজুড়ে নিহত ৩৮১৩৫।

প্যাংগং ঝিল থেকে সেনা সরিয়ে নেওয়ার দাবি চিনের কাছে করলো ভারত

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট (হি. স.): চিনের সঙ্গে পঞ্চম দফার কোর কমান্ডার পর্যায়ের বৈঠকে প্যাংগং ঝিল থেকে সেনা প্রত্যাহারের দাবিতে সরব ভারত। রবিবার রাত ৯ টা ৩০ মিনিটে পর্যন্ত মলডোতে চলে ম্যারাথন এই বৈঠক। প্রায় ১০ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলা এই বৈঠকে প্যাংগং ঝিল থেকে চিনা সেনা প্রত্যাহারের দাবিতে সরব হয়ে ওঠে ভারত। এর আগে ৩০ জুলাই ভারতের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল পূর্ব লাদাখে বিতর্কিত এলাকায় থেকে সেনা প্রত্যাহারের কাজ শুরু করে দিয়েছে চিন। কিন্তু যে আশা করা হয়েছিল তেমনভাবে প্রত্যাহার করেনি চিন।বিতর্কিত এলাকাগুলির থেকে নামমাত্র সেনা এবং সমরাস্ত্র সরিয়ে নিয়েছে লাল ফৌজ। কিন্তু পুরোপুরি সেইসব এলাকা ছেড়ে যায়নি তারা। উল্লেখ করা যেতে পারে কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত চিত্র থেকে দেখা গিয়েছে যে নিজেদের সীমান্তবর্তী এয়ারবেসে অত্যাধুনিক বোমারু বিমান মোতায়েন করেছে চিন।অন্যদিকে পুরো মাত্রায় লাল ফৌজ এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য পূর্ব লাদাকে সুখোই ৩০ এম কে আই, মিগ ২৯, জাগুয়ার, মিরাজ ২০০০ মত যুদ্ধ বিমান মোতায়েন করেছে ভারত। আকাশপথে পদাতিক সেনাকে রক্ষা করার জন্য চক্কর কাটছে কমব্যাট শ্রেণীর অ্যাপাচি হেলিকপ্টার। রবিবারের বৈঠক শুরু হয় সকাল ১১ টা নাগাদ। ভারতীয় সেনা বাহিনীর তরফ থেকে এই বৈঠকের নেতৃত্ব দেন লেফটেনেন্ট জেনারেল হারিন্দর সিংহ। চীনের তরফে বৈঠকে নেতৃত্ব দেন মেজর জেনারেল লিউ লিন। বৈঠকে প্যাংগং ঝিল ছাড়াও ডেপসাং সমভূমি এবং গোগ্রা হট স্প্রিং থেকে সেনা সরিয়ে নিতে চিনকে বলে ভারত।১৪ জুলাইয়ের বৈঠকে সেনা সরিয়ে নিতে রাজি হয় চিন। কিন্তু পুরোটাই থেকে যায় খাতায়-কলমে। উল্টে এইসবের এলাকায় বাড়তি সেনা মোতায়েন করে লালফৌজ। প্যাংগং ঝিলের ফিঙ্গার পয়েন্ট চার থেকে আট পর্যন্ত প্রায় আট কিলোমিটার বিস্তৃত এলাকাজুড়ে স্থায়ী সামরিক নির্মাণ করেছে চিন। ফিঙ্গার পয়েন্ট চার থেকে কিছুটা সেনা সরিয়ে নিয়ে গেলেও পুরোপুরি সৈন্যসমাবেশ তুলে নেয়নি লালফৌজ। ভারতের দাবি ফিঙ্গার পয়েন্ট চার থেকে আট পর্যন্ত সেনা সরিয়ে নিতে হবে চিনকে।

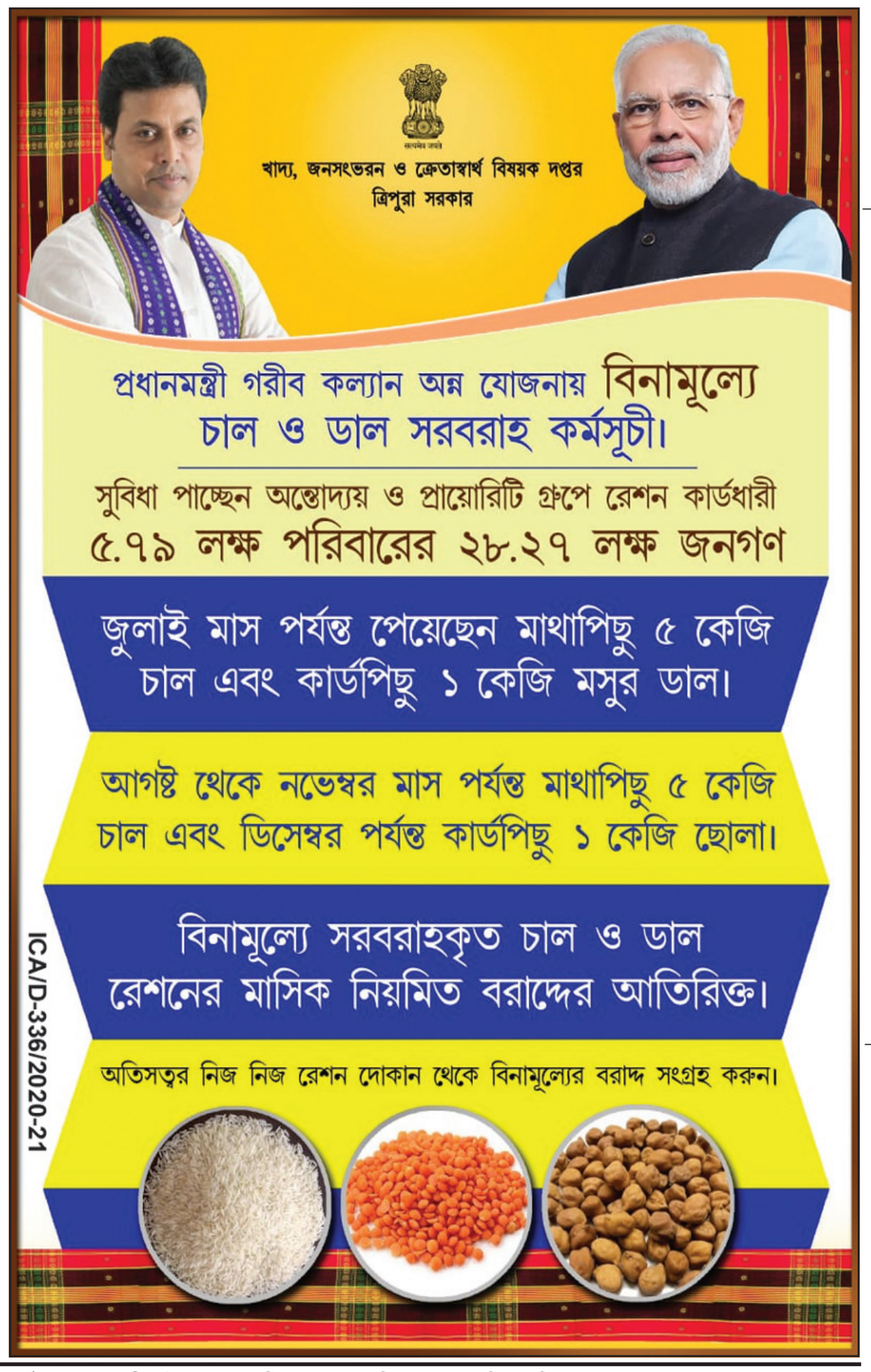

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।